শ্রীবৈদগ্ধ বিলাসঃ

ভাগবত পরমহংস শ্রীমনোহরদাস প্রণীতঃ

Scanned by TapScanner

শ্রীগোবিন্দলীলামৃতাৎ প্রসৃতেয়ং লীলা সুধা।
শ্রূয়তাং গীয়তাং নিত্যং প্রিয়তাং মানসে মুদা॥১॥

শ্রীবৈদগ্ধ বিলাসঃ

শ্রীগোবর্দ্ধন গোবিন্দকুণ্ড তটাশ্রিত–
ভাগবতপরমহংস শ্রীমনোহরদাসেন প্রণীতঃ।

তদনুগত জনগণার্থ ব্যয়েন প্রকাশিতঃ

শ্রীশ্রীগৌরগোবিন্দ ভজন পরায়ণ–
সজ্জনেভ্যঃ সংপ্রদেয়ঃ।

প্রকাশক : সম্পাদক-
শ্রীমুরলীমোহনদাস

Scanned by TapScanner

প্রাপ্তিস্থান ঃ

শ্রীমনোহর গ্রন্থাগার
শ্রীগোবর্ধন, গোবিন্দ কুণ্ড (আনোর)
জিলা ঃ মথুরা (ইউ. পি.)

পরিবর্দ্ধিত তৃতীয় সংস্করণঃ।

প্রকাশন তিথি ঃ

অক্ষয় তৃতীয়া ঃ ২০০২, শ্রীচৈতন্যাব্দ ঃ ৫১৭, বঙ্গাব্দ–১৪০৯

প্রচারানুকূল্যে মূল্য ঃ

৩০/- টাকা মাত্র

মুদ্রণ ঃ

শ্রীহরিনাম প্রেস, হরিনাম পথ,
বৃন্দাবন-২৮১১২১ ফোন ঃ ৪৪২৪১৫

Scanned by TapScanner

দ্বাদশাদিত্য সঙ্কাশঃ প্রকাশদ্বাদশঃ স্মৃতঃ।
কুরসং প্রলায়ং নীতঃ পরেশরসভাসকঃ॥

ভূমিকা–

শ্রীভগবান্ তথা ভগবৎপরিকর এবং ভগবদ্ভক্তগণের নামসঙ্কীর্ত্তনে সাধক হৃদয়ে ভগবদ্‌রূপ গুণ লীলার ক্রমে উদয়ে পাপাদি যাতনাংশের প্রেমের প্রতিবন্ধক অপরাধাংশের এবং অবিদ্যাবন্ধন সুক্ষ্মজাড্যাংশের অনুক্রমে উচ্ছেদ প্রাপ্ত হইয়া শুদ্ধা ভগবদ্রতি পঞ্চম পুরুষার্থ প্রেমরস বস্তুর উদয় প্রাপ্ত হয়। এ জন্য এই কলিকালে বিশেষরূপে নামই মুখ্য সাধন, সেই সাধন–বৈধি রাগানুগাভেদে দ্বিধা। রাগানুগা মুখ্য সাধনেতে গোপী অনুগত ভাব সাধক-হৃদয়ে ধার্য্য হয়, তাহাতে শ্রীগোপীজন নাম কীর্ত্তনই প্রেম প্রদানের মুখ্য উপায়, শ্রীগোপীজন করুণা-কণা প্রকাশে শ্রীগোপীনামরত্নমালা প্রকাশিতা। ঐ গ্রস্থ কর্ণিকাতে রাধাকৃষ্ণ। উত্তর দিক হইতে দক্ষিণ পরিক্রমাছন্দে অষ্ট দিকে কেশরে প্রধান শ্রীরূপাদি অষ্টমঞ্জরী, অষ্টদলে তারপরে অষ্ট প্রধানাসখী ললিতাদি। প্রধানোপদলে অনঙ্গাদি অষ্টমঞ্জরী এবং তৎপরে সামান্য উপদলে সম্পূর্ণাদি সামান্য মঞ্জরী কীর্ত্তন এবং যথাস্থানে লীলাধিদেবী যোগমায়া বনদেবী দুতী পরিচরী সকলের সন্নিবেশ হইয়া মহাযোগপীঠ এবং বর্ণবস্ত্রাদির পরিজ্ঞানের সহিত গোপীজন নাম, পরিশেষে শ্রীরাধা নামে সম্পূর্ণ। সাধক ঐ নাম কীর্ত্তন করিতে করিতে শ্রীভগবৎ রূপ গুণাদি "স্ফুর্ত্তিক্রমে হৃদয়ে শ্রীলীলাদেবীর উদয় প্রাপ্ত হয়। তদা সাধক কর্ণে, মুখে, মানসে লীলা আবৃত্তি করিতে থাকিলে যদি সাধকহৃদয়ে কযায়াদিও থাকে, তথাপি অবিচিন্ত্য বিচিত্রা লীলাশক্তি তাহা দুর করত অপ্রাকৃত প্রেমরসরূপে হৃদয়ে সংস্থাপিত হন। দৃষ্টান্ত যথা–যেরূপ কালে অপক্বতিক্ত অম্লাদি দোষযুক্ত নিম্বাম্রাদি ফলে মিষ্টরস সঞ্চারে তিক্তাম্লাদি দোষনাশ মধুরত্ব প্রাপ্ত হয়। যদ্যপি তিক্তাদি, ফলবিশিষ্টে না রহে, তথা অতি মধুরত্ব প্রাপ্ত তদ্বৎ বস্তুশক্তির প্রভাব।

Scanned by TapScanner

যথা শ্রীভাগবতে—

বিক্রীড়িতং ব্রজবধূভিরিদঞ্চ বিষ্ণোঃ
শ্রদ্ধান্বিতোহনুশৃণুয়াদথ বর্ণয়েদ্ যঃ।
ভক্তিং পরাং ভগবতি প্রতিলভ্য কামং
হৃদ্রোগমাশ্বপহিনোত্যচিরেণ ধীরঃ॥

ইহার অর্থ : আমি শ্রীভগবদংশ জীব, আমার পরম পিতা পরমস্বামি ভগবান্ এবং তাঁহার নিত্যলীলাপরিকরজন মুখ্য আমার পরম জনকী পরম-স্বামিনী। তাহারা আত্মারাম আত্মারামী হইলেও স্বানন্দ নব নব উল্লাস নিমিত্ত প্রাকৃতে অপ্রাকৃতে দিব্য নানা লীলা করেন। আমরা জড় রতি ও জড় রতিকার্য্য পরিত্যাগ পূর্ব্বক হৃদয়ে নিত্য ভগবদ্রতি অবলম্বন পূর্ব্বক শ্রদ্ধালু হইয়া ঐ লীলা কর্ণাদিত্রয়ে আবৃত্তি করিলে কষায়াদি সর্ব্ব বিনাশ পূর্ব্বক প্রেমরস পরম পদার্থ লাভ করি আত্যন্তিক দুঃখ নাশ এবং আত্যন্তিক সুখ প্রাপ্ত হইব। ইতি॥

জড়ীয়রতিমাশ্রিত্য জড়পিণ্ডসুখেচ্ছুকঃ।
অসত্তর্কী ত্বিদং রসং ন পশ্যতু সুখং হি নঃ॥২॥

Scanned by TapScanner

সূচীপত্রং

১ম প্রকাশে–কলিযুগ ঘোরবনে কলিকাল কালসর্পগ্রস্ত পাপাচ্ছন্ন জীবগণ উদ্ধার কারণে স্বগণ সহ শ্রীমহাপ্রভু নবদ্বীপে প্রকট। গৌরহরি সিংহরূপে প্রথমতঃ পাপাক্রান্ত জীবগণে নামামৃত প্রদান করেন। পুনঃ অচিন্ত্য শক্তিতে কল্পবৃক্ষরূপে রূপগুণামৃত প্রদান। মহামহেন্দ্ররূপে লীলামৃত প্রদান। তত্র মহাপ্রভুর নটবর বেশাদির বর্ণন। সকল জীব উদ্ধার মহা প্রেমরস প্রাপ্ত ইতি ১ম প্রকাশ। ১-৮

২য় প্রকাশে-শ্রীলীলামৃত পান বিষয়ে শ্রীরূপপাদের আশীর্ব্বাদ শ্রীগোলোক নিত্য বৃন্দাবন হইতে কৃষ্ণ সহপরিকরে পরকীয়ভাবে প্রকট, তত্র বাল্য পৌগণ্ডাদি কৈশোরলীলা সংক্ষেপ বর্ণন। ইতি দ্বিতীয় প্রকাশঃ। ৯-১৫

৩য় প্রকাশে–নিত্যধামে শ্রীরাধাসহ শ্রীকৃষ্ণের নিত্য বিহার, শ্রীভাগবত পদ্যসহ শ্রীরাধার গোচারণ লীলা, শ্রীবৃন্দাবন মিলন পর্য্যন্ত বর্ণন। ইতি ১৫-২০

৪র্থ প্রকাশে–শ্রীনন্দীশ্বরে শ্রীকৃষ্ণের সখাসহ মল্ললীলা, এবং ভাণ্ডীর বনে শ্রীরাধাকৃষ্ণের মল্ললীলা, তথা গোপীসভামধ্যে শ্রীগোবিন্দ নটিনী বেশে নর্ত্তন। ইতি চতুর্থ প্রকাশঃ। ২৭-৩৫

৫ম প্রকাশে–শ্রীরাধা সখীগণ সহ বৃন্দাবনে পুষ্পচয়নে স্বীয় নাথ গোবিন্দ সহ বিবাদ। তাহাতে রাধাকৃষ্ণের প্রেমকেলি ঘোরতর রণযুদ্ধ আরম্ভে রাধা কর্ত্তৃক কৃষ্ণ পরাজয় নিধুবনে শ্রীরাধার বৃন্দাবনরাজ্যেশ্বরীত্বে অভিষেক, সর্ব্বলোকে বৃন্দাবনেশ্বরী নবযুবরাজ শ্রীকৃষ্ণ-মহিষীরূপে বিখ্যাতা ভোজনান্ত বর্ণন। ইতি পঞ্চম প্রকাশঃ। ৩৫-৪৬

৬ষ্ঠ প্রকাশে–শ্রীকৃষ্ণের বিশুদ্ধ হেতুর আভাসেতে মান, যে হেতুকে দর্শন শ্রবণ করিলে মান না রহে তাহাকে হেত্বাভাস কহে। বহুবল্লভ শ্রীকৃষ্ণের মানকালে অন্যনায়িকা স্মরণ পথে অনাগতে রাধা প্রতি মান, তাহাতে শ্রীরাধার মহামানিনী এবং রসসম্পূর্ণ প্রাপ্ত। রাধার ভিক্ষুক বিপ্রবেশে মানভিক্ষা ও মিলন। ইতি ষষ্ঠ প্রকাশঃ। ৪৭-৫৪

৭ম প্রকাশে–শ্রীরাধা সিদ্ধ বিদ্যাধর রূপ ধারণ পূর্ব্বক শ্রীকৃষ্ণের প্রেম পরীক্ষা, উভয়ের শাস্ত্র বিচার, রাধাকৃষ্ণের মিলন পর্য্যন্ত বর্ণন। ইতি ৫৪–৬০

Scanned by TapScanner

৮ম প্রকাশে–শ্রীগোবিন্দ শ্রীরাধার প্রেমাধীন হইয়া মথুরাস্থ রমিকা নামে দাসীবেশ ধারণ, জাবটে গমন পূর্ব্বক শ্রীরাধাকে সেবা করেন, তত্র বিবিধ কৌতুক মিলন। ইতি অষ্টম প্রকাশঃ। ৬১-৬৮

৯ম প্রকাশে–শ্রীকৃষ্ণসহ শ্রীরাধার ফুলবিহার লীলা। জটিলা আগমনে শ্রীরাধাকৃষ্ণ মহালক্ষ্মী মহানারায়ণ রূপ ধারণ, জটিলাদিস্তব পরে গৃহে গমন। ইতি নবম প্রকাশঃ। ৬৮-৮২

১০ম প্রকাশে–শ্রীচন্দ্রাবলী প্রীতিকরি শ্রীরাধামাধবকে আপন গৌরীতীর্থে লইয়া মিলন করান তত্র একদা উভয় মান, ভোজন গৃহাগমন পর্য্যন্ত বর্ণন। ইতি দশম প্রকাশঃ। ৮৩-৯২

১১শ প্রকাশে–যুথেশ্বরীগণ জটিলাদি ব্রজ সমুহ শ্রীরাধাকৃষ্ণে প্রীতি, তত্র অভিসারিকাদি নায়িকা বর্ণন। একাদশ প্রকাশঃ। ৯৩-১০১

১২শ প্রকাশে–শ্রীপৌর্ণমাসীদেবী বনে শ্রীযুথেশ্বরীগণ শ্রীরাধাগোবিন্দ লইয়া সঙ্গীত নৃত্যাদি করেন, তত্র ক্রমে গাত্রসঙ্গীত, যন্ত্রসঙ্গীত, কামসঙ্গীতাদি এবং বটুর তাণ্ডব নৃত্য, লাস্যনৃত্য, শ্রীরাধাভাবে নৃত্য। শ্রীরাধাগোবিন্দ লীলা অক্ষয় সরোবর তার দুইটি ধার বিপ্রলম্ভ প্রিয়-বিরহ দুঃখ ধার, আর একটি প্রিয় মিলন সম্ভোগ ধার। মুদহর্ষে কেবল সংক্ষিপ্তাদি সম্ভোগ ধারে থাকেন, আর মদ দুঃখে ও হর্ষার্থে ইনি প্রথমে দুঃখার্থে বিপ্রলম্ভে মাদন মোহন দিব্যোন্মাদ চিত্রজল্প দশাঙ্গ দুঃখ নিঃশেষ হয়ে পরে হর্ষার্থ সম্ভোগে আসেন গঙ্গা যমুনা মিলনবৎ মোদন মাদন দুই একধার হয়ে বিচিত্র মাদন, তদা মথুরা পূর্ণতর বাসুদেব, দ্বারকাপূর্ণ বাসুদেবকে মৌষল লীলাতে রাখিয়া শ্রীবৃন্দাবন পূর্ণতম শ্রীগোবিন্দে মিলিত শ্রীরাধাগোবিন্দ সপরিকর মহা স্বমৃদ্ধাখ্য সম্ভোগ, বিপ্রলম্ভ সম্ভোগ পরিপূর্ণ সর্ব্ব রস আস্বাদন, পরে স্বপরিকর লীলা অপ্রকট। ইতি দ্বাদশ প্রকাশঃ। ১০৭-১২২

ইতি সূচিকা সম্পূর্ণম্।

Scanned by TapScanner

* শ্রীশ্রীগদাধরগৌরাঙ্গাভ্যাং নমঃ *

শ্রীবৈদগ্ধ বিলাসঃ

প্রেমদান লীলা প্রথম প্রকাশঃ।

•

যঃ শ্রীবৃন্দাবনভুবি পুরা সচ্চিদানন্দসান্দ্রে।
গৌরাঙ্গীভিঃ সদৃশরুচিভিঃ শ্যামধামা ননর্ত্ত।
তাসাং শশ্বদ্দৃঢ়তরপরীরম্ভসম্ভেদতঃ কিং
গৌরাঙ্গঃ সন্ জয়তি স নবদ্বীপমালম্বমানঃ॥১॥

অস্যার্থঃ। যঃ শ্রীলীলাপুরুষোত্তমো নবাম্বুদশ্যামকান্তিশ্চিদানন্দঘনাকৃতিঃ পূর্ব্বে ব্রজভূমৌ স্বসমকান্তিভির্লীলাসমুৎসুকাভির্ব্বা ব্রজসুন্দরীভির্নৃত্যবিলাসাদীন্ কৃতবান্, স কিং তদা তাসাং গাঢ়ালিঙ্গনবশাদ্ গৌরকান্তিঃ সন্ শ্রীনবদ্বীপে প্রকটৌ ভূত্বাহন্তঃ কৃষ্ণপূর্ণপুরুষোত্তমরসিকশেখরত্বেন, বহির্মহাভাবময়ীরাধাকান্তি ভঙ্গ্যাদিনা চাহং রাধা মৎপ্রাণনাথকৃষ্ণেতি মহাভক্তিভাবিনীত্বেন, মহাভাবিনী রাধাভাবেন স্বরূপগুণমাধুর্য্যাদ্যাস্বাদকত্বেন চ, তেন শ্রীরাধাপ্রেমমাহাত্ম্যাব-গতত্বেন চ, স্বাস্বাদমধুরতন্মধুরোজ্জলপ্রেমনিজাংশশক্তিভূতস্নেহপাত্রজীবেভ্যো দাতৃত্বশিরোমণিরূপে প্রদানত্বেন চ, তদ্ভাবাঢ্যমহালীলাপ্রকাশজগদানন্দবিধানত্বেন চ, সপার্ষদৈঃ শ্রীনবদ্বীপে পরমোৎকর্ষেণ বর্ত্ততে॥ গূঢ়ার্থব্যঙ্গো যথা,— মহারাসাদিকালে গোপীমণ্ডলীসহরাধাকৃষ্ণৌ ভ্রামং ভ্রামং যদা সম্মুখীভবন্তৌ তদা কৃষ্ণঃ স্বললিতত্রিভঙ্গশ্যামাঙ্গচ্ছবিং রাধাঙ্গে প্রতিবিম্বিতং দৃষ্ট্বা "অহো ! মে রূপমাধুর্য্য" মিতি তদাস্বাদিতুং রাধিকেবাভিলসিতস্তৎক্ষণমেব চন্দ্রকান্তিমণিরাধাঙ্গচ্ছবিং স্বাঙ্গে প্রতিবিম্বিতং দৃষ্ট্বা তেন প্রতিবিম্বেন যত্নেন তদিচ্ছাং পরিপুরয়িতুমসমর্থঃ পুনর্জাতগাঢ়ালিঙ্গনস্তেন সংস্পর্শসঞ্চারগুণকেন রাধাভাবকান্তিমঙ্গীকৃত্য শ্রীমহাপ্রভুঃ শ্রীনবদ্বীপে জয়তীত্যর্থঃ॥১॥

Scanned by TapScanner

অন্তঃ কৃষ্ণ বহির্গৌর, জয় শ্রীগৌরসুন্দর, রাধাকৃষ্ণ দুঁহু রূপাঙ্কিত।
সেই তব ভাবকান্তি, সেইত ভঙ্গিমাভাতি, সেই তব বচন অমৃত॥
সেই সব চিহ্ন লেখা, সেই অঙ্গরাগ দেখা, সেই তব বসন ভূষণ।
সেই মুখে মৃদু হাঁসি, সেই সব লীলারাশি, সেই সঙ্গে পারিষদগণ॥
সেই রাধাকৃষ্ণ বলি, কান্দ সদা উতরলি, নদেপুরে ব্রজ উদ্দীপন।
ভক্তভাব অঙ্গীকরি, ভাব প্রেম স্বমাধুরী, আস্বাদিতে হ'লে প্রকটন॥
সে দ্বারে করুণা করি, পরম করুণ নাম ধরি, জীবে বিলাইলে প্রেমামৃত।
যাহা করি অন্বেষণ, কেশ শেষাদিকগণ, না পাইল যত্ন করি কত॥
কত যুগ কল্প গেল, উপদেশ না পাইল, কপিলাদি স্থানে মাতৃগণ।
স্বয়ং অবতার করি, স্বয়ং হই অবতারী, না বিলালে যাহা কদাচন॥
হেন চমৎকার ধন, রস মুখ্য যার নাম, করুণাতে হই অবতীর্ণ।
কলিযুগে যারে তারে, যোগ্যাযোগ্য না দেখিলে, যথা তথা করিলে বিতীর্ণ॥

তথাহি শ্রীরূপকড়চাশ্লোকঃ—

অনর্পিতচরীং চিরাৎ করুণয়াবতীর্ণঃ কলৌ,
সমর্পয়িতুমুন্নতোজ্জ্বলরসাং স্বভক্তিশ্রিয়ং।
হরিঃ পুরটসুন্দরদ্যুতিকদম্বসন্দীপিতঃ,
সদা হৃদয়কন্দরে স্ফুরতু বঃ শচীনন্দনঃ॥২॥

রসিকশেকর হয়ে রস আস্বাদিলে। করুণাশেখর হয়ে তাহা বিলাইলে॥
যাহা বাঞ্ছা করি কত করিয়ে যতন। শ্রীললনা বহু তপঃ করে আচরণ॥
নারায়ণ প্রিয়া তাতে মনে অভিমান। গোপী অনুগত ভাবে নাহি ধরে মন॥
বহু যত্নে তপঃ করি যাহা না পাইল। দয়ালাবতারে প্রভু তাহা বিলাইল॥

যথা শ্রীমদ্ভাগবতে নাগপত্নীস্তুতো—

কস্যানুভাবস্য ন দেব ! বিদ্মহে তবাঙ্ঘ্রিরেণুস্পর্শাধিকারঃ।
যদ্বাঞ্ছয়া শ্রীর্ললনাচরত্তপঃ বিহায় কামান্ সুচিরং ধৃতব্রতা॥৩॥

হেন প্রেম তুচ্ছ জীবে দেন যারে তারে। কলিযুগে গৌরহরি দয়ালাবতারে॥
রস শিরোমণি কৃষ্ণ দাতা শিরোমণি। জীব সুধিতে নারে যা্র গুণগণি॥
তার নাম গুণ স্নেহ করুণাশেখর। হৃদিস্পর্শ মাত্র প্রেমে ভরয়ে অন্তর॥
সে প্রভুর দাতা গুণলীলা অনুপম। যাতে প্রেম পায় সব স্থাবর জঙ্গম॥
বর্ণিবার তরে কিছু ক্ষোভ হইল মন। সুত্ররূপে কহি পদ করি আলম্বন॥
কলিহত জীবদশা শ্রীহরি দেখিয়া। অন্তরে উদয় তার এই মহাদয়া॥

Scanned by TapScanner

ঘোর অরণ্য এই কলির সংসার। কলিকাল সর্প তাহে মহাবিষধর॥
মহাভয়ঙ্কর তাহে হিংস্র জীবগণ। বৃক্ষ পশু পক্ষী বন্য নর অগণন॥
চতুরশি লক্ষ জীব স্থাবর জঙ্গম। পলাইতে নারে দুঃখ পায় যে অসীম॥
পাপ তাপ দাবানলে দহে অনুক্ষণ। নিরুপায় জীব, কৃষ্ণ দেখেত তখন॥
সর্ব্ব বৈভবতে পূর্ণ পূর্ণ দয়াময়। জীব-দুঃখ দেখি নিজ মনে বিচারয়॥
অন্তঃরঙ্গ প্রয়োজন মোর এক হয়। বহিঃরঙ্গ দেখি এবে জীব-দুঃখচয়॥
মোর অংশ জীব ঘোরবনে দুঃখ পায়। মুই সুখে রহ কিন্তু মনে নাহি ভায়॥
বড় দুঃখ জীবে দেখি বড় সুখ দিব। নিজ প্রেমামৃত দিয়া জীব উদ্ধারিব॥
তবে নিজ অন্তঃরঙ্গ মহান্তের গণ। কলি বনমধ্যে কৃষ্ণ করেন প্রেরণ॥
কলিগ্রস্ত জীবগণ উদ্ধার কারণ। নানাযত্ন সৃজে তাহা মহা পরাক্রম॥
কিন্তু ভয়ঙ্কর কলি জীব ভয়ঙ্কর। দেখিয়া শুনিয়া তারা হইল ফাঁফড়॥
তবে কৃষ্ণ সিদ্ধ নাহি দেখি নিজ কার্য্য। মহাবিষ্ণু পাঠায়েন অদ্বৈত আচার্য্য॥
কলি ঘোর বনে আসি সে মহাপুরুষ। জীব উদ্ধারিতে করে অনেক সরস॥
মহামত্ত হস্তিপ্রায় হয়ে বন মাঝে। চেষ্টা করি বহু তবু সিদ্ধ নহে কাজে॥
যদ্যপি তারিতে শক্তি ধরেন সবায়। প্রভু লীলাশক্তি লীলা বিভুতা বাঢ়ায়॥
তবে মহাবিষ্ণু হয়ে ক্রোধান্বিত মন। কৃষ্ণ আনিবার তরে করেন গর্জ্জন॥
হুঙ্কার ছাড়েন কভু করেন আহ্বান। তাতে আইলা নাহি দেখি করেন অর্চ্চন॥
গঙ্গাতটে বসি প্রভু করে আরাধন। ইহাতে যে বশ কৃষ্ণ জানিলেন মন॥

যথা—তুলসীদলমাত্রেণ জলস্য চুলুকেন বা।
বিক্রীণীতে স্বমাত্মানং ভক্তেভ্যো ভক্তবৎসলঃ॥৪॥

তবে গৌর হরি নিত্যানন্দ বলরাম। দুই সিংহ প্রবেশে বনে মহাবলবান্॥
অবিচিন্ত্য মহাশক্তি নাম রূপ ধরে। হরির হুঙ্কার করি বন মধ্যে ফিরে॥
তার আগমন রবে মহান্তের গণ। আসি আসি মিলিলেন প্রেমেতে মগন॥
এনেছি এনেছি বলি শ্রীঅদ্বৈতরায়। দেখিমু দেখিমু বলি প্রেমে মত্ত ধায়॥
তবে গৌরহরি সঙ্গে লয়ে নিজগণ। বনেতে দলন করেন দৃপ্ত জীবগণ॥
দিগ্বিজয়ি আদি যত বনের ভিতরে। নিজ বিদ্যাবলে প্রভু সব জয় করে॥
তবে হরি সঙ্কীর্ত্তন করেন প্রচার। সর্ব্বজীবগণে প্রভু করিতে উদ্ধার॥
ঘোর বনে মহা ভয়ঙ্কর জীবগণ। ব্যাঘ্র রাক্ষস প্রায় করে আক্রমণ॥
যদ্যপিহ মহা অস্ত্র শস্ত্রী প্রভু হন। দয়ালাবতারে তাহা না করে ধারণ॥
কৃপা অস্ত্র প্রভু মোর করিয়া ধারণ। অজ্ঞান দুষ্টতাচ্ছেদ সবার করেন॥

Scanned by TapScanner

তাহাতে সন্মুখীভাব জীবের পাইয়া। অন্তর্বাহ্য শুদ্ধ প্রভু করে নাম দিয়া॥
হরিনামামৃত আর শ্রীহরি দর্শন। পাইয়া অজ্ঞানি জীব হইল চেতন॥
হলধর নিত্যানন্দ মহা পরাক্রম। পূর্ব্বে প্রলম্বাদি দৈত্য করে নিপাতন॥
এবে দয়ালাবতারে নিজে মারি খেয়ে। জীবে প্রেম দেন প্রভু কোলেতে ধরিয়ে॥

তথাহি গ্রন্থস্য দ্বাদশনাম—

শ্রীমন্নিত্যানন্দঃ শ্রীমচ্চৈতন্যাভিন্নবিগ্রহঃ।
অনন্তদুষ্টসংত্রাতা প্রেমদাতা শিরোমণিঃ॥
কৃপাময়াবতারশ্চ কলিনিশা নিশাকরঃ।
অবধূতঃ সদানন্দো মুকুন্দানন্দনন্দনঃ॥
বসুধা জাহ্নবানাথো হ্যনাথজনবৎসলঃ।
কলিযুগঘোরারণ্যকলিজীবৈকসদ্‌গতিঃ॥
ইতি দ্বাদশনামানি নিত্যানন্দপ্রভোশ্চ যঃ।
সঙ্কীর্ত্তয়েন্মুদা নিত্যং স প্রীতিং লভতে ধ্রুবম্॥৫॥

প্রভুর কৃপাতে জীব নামামৃত পাই। ভক্তি বীজ জীবহৃদি হয় অঙ্কুরাই॥
কৃষ্ণ কৃষ্ণ কহ প্রভু বলে জীবগণে। বলি প্রভু পদে লুঠি করয়ে ক্রন্দনে॥
প্রভু বলে ভয় নাই কৃষ্ণ সব ত্রাতা। কৃষ্ণ কহ পাবে ধন কৃষ্ণ বড় দাতা॥

তথাহি শ্রীমহাপ্রভোর্বাক্যং

কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ হে
কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ হে।
কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ রক্ষমাং
কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ পাহিমাং॥৬॥

তবে কলিযুগ ঘোর বনে জীবগণ। কৃষ্ণ কৃষ্ণ বলি প্রেমে করয়ে নর্ত্তন॥
হরি হরয়ে নমঃ কৃষ্ণ উচ্চ করি গাই। প্রেমে মত্ত পড়ে কেহ গড়াগড়ি যাই॥
কৃষ্ণ নাম পানে মত্ত যত জীবগণ। গৌরনাম সুধাপান করয়ে সঘন॥
প্রভু বলে কৃষ্ণ রক্ষাকর্ত্তা তাঁর নাম। অবিরত জপ পূর্ণ হবে মনস্কাম॥
জীবগণ বলে প্রভু জিহ্বা স্বাদু চায়। যাহা স্বাদু লাগে তাহা পেট ভরি খায়॥
এত বলি গৌর নাম করয়ে কীর্ত্তন। প্রেমে মহামত্ত ভাবে হইল মগন॥

যথা গ্রন্থস্য—

গৌর গৌর গৌর গৌর গৌর গৌর গৌর হে
গৌর গৌর গৌর গৌর গৌর গৌর গৌর হে।

Scanned by TapScanner

গৌর গৌর গৌর গৌর গৌর গৌর রক্ষমাং
গৌর গৌর গৌর গৌর গৌর গৌর পাহিমাং ॥৭॥

গৌরহরি সঙ্কীর্ত্তন সংসার কাননে। ভরিল আনন্দ নামামৃত করি পানে॥
হয় নাই হবে না এমন দয়ালাবতার। কৃপা করি মহাপাপী করিলে উদ্ধার॥
এত বলি উচ্চ করি হরি সঙ্কীর্ত্তন। প্রভু-রূপ গুণে মত্ত ভেল জীবগণ॥
তবে শ্রীঅদ্বৈত নিত্যানন্দ নিজগণ। সঙ্গে লই প্রভু মনে করে বিচারণ॥
প্রভু বলে আমি বিশ্বম্ভর নাম ধরি। নাম সার্থক হয় যদি প্রেমে বিশ্বভরি॥
বনবাসী হই আমি আসিলাম বনে। বৃক্ষময় বন হয়ে করয়ে শোভনে॥
ব্রজ বৃক্ষলতাচয় কৃষ্ণপ্রেমামৃত। কি জাতীয় সুখ পান করি আস্বাদিত॥
বৃক্ষরূপ হই বনে তাহা আস্বাদিব। মালী হয়ে পুনঃ বৃক্ষ ফল বিলাইব॥
এত চিন্তি প্রভু লইল মালাকার ধর্ম্ম। বনমধ্যে আরম্ভিল ফলোদ্যান কর্ম্ম॥
বনসর্ব্বমধ্য নিজভূমি অনুপম। ভক্তিরসে সুরসিত নবদ্বীপ নাম॥

তথাহি শ্রীনবদ্বীপ-ধ্যানম্—

নবীনশ্রীভক্তিং নবকনকগৌরাকৃতিপতিং
নবারণ্যশ্রেণীনবসুরসরিদ্বাতবলিতম্।
নবীনশ্রীরাধা হরিরসময়োৎকীর্ত্তনবিধিং
নবদ্বীপং বন্দে নবকনকমাদ্যং নবরুচিম্॥৮॥

নিজ ভূমে স্বয়ং নিজ মালাকার হই। ভক্তি কল্পতরুবীজ আপনারে রোই॥
নিজ ইচ্ছা পানি দিয়া করেন সিঞ্চন। বাঢ়ি স্কন্ধ উপশাখে ছাইল কানন॥
বৃক্ষশোভা দেখি সবে মহাসুখ পায়। ফুলে প্রেম ফল সর্ব্ব অঙ্গেতে ধরয়॥
পাকিল যে প্রেমফল অমৃত মধুর। খায়েন বিলায় মালী নাহি লয় মূল॥
পশু পক্ষী খায় কত প্রেমে নাচে গায়। কৃষ্ণরূপ লীলামৃতে জীব মাতি রয়॥
ফলরূপে প্রেমভক্তি করি বিতরণে। প্রেমময় করি তারে ভাবিলেন মনে॥
জীর্ণ অজীর্ণ ক্ষুদ্র লুপ্ত জীবগণে। না পাইল তারা বুঝি ফলরূপ দানে॥
কালেতে যে ভক্তিবীজ করিল গ্রসন। প্রকট করিব তাহা দৃঢ় মোর পণ॥

তথাহি শ্রীচৈতন্যচন্দ্রোদয় নাটকে—

কালান্নষ্টং ভক্তিযোগং নিজং যঃ প্রাদুস্কর্ত্তুং কৃষ্ণচৈতন্যনামা।
আবির্ভূতস্তস্য পাদারবিন্দে গাঢ়ং গাঢ়ং লীয়তাং চিত্তভৃঙ্গঃ॥৯॥

আর দুর দেশে স্থিত যত জীবগণ। না পাইল তারা বুঝি কৃষ্ণ প্রেম ধন॥
বিশ্বম্ভর নাম মোর না ভেল সফল। প্রেম বন্যা করি তারে ভাসাব সকল॥
বন্যা রূপে প্রেম মুই করি সঞ্চারণ। উচ্চনীচ যাহা তাহা ভরিবে ভুবন॥

Scanned by TapScanner

তবে মহাধাম নিজ নবদ্বীপ স্থানে। মহেন্দ্র রূপেতে স্থিতি সপার্ষদসনে॥
মহেন্দ্রাণী কত সেবে প্রভুর চরণ। দিব্যলীলাময়তনু গৌরমদন॥
কোটি বিধু জিনি মুখ পরম শোভন। দাতা দয়া শিরোমণি নাহি যার সম॥
দৃষ্টান্ত অলঙ্কারে হয় দার্ষ্টান্ত পোষণা সে দৃষ্টান্ত নাহি পাই করি অন্বেষণ॥
কল্পবৃক্ষাদিক যাহা দৃষ্টান্তেতে চাই। গৌর গুণ দেখি তারা অতি কাতরাই॥

তথাহি গ্রন্থস্য—

বদান্যতারূপগুণৈশ্চ শীলৈঃ সুদানকল্পাগসুকামধেনূন্।
শশাঙ্কমীনাঙ্কমণীংশ্চ পদ্মান্ নিনায় গৌরো হি সুদীনভাবান্॥১০॥

সপার্যদ সঙ্গে সদা লীলা রস রঙ্গে। বিহরয়ে গৌর নিতাই প্রেমের তরঙ্গে॥
দিব্য গৌর নটরাজ মধুর মুরতি। নবদ্বীপে বিহরই হরি সব মতি॥
সকলঙ্ক চন্দ্র তাহে নহে উপমান। সুমেরু শেখর নহে সুন্দর গঠন।
এই হেতু উপমালঙ্কার স্থান নাই। অনুপম স্বানুরূপ শ্রীগৌর নিতাই॥

যথা গ্রন্থস্য তোটকচ্ছন্দঃ—

কনকাচলনিন্দিতদেহবরং বিধু কান্তিবিখণ্ডিতকান্তিধরং।
মদনার্বুদখর্বিতমঞ্জুতরং ভজ গৌরবিধুং নটবেশধরং॥
পদপঙ্কজভঙ্গিমচিত্তহরং তলরক্তিমনূপুরবাদ্যপরং।
গতিমন্থরগঞ্জিতহস্তিকুলং ভজ গৌরবিধুং নটবেশধরং॥
মণিরত্নসুসংযুতনীলধটী- কটিশোভিতকিঙ্কিণিশৃঙ্খলিতং।
বিপুলোরসি দোলিতহারকুলং ভজ গৌরবিধুং নটবেশধরং॥
করকঙ্কণবঙ্কনভূষণকং রতনাঙ্গদসঙ্গতবাহুতলং।
রতনোর্ম্মিকশোভিতস্বঙ্গুলিকং ভজ গৌরবিধুং নটবেশধরং॥
করমণ্ডিতনীলসুযষ্টিধরং বেণুশৃঙ্গরবাকুলভাবধরং।
দশনোজ্জ্বলসুন্দরদীপ্তিকরং ভজ গৌরবিধুং নটবেশধরং॥
গজমৌক্তিকদোলিতদিব্যনসং তিলকেন ধৃতং বরভালতলং।
বরকুণ্ডলমণ্ডিতগণ্ডযুগং ভজ গৌরবিধুং নটবেশধরং॥
মৃদুহাস্যসুশোভিতচন্দ্রমুখং বরপঙ্কজনিন্দিতনেত্রযুগং।
নটছন্দিতচূড়কদিব্যতমং ভজ গৌরবিধুং নটবেশধরং॥
তনুভূষিতমোহিতদেবকুলং নবযৌবনসুন্দরভাবযুতং।
ভবসাগরতারণনামধরং ভজ গৌরবিধুং নটবেশধরং॥
যদি বাঞ্ছসি রে মন দুঃখহতিং যদি বাঞ্ছসি রে মন দাস্যগতিং।
কুরু সঙ্গতিমস্য হি ভক্তকুলস্যপরং নহি কঞ্চন মাঙ্গলিকং॥১১॥

Scanned by TapScanner

কলিযুগে গৌর হরি দয়ালাবতারে। প্রেমামৃত বন্যা হেতু মেঘ সজ্জা করে॥
চারি ভক্তি চারি মেঘ ভক্ত রূপে ধরি। প্রেমামৃত রসজল তাহাতে সঞ্চারি॥
মেঘ মালা সুহৃদয় গগনে শোভয়। সুশীতল ভেল বন যাহার ছায়ায়॥
শ্রীগৌর শেখরী লীলা স্বর্ণাচল চূড়া। নীলাচল-চুড়া কৃষ্ণলীলা সমতুলা॥
পুরব পশ্চিমে শোভে দুই শৃঙ্গবর। রসের বাদর তাহে অতি মনোহর॥
অক্ষয় বাদর সেই নাহি যার পার। কত রূপে কত উঠে অতি চমৎকার॥
তার অধিপতি ইচ্ছা অনুকুল বাতে। পশ্চিমে উঠিয়া বর্ষে পূরব পর্ব্বতে॥
প্রেমের বাদর সেই সুধাময় জল। যত খায় তত মিষ্ট তৃষ্ণাতি প্রবল॥
সেবনানুসঙ্গে হয় অজর অমর। আস্বাদনে মহানন্দ প্রেমে মাতয়ার॥
জীবচাতকের লাগি প্রভু গৌর হরি। চিৎসার হইতে মেঘ আনি ত্বরা করি॥
অহর্নিশি অবিরাম করয়ে বর্ষণ। চতুর চাতক পিয়ে অতি হৃষ্ট মন॥
পরম আনন্দ রসে তুষ্ট অনুক্ষণ। হাঁসে নাচে পরস্পর করয়ে কীর্ত্তন॥
পূর্ণচেতন যত মহাজীবগণ। শীর্ণকায় কলিবনে খেদযুত মন॥
দর্শন অমৃত কাহে কাহাকে স্পর্শন। নানা রূপ প্রেম জলে করেন সিঞ্চন॥

যথা শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে—

তং বন্দে গৌরজলদং স্বস্য যো দর্শনামৃতৈঃ।
বিচ্ছেদাবগ্রহম্লানভক্তশস্যান্যজীবয়ৎ॥১২॥

অল্পচেতন যত মানবের গণ। ধর্ম্মাধর্ম্ম জ্ঞান হীন দীন পশুসম॥
কলিঘোর বনমধ্যে মহাদুঃখ পায়। কৃপামৃত জলে প্রভু সবা উদ্ধারয়॥

তথাহি তত্রৈব—

অদর্শনীয়ানপি নীচজাতীন্ সংবীক্ষতে হন্ত! তথাপি নো মাং।
মদেকবর্জ্জাং কৃপয়িষ্যতীতি নির্নীয় কিং সোহবততার দেবঃ॥১৩॥

দুঃখি তাপিজন আর দুষ্ট দুরাচার। তার্কিকের গণ যত মহাভয়ঙ্কর॥
কলিযুগ ঘোরবনে তারা দুঃখ পায়। কৃপামৃতজল পেয়ে তারা কৃষ্ণগায়॥

জীয়াৎ স কৃষ্ণচৈতন্যো বাসুদেবং দয়ার্দ্রধীঃ।
নষ্টকুষ্টং রূপপুষ্টং ভক্তিতুষ্টং চকার যঃ॥১৪॥ চৈঃ চঃ

সঙ্কোচচেতন জীব পশুপক্ষিগণ। গৌর-প্রেম জলে সিক্তে হইল মোচন॥
ব্রজেতে গমনে প্রভু ব্যাঘ্রাদিকগণে। পথি দেখি কৃষ্ণ কহ বলেন বচনে॥
প্রভু কৃপামৃত পাই পশু পক্ষিগণ। কৃষ্ণ বলি নাচে প্রেমে হয়ে অচেতন॥

গচ্ছন্ বৃন্দাবনং গৌরো ব্যাঘ্রেভৈণখগান্ বনে।
প্রেমোন্মত্তান্ সহোন্নৃত্যান্ বিদধে কৃষ্ণজল্পিনঃ॥১৫॥ চৈঃ চঃ

Scanned by TapScanner

আবৃতচেতন জীব বৃক্ষ লতাগণ। জীর্ণ অজীর্ণ গুল্ম অসংখ্য গণন॥
প্রেমামৃত জলে সিক্ত হয়ে সব তারা। দেহে পুলক নেত্রে বহে অশ্রু ধারা॥

সন্ত্ববতারা বহবঃ পঙ্কজনাভস্য সর্ব্বতো ভদ্রাঃ।
কৃষ্ণাদন্যঃ কোবা লতাসু প্রেমদো ভবতি॥১৬॥ চৈঃ চঃ

এইরূপ গৌর হরি দয়ালাবতারে। মায়া বদ্ধ হইতে সব জীবকে উদ্ধারে॥
দিব্যদেহ পাই তারা নদে ব্রজপুরে। সদাকাল প্রভু সঙ্গে আনন্দে বিহরে॥
এক মহাপ্রভু মোর শ্রীগৌর সুন্দর। দ্বিতীয় শ্রীনিত্যানন্দ দক্ষকলেবর॥
তৃতীয় শ্রীবাম অঙ্গ হন সীতাপতি। একে তিন তিনে এক নাহি ভিন্ন গতি॥
দয়াল প্রভুর ভক্ত সবে দয়াময়। অদোষ দরশি কল্পতরু সম ছায়॥
ভক্তি বিদ্যা বুদ্ধি হীন মুই অতি দীন। প্রণতি করিয়ে লিখ দন্তে করি তৃণ॥

যথা—

বন্দেহহং শ্রীগুরোঃ শ্রীযুতপদকমলং শ্রীগুরূন্ বৈষ্ণবাংশ্চ
শ্রীরূপং সাগ্রজাতং সহগণরঘুনাথান্বিতং তং সজীবং।
সাদ্বৈতং সাবধূতং পরিজনসহিতং কৃষ্ণচৈতন্যদেবং
শ্রীরাধাকৃষ্ণপাদান্ সহগণললিতাশ্রীবিশাখান্বিতাংশ্চ॥১৭॥

শ্রীগৌর নিত্যানন্দ অদ্বৈত চরণে। বিলুঠিত মনোভৃঙ্গ রহু অনুক্ষণে॥
শ্রীপাদ বৈষ্ণব পদ সদা করি আশ। বৈদগ্ধ বিলাস কহে মনোহর দাস॥

ইতি শ্রীবৈদগ্ধবিলাস প্রেমদানলীলা প্রথম প্রকাশঃ॥

প্রকটলীলা দ্বিতীয় প্রকাশঃ।

শ্রীবিদগ্ধমাধবে প্রথম শ্লোক শ্রীরূপবাক্যং—

সুধানাং চান্দ্রীনামপি মধুরিমোন্মাদদমনা—
দধানা রাধাদি প্রণয়ঘনসারৈঃ সুরভিতাং।
সমন্তাৎ সন্তাপোদ্গমবিষমসংসারশরণী
প্রণীতাং তে তৃষ্ণাং হরতু হরিলীলা শিখরিণী॥১॥

অস্যার্থঃ। হরিলীলা শিখরিণী চিদ্রসরসালা তব তৃষ্ণাং হরতু। কীদৃশীং তৃষ্ণাং তদাহ, সর্ব্বতোভাবে ত্রিতাপোপাদানকারণভূতনানাক্লেশকরসংসারস্যাবলম্বনরূপাং। স্পষ্টার্থো-যথা দুঃখবহুলক্ষণিকতুচ্ছজড়ীয়সুখনিবৃত্তিপরপরমানন্দসুখান্বেষণপরাণাং যা তৃষ্ণা ভগবল্লীলারসপানলালসোৎকন্ঠা তাং হরতু। জগতি আশীর্ব্বাদঃ শ্রীলীলাশক্তিস্থানে তৎপ্রার্থনা চ শ্রীরূপপাদানাং

Scanned by TapScanner

মহাকৃপালুত্বংধ্বনিতং। দুঃখনাশে সুখ প্রাপ্তিঃ স্বতো ভবতীতি প্রেমপ্রাপ্তিশ্চ ফলিতা। রসালা কীদৃশী,–চন্দ্রসিন্ধুবৃক্ষোদ্ভবসুধানাং মধুরতাগর্ব্বনাশিনীতি ব্রহ্মানন্দোপরি পরমানন্দরূপাপি জ্ঞেয়া। পুনঃ কীদৃশী রাধাদীনাং প্রণয়স্নেহমানরাগানুরাগাদিভিঃ খণ্ডমরিচকর্পূরৈলাচতুর্ল্যৈঃ সুমিষ্টসুগন্ধিতা। সরণীদন্ত্যসকারপাঠে অবিদ্যাদিপঞ্চক্লেশত্রিতাপষড়োর্ম্মিপ্রখরসূর্য্যেণ যোনিযোন্যন্তরপর্য্যটনপদব্যা চ জনিতাং তৃষ্ণাং হরতু। "বিক্রীড়িতং ব্রজবধূভিরিদঞ্চ বিষ্ণো" রিতি তেষাং তৃষ্ণানাশঃ। যেষাং জড়রসকফেনার্দ্র-কন্ঠপ্রতীয়মানানাং তৃষ্ণা ন জাতা তেষাং কাকতুল্যকামিনাং ক্রমাধঃপাতীনাং কিং কর্ত্তব্যং খেদধ্বনিতং। যে তু নির্ব্বিশেষব্রহ্মচিন্তাবিকৃতজীবনাশ্চিন্তামণিসামা-ন্যপ্রস্তরতুল্যদৃষ্টয়ো ভগবল্লীলাং মায়াগুণময়ীং মন্যন্তে তে তু গর্দ্দভতুল্যাশ্চিৎসিতাভারাভাসং বহন্তি ন তু তদাস্বাদং জানন্তীতি হেয়ধ্বনিতং। যে তু স্বাদাধিক্যেন পুনঃ পুনঃ পিবন্তি তে মহাধন্যা ইতি প্রোৎকর্ষধ্বনিতমিত্যলমতিবিস্তারেণেতি॥১॥

প্রকটবাল্যপৌগণ্ড কৈশোরাদিলীলামৃতং।
ব্রজে গৌড়ে সমং নীতো ভাবাঢ্যো ভগবান্ হরিঃ॥২॥

জয় গৌর হরি জয় নিত্যানন্দ রাম। জয়াদ্বৈত মহাবিষ্ণু চিদানন্দ ধাম॥
জয় গদাধর জয় গৌর ভক্তবৃন্দ। কৃপা করি দেহ মোরে চরণারবিন্দ॥
সর্ব্বোপরি সর্ব্বোর্দ্ধ্ব ব্রজলোক নাম। সর্ব্বগ অনন্ত বিভু কৃষ্ণ নিত্যধাম॥
বিলাসাংশ রূপে সর্ব্ব ধামেতে গমন। ব্রজতীতি ব্রজনাম করেন ধারণ॥
যে ব্রহ্মবিদ্যাতে ব্রহ্ম করিয়ে মন্থন। তৎসারভূত বস্তু যেই চিদ্ঘন॥
তিনি যাতে বৈসে তাতে কহয়ে মথুরা। তারক পারক বিদ্যা ফল সুমধুরা॥

অথাহি স্তবমালায়াং–

বীজং মুক্তিতরোরনর্থপটলীনিস্তারকং তারকং,
ধাম প্রেমরসস্য বাঞ্ছিতধুরা সম্পারকং পারকং।
এতদ্ যত্র নিবাসিনামুদয়তে চিচ্ছক্তিবৃত্তিদ্বয়ং,
মথ্নাতি ব্যসনানি মাথুরপুরী সা বঃ শ্রিয়ং চ ক্রিয়াৎ॥৩॥

গোধন সম্পদ হেতু শ্রীগোলোক নাম। গোপালনে গোপগোপী ধরেন আখ্যান॥
গোদুগ্ধ ক্ষরিয়া সব শ্বেত প্রায় হয়। শ্বেতদ্বীপ করি একনাম যে কহয়॥
তার মধ্যে রহস্য যেই বৃন্দার পালিত। বৃন্দাবন করি তাতে হয়েন কথিত॥
অচিন্ত্য প্রভাব ধাম অচিন্ত্য শকতি। প্রকটাপ্রকটরূপে হয়েন সংস্থিতি॥
অপ্রকটে নিজপরিকরগণ সনে। দিব্যলীলা করেন কৃষ্ণ নিত্য বৃন্দাবনে॥

Scanned by TapScanner

তথাহি ব্রহ্মসংহিতায়াং—

আনন্দচিন্ময়রসপ্রতিভাবিতাভিস্তাভির্য এব নিজরূপতয়া কলাভিঃ।
গোলোক এব নিবসত্যখিলাত্মভূতো গোবিন্দমাদিপুরুষং তমহং ভজামি॥৪॥

ব্রহ্মার একদিনে তেহ কৃষ্ণ একবার। প্রকট হইয়া করেন নিত্য বিহার॥
ভুভারহরণ কাল সে কালে মিলিল। দৈত্যভারাক্রান্ত পৃথ্বী ব্রহ্মা পাশ গেল॥
গোরূপ ধারণ করি অশ্রুপুর্ণ মুখ। জানাইলেন ব্রহ্মাকে আপন যত দুঃখ॥
দেব ত্রিনয়ন সহ ক্ষিরোদের তীরে। ব্রহ্মা যাই স্তব করেন পালক বিষ্ণুরে॥
অন্তর্যামী বিষ্ণু তিনি অন্তরে জানিল। স্বয়ং অবতার কাল মনে বিচারিল॥
তবে বৈকুন্ঠাধিপতি গণের সহিত। গোলোক ধামেতে বিষ্ণু হন উপস্থিত॥
নিবেদন করে সব গোবিন্দ চরণে। গোবিন্দ বলেন যাহা করহ শ্রবণে॥
নিজপ্রিয়া পিতা মাতা সখা দাস লয়ে। প্রকট হইব পূর্ণরসের লাগিয়ে॥
রসমুখ্য আদিরস পরম উজ্জ্বল। পরকীয়ে রূপে পূর্ণ মনেতে জানিল॥
যোগমায়াদির মন এ রস লাগিয়ে। গোলোকাধিশ্বরী রাধা প্রধানা জানিয়ে॥
এই মহালক্ষী আর অনুলক্ষী লয়ে। সখীসহ প্রকটিব রসের লাগিয়ে॥
আর যে যে অবতারে নর নারীগণ। মধুরভাবেতে মোতে ধরিয়াছে মন॥
তাদের সে সব বাঞ্ছা করিব পূরণ। ভক্তের লাগিয়া মোর হয় প্রকটন॥

তথাহি গীতায়াং—

যে যথা মাং প্রপদ্যন্তে তাংস্তথৈব ভজাম্যহম্।
মম বর্ত্মানুবর্ত্তন্তে মনুষ্যাঃ পার্থ ! সর্ব্বশঃ॥৫॥

রাম অবতারে সীতাবিবাহ কারণ। অযোধ্যা পুরেতে আমি করিয়ে গমন॥
নগর ভ্রমণে রূপ দেখি কন্যাগণ। পতিভাবে যে সকল করিল বরণ॥
যজ্ঞসীতা করি যজ্ঞ করিল পুরণ। একনারী ব্রতধর না করি গ্রহণ॥
মৎস্য অবতারে বেদ উদ্ধার কারণে। সমুদ্রের মধ্যে আমি করি প্রবেশনে॥
মোর রূপ দেখি তথা সিন্ধু-কন্যাগণ। মধুর ভাবেতে মন করিল ধারণ॥
নৃসিংহ-নৃতোতে আর যত অবতারে। সাধন ক্রমেতে কিম্বা কৃপার সঞ্চারে॥
গান্ধর্ব্বা নামেতে কন্যা বিষ্ণুপতি লাগি। তপস্যা করিল বহু হয়ে অনুরাগী॥
চন্দ্রকান্তি রাজকন্যা মম শ্রীমন্দিরে। মোর অগ্রে নৃত্য গীত করি মন হরে॥
ঋষিচরী শ্রুতিচরী দেবীচরী আর। গায়ত্র্যাদি করি বাঞ্ছা রহিল সবার॥
কার্য্য ভাব হেতু তথা নহে সমাপন। এবার করিব সর্ব্ব বাঞ্ছিত পুরণ॥
পূর্ণ পূর্ণতর পূর্ণতম তিনধাম। প্রকাশ করিব যাতে পুরে মনস্কাম॥

Scanned by TapScanner

উভয় সুখিতা সমঞ্জসা রতি এক। স্বসুখতাৎপর্য্য সাধারণী করি লেখ॥
আমার সুখেতে পূর্ণা সমর্থা কহয়। মহাভাব পর্য্যন্ত যাতে উদয় করয়॥
এই রূপে কান্তা ভাবে রস পূর্ণ করি। প্রকটিব মন্মথমন্মথ রূপ ধরি॥
অন্তরঙ্গ বাঞ্ছা মোর এ লীলা করণ। আনুসঙ্গে অসুরকুল হবে সংহারণ॥
এত বলি শ্রীগোবিন্দ বলেন বচন। যাহ বিষ্ণু মোর লীলা কর আয়োজন॥
আদেশ পাইয়া বিষ্ণু-ব্রহ্মাদির প্রতি। আকাশবাণীতে কহেন হয়ে হৃষ্টমতি॥

যথা শ্রীমদ্ভাগবতে—

বসুদেব-গৃহে সাক্ষাৎ ভগবান্ পুরুষঃ পরঃ।
জনিষ্যতে তৎপ্রিয়ার্থং সম্ভবন্তুমরস্ত্রিয়ঃ॥৬॥

আদেশ পাইয়া ব্রহ্মা সব কার্য্য করে। গোলোকেতে যোগমায়া কৃষ্ণ প্রতি বলে॥
যোগমায়া বলে প্রভু মাগি এক বর। কৃপা করি তাহা দেহ শ্যামল সুন্দর॥
শ্রীকৃষ্ণ বলেন আমি ভক্তাধীন হব। ইহার অন্যথা চাহিলেক নাহি দিব॥
মায়া বলে দোহরস বিস্তার কারণ। মোর মায়ায় মোহ হবে করি যে প্রার্থন॥
তথাস্তু বলিয়া কৃষ্ণ করেন স্বীকার। যাহা হইতে কৃষ্ণলীলা সিন্ধু শতধার॥
বৃন্দাসহ তবে মায়া প্রকটের কার্য্য। করিতে লাগেন প্রেমে হইয়া অধৈর্য্য॥
যোগমায়া বলে বৃন্দা ব্রহ্মাণ্ড মধ্যে যাও। একরূপ হয়ে জলন্ধর পত্নী হও॥
বিষ্ণু-সঙ্গ হেতু বিষ্ণু বর লাভ করি। বৃন্দাবন ভূমি আইস অতিত্বরা করি॥
আমি এক রূপে সান্দীপনি মুনি-মাতা। হয়ে বৃন্দাবন কার্য্য করি সুসঙ্গতা॥
বহুলাদি দেবী বৃন্দা সঙ্গেতে লইয়ে। বৃন্দাবনে কুঞ্জলতা স্থাপে হৃষ্ট হইয়ে॥
অপ্রকটধাম হইতে তবে যোগমায়া। পিতা মাতা প্রকটেন অতি হৃষ্ট হিয়া॥
মথুরাতে দেবমীঢ় নামে মহাশয়। ক্ষত্রিয়াণী বৈশ্যয়ানী বিবাহ করয়॥
ক্ষত্রিয়াণী পুত্র শূর মথুরাতে স্থিতি। বৈশ্যানীর পর্জন্য পুত্র নন্দগ্রামে গতি॥
শূর-পুত্র বসুদেব, পর্জন্যে নন্দগোপ। ভার্য্যাসহ বিষ্ণুপদে সদা চিত্তারোপ॥
বরযাণে বৃষভানু নন্দ মহারাজ। দৈত্যভয়ে গ্রাম ত্যজি গোকুলেতে রাজ॥
ভার্য্যাসহ বৃষভানু রাবলেতে স্থিতি। তবে যোগমায়া মনে করেন যুকতি॥
মহালক্ষ্মীরূপা হন রাধা ঠাকুরাণী। কৃষ্ণ-নিত্যকান্তা সতী সাধ্বী শিরোমণি॥
মিথ্যা এক পতি তার করিয়ে স্থাপন। পরকীয় পূর্ণ রস করি আস্বাদন॥
তবে যাবটেতে অভিমন্যু প্রকাশিল। গোধন প্রকাশি গোলোক গোকুল হইল॥
অসুর মোহনে যোগ্য জানি গুণমায়া। আদেশ করেন কৃষ্ণ তারে করি দয়া॥

Scanned by TapScanner

তথাহি শ্রীমদ্ভাগবতে—

বিষ্ণোর্মায়া ভগবতী যয়া সম্মোহিতং জগৎ।
আদিষ্টা প্রভুনাংশেন কার্য্যার্থে সংভবিষ্যতি॥৭॥

কৃষ্ণ বলেন অগ্রে মোর ভায়া বলরাম। রোহিণীর গর্ভে যাউন সুবিশুদ্ধ ধাম॥
দেবকী-সপ্তম গর্ভ যেই সঙ্কর্ষণ। শ্রীরাম অঙ্গেতে মিলাও করি আকর্ষণ॥
পরে বাসুদেব যান দেবকী উদরে। তুমি আমি প্রকটই গোকুল নগরে॥
গুণমায়া তব অঙ্গে রহিবে মিলিয়া। কৃষ্ণ-বাক্য শুনি যোগমায়া হৃষ্ট হিয়া॥
যোগমায়া বলে প্রভু আপনাকে ল'য়ে। বাসুদেবে মিলাইব দ্বিভুজ করিয়ে॥
বসুদেব আনি পুনঃ গোকুলে রাখিবে। মায়া লই মথুরাতে গমন করিবে॥
রাবলে কীর্ত্তিদা-গর্ভে রাধা প্রকটিব। যথা যোগ্য সখী প্রকটিয়ে সমার্বিব॥
বৃক্ষ লতা ধাম সহ গোবিন্দ প্রকট। কে বর্ণিতে পারে সেই আনন্দ প্রঘট॥
ইচ্ছাময় পুরুষ কৃষ্ণ ইচ্ছাময় তনু। বাল্যাদি অবস্থা তার ভক্তভাব যনু॥
নীলোজ্জ্বল আনন্দপুঞ্জ কৃষ্ণ বালবপুঃ। রাধা বালবপুঃ তৈছে ধান্তকের রিপু॥
নন্দরায় বৃষভানু প্রীত অতিশয়। রাবল গোকুল এক ঘর প্রায় রয়॥
শ্রীরাধা জনমে সব আনন্দে ভরিল। রাধা বল বলিতে নারে প্রেমেতে মাতিল॥
"রা" অক্ষর বলিতে সবার বাক্য রোধ হয়। রাবল বলিয়া গ্রাম নাম তাতে হয়॥
॥*॥ শ্রীকৃষ্ণের জন্ম তারা, তাহে আনন্দের ধারা, শত শত হয় বহমান।
গোপ গোপী নিমন্ত্রিত, নন্দালয়ে উপস্থিত, নানা বাদ্য বাজয়ে সঘন॥
ব্রহ্মা শিবাদিক জন, ব্রাহ্মী গৌরী পরিজন, উপায়ন সহ আগমন।
বন্দিগণ স্তুতি করে, অন্ন বস্ত্র অলঙ্কারে, নন্দ সবায় করে সন্তোষণ॥
শ্রীরাধাকে ক্রোড়ে করি, দিব্য রত্ন রথে চড়ি, দাসী শত শত সুসেবিতা।
শ্রীকীর্ত্তিদা নন্দালয়ে, যান আহ্বানিত হয়ে, যশোদাদি দেখি আনন্দিতা॥
কন্যা দেখি সবাকার, চিত্তে লাগে চমৎকার, দেব মানবেতে কোলাহল।
লাবণ্য বিদ্যুৎ সার, সুশোভার একাধার, হস্ত পদ চিহ্ন সুবিশাল॥
তথা কৃষ্ণ রূপ দেখি, আনন্দে সবার আঁখি, পুলকাশ্রু করিল মোচন।
শ্যাম গৌর রূপ সীমা, বিধি করি সুগরিমা, গড়িয়াছে বলে সর্ব্বজন॥
সুচিক্কণ গদিকোপরি, তাহে দিব্য তুলি ধরি, শোয়াইলেন রাধাকে যতনে।
কন্যাগণ পাশে রহি, সোহাগ করয়ে কহি, সবে কৃত্যে হইল মগনে॥
উলু উলু শব্দ মুখে, মুগ্ধ বাল হরি সুখে, হামাগুড়ি দিয়া চলি যাই।
রাধিকার অঙ্গোপরি, হস্ত প্রসারণ করি, স্পর্শন করয়ে মুখ চাই॥

Scanned by TapScanner

অষ্ট সাত্ত্বিক ভাব, রাধা অঙ্গে উদ্ভব, স্বেদাশ্রু বিবর্ণ কম্প হয়।
সুবর্ণ পুতলী হরা, দেখি বিবর্ণের পারা, সব লোক বলে হায় হায়॥
কৃষ্ণ স্পর্শ না জানয়, সবে অতি বেগে ধায়, প্রতিকারে চিন্তয়ে উপায়।
কেহ বলে বেদবিজ্ঞ, অরিষ্টনাশন যজ্ঞ, আনিয়া করিলে শান্তি পায়॥
কেহ বলে মন্ত্রবিজ্ঞ কেহ বলে সুযন্ত্রজ্ঞ, এইরূপে কথন প্রচার।
যোগমায়া পৌর্ণমাসী, শুনি ত্বরা করি আসি, জানিলেন স্পর্শের বিকার॥
কৃষ্ণনাম স্পর্শ দিয়া, সুস্থির করেন হিয়া, জয় জয় করে সর্ব্বজন।
উৎসব সমাধি তবে, স্বস্ব গৃহে চলে সবে, হৃদি মাঝে করি বাল ধ্যান॥*॥
বাল্যলীলা পুতনাদি বধ এথা করি। শটিঘরা১ পৌগণ্ডারম্ভে আইলেন হরি॥
বসতি গ্রামেতে বৃষভানু মহারাজ। পরিকর সহ দিব্য করেন সমাজ॥
বাল্য শোভা সেবি রাধায় করিল গমন। পৌগণ্ড আরম্ভে ভেল অতি সুশোভন॥
বিদ্যুতের পুতলী কিবা মেঘাম্বর পরি। পৃথ্বীর উপরে চলে চল পদ চালি॥
সমবয়ঃ সখা সঙ্গে কৃষ্ণ—বৎস চারে। সখীসঙ্গে শ্রীরাধিকা ধুলি খেলা করে॥
কস্তুরী কুকুঁম গন্ধ সে ধুলিতে হয়। পত্র পুষ্পবন্ধ কত চাতুরী রচয়॥
শ্রীরাধা নিকট কৃষ্ণ করেন গমন। মোর সঙ্গে ধুলি খেল হাঁসিয়া বলেন॥
সখীগণ বলে রাধা রাজকন্যা হয়। পুরুষ রাখাল তুমি খেলা যোগ্য নয়॥
রাখালের সঙ্গে যাই করহ খেলন। ধুলি অঙ্ক ঘরে নাহি কর পদার্পণ॥
শ্রীকৃষ্ণ বলেন সখি ! দেহ বস্ত্র সাড়ি। পরি, খেলিব সঙ্গে হয়ে এক ছোরী॥
হাঁসি সখী বলে তোমার রাখালিয়া বুদ্ধি। সাড়ি পরিলে কি হয় কন্যতার শুদ্ধি॥
যাও যাও বলি সখী অঙ্গে ধুলি দেয়। শ্রীকৃষ্ণ, ধুলি ফেলি দেন শ্রীরাধিকার গায়॥
লজ্জাশীলা রাধা কন্যা মৃদু মন্দ হাঁসে। দন্তরুচি কৌমুদী তাহে করয়ে প্রকাশে॥
সে শোভা দর্শনে কৃষ্ণের আনন্দ অপার। শ্যামচন্দ্র-মুখ দেখি আনন্দ রাধার॥
যাব বলি মনে করে পদ নাহি চলে। স্বাভাবিক প্রীতে দোহার টানি আনে বলে॥
এই রূপ পৌগণ্ড লীলা দোহার অপার। কার সাধ্য এক মুখে পারে বর্ণিবার॥
অঘ বকাদিক বধ এথাতে যে করি। কৈশোর আরম্ভি যান নন্দগ্রামে হরি॥
বৃষভানু মহারাজ বরষানে স্থিতি। নন্দরায় বৃষভানু পরম পিরীতি॥
পৌগণ্ড সেবিয়া রাধায় করিলেন গমন। কৈশোর আরম্ভে রাই শোভা বিচক্ষণ॥
নবীন কিশোর কৃষ্ণ কিশোরী শ্রীরাধা। পরকীয় ভাবে ভরা যোগমায়া সাধা॥
মায়ার প্রভাব বরে আপনা না জানে। দর্শন দুর্লভ দোহার রসের কারণে॥
যোগমায়া সকলের উপজিল ভাব। মিলাইব দোহজনে করিয়ে প্রভাব॥

Scanned by TapScanner

কৃষ্ণনাম শ্রবণ আর কৃষ্ণ চিত্র পট। দর্শন পুরব রাগ রাধা হৃদিতট॥
কালিদহে করে কৃষ্ণ কালিয়-দমন। অমঙ্গল যোগমায়া করিল সৃজন॥
অমঙ্গল দেখি পিতা মাতা সর্ব্বজন। সখী সহ শ্রীরাধিকা করেন গমন॥
কালিনাগ ফণোপরি শ্রীকৃষ্ণ নর্ত্তন। তীরে থাকি সর্ব্বজন করে দরশন॥
কালিদমন করি কৃষ্ণ ফণার উপরি। দাঁড়াইলেন ত্রিভঙ্গ ভঙ্গিম রূপ ধরি॥
সখীমধ্যে রাধা পরস্পর দরশন। দোহার রূপেতে দোহার ভরিলেক মন॥
ভাবক্ষুব্ধ মন কৃষ্ণ বঙ্কিম নয়নে। কটাক্ষ সন্ধান করি চান রাধা পানে॥
শুদ্ধসত্ত্ব চিদ্দর্পণ শ্রীরাধা হৃদয়ে। মধুরাখ্য কৃষ্ণশুদ্ধ রতি অঙ্কুরয়ে॥
কালিয়দমন হলে সবে ঘরে যায়। সখীসঙ্গে চলে রাধা পদ না চলয়॥
সখীগণ বলে তোমার কি দুঃখ হইল। রাই বলে মৃত্যু হইলে মোর ছিল ভাল॥
সখী বলে এত দুঃখ কিসের কারণ। যাহা চাহ তাহা দিব করি অন্বেষণ॥
রাই বলে এ দুঃখের নাহি প্রতিকার। ধর্ম্মাধর্ম্ম দেখি বিপরীত ব্যবহার॥
এত বলি মূর্চ্ছাগত হন শ্রীরাধিকা। হায় হায় বলি সখী কাতর অধিকা॥
সখীর সান্ত্বনে পরে বলেন বচন। পরপুরুষেতে আমার মনের গমন॥
দিব্যোজ্জ্বল কুলধর্ম্ম কীর্ত্তি সুবিখ্যাত। পরধর্ম্ম সাধ্বী সুমর্যাদা সুরক্ষিত॥
পরম কারণ ধর্ম্ম কুলেতে থাকিতে। পরপুরুষেতে রতি দেখি বিপরীতে॥
পরপুরুষেতে রতি নিবৃত্তি কারণ। সে ধর্ম্মেতে কেনে রতি করে উৎপাদন॥
কারণে কার্য্যানুৎপত্তি বিশেষোক্তি নাম। সাধ্য সাধন সম্ভাবেতে হয় অনুমান॥
দুই অলঙ্কার মোরে নাহি শোভা করে। অধর্ম্মের কার্য্য কেনে মোর ধর্ম্ম করে॥
আর দেখ সখি ! মম শঙ্কট পরম। কৃষ্ণরতি আমি যদি করি উপরম॥
তাতে আমি শূন্য দেখি সকল সংসার। কুলধর্ম্ম আদি সব হয় যে অসার॥
অধর্ম্মের কার্য্য হয়ে ধর্ম্মকে সঞ্চারে। সখি রে সংশয় আমি বিরোধালঙ্কারে॥
সখী বলে কৃষ্ণরতি সুসমৃদ্ধ হয়। পরম ধর্ম্মেতে ভাগ্যে উদয় করয়॥
উদত্তালঙ্কার করি রসজ্ঞেতে গায়। সখী বাক্যে শ্রীরাধিকা রতি উল্লসয়॥
আক্ষেপালঙ্কারে কত বলেন বচন। সখি কি মিলিবে মোরে শ্যাম হেন ধন॥
এইরূপ শ্যাম রাগ করি দরশন। সখী দিব্যকুঞ্জে দোহার করান মিলন॥
অনুদিন ভাব বিলাস লাগিল বাড়িতে। ভাব লীলা বৈভব কেবা পারয়ে বর্ণিতে॥
প্রেম ভাবে রাধা কৃষ্ণ বাঁধা অনুক্ষণ। স্নেহেতে দর্শনে তৃপ্তি না হয় কখন॥
অদাক্ষিণ্য ভাবে মান মাধুর্য্যতা ধরে। প্রণয়েতে উভয়ের অভেদতা করে॥
দুঃখেতে সুখানুভব রাগের উদয়। দেখিলেও দেখি নাই অনুরাগ হয়॥

Scanned by TapScanner

ব্যক্ত সাত্ত্বিক অভিন্ন চিত্ত নাম হয় ভাব। ব্যক্তে অনুভব অধিরূঢ় মহাভাব॥
ব্যক্ত সকল সাত্ত্বিক মাদন ভাব হয়। বিরহে উদয় হলে মোহন তারে কয়॥
ভ্রমাভাদি দিব্যোন্মাদ মোহন বিলাস। চিত্রজল্প দশাঙ্গ দিব্যোন্মাদ প্রকাশ॥
লীলার প্রবাহে এই ভাবের তরঙ্গ। দেশকাল পাত্র পেয়ে প্রবলিত অঙ্গ॥
লীলা উপক্রমে ভাব করি উপক্রম। গ্রন্থশেষে হবে ভাব উপসংহরণ॥
গ্রন্থমধ্যে রাধাকৃষ্ণের নানা লীলা হয়। গোস্বামি পাদেতে তাহা বিশেষ বর্নয়॥
সে লীলা সাগর হইতে যেবা কিছু ধার। নিকসিল তাহা কিছু লিখি সারোদ্ধার॥
শ্রীচৈতন্য নিত্যানন্দ অদ্বৈত চরণে। বিলুঠিত মনোভৃঙ্গ রহু অনুক্ষণে॥
শ্রীবৈষ্ণব পাদ পদ্ম সদা করি আশ। বৈদগ্ধবিলাস কহে মনোহর দাস॥

ইতি শ্রীবৈদগ্ধবিলাসে সপরিকর শ্রীগোলকধাম হইতে
শ্রীরাধাকৃষ্ণ প্রকট লীলা বর্ণন নাম দ্বিতীয় প্রকাশ।

শ্রীরাধিকা-গোচারণলীলা-তৃতীয় প্রকাশঃ ।

শ্রীগৌরচন্দ্রো যথা—
স্বনাথ-সহিতং রাধা-গোচারণমনুস্মরন্।
স্বশক্ত্যা সগণৈ র্গৌরো গঙ্গাতীরবনং যযৌ॥১॥

জয় গৌর হরি জয় নিত্যানন্দ রাম। জয়াদ্বৈত মহাবিষ্ণু চিদানন্দ ধাম॥
জয় গদাধর জয় গৌর-ভক্তবৃন্দ। কৃপা করি দেহ সবে চরণারবিন্দ॥
স্বপ্রকাশ চিৎস্বরূপ ধাম বৃন্দাবন। রাধা সহ কৃষ্ণ যাতে নিত্য বিলসন॥
তথাহি শ্রীমদ্ভাগবতে ২য় স্কন্ধে ৪র্থ অধ্যায়ে ১৪ শ্লোকঃ॥

নমো নমস্তে হস্ত্বৃষভায় সাত্বতাং বিদুরকাষ্ঠায় মুহুঃ কুযোগিনাং।
নিরস্তসাম্যাতিশয়েন রাধসা স্বধামনি ব্রহ্মণি রংস্যতে নমঃ॥২॥

অস্যার্থঃ। সাত্বতাং যাদবানাং ভক্তানাং পালকায়, লীলা-প্রিয়া-বেণু-রূপ-রসিকতা-পঞ্চকৈঃ শ্রেষ্ঠায় শ্রীকৃষ্ণায় নমোনম ইত্যন্বয়ঃ। কথম্ভূতায় কুযোগিনাং ভক্তিহীনানাং লীলারসানভিজ্ঞানাং কু পৃথ্বী তস্যামেব যোগো যেষাং নতু লীলায়াং তেষাং যস্য দিগপি দুর্জ্ঞেয়ায়, পুনঃ কথম্ভূতায় রূপগুণকলাবিলাসাদিভি র্যস্য সমাতিশয়ো নাস্তি এবম্ভূতেন রাধসা চিচ্ছক্তিহ্লাদিনীসারভূতমহাভাবরূপরাধসাখ্যমহৈশ্বর্য্যেণ সহ শ্রীবৃন্দাবনচিদব্রহ্মধাম্নি রমমাণায়, গুণগুণিনোরভেদঃ যদ্বা স্বারাধনধর্ম্মাবচ্ছিন্নরাধাখ্য প্রণয়িনীজনেনেতি॥২॥

Scanned by TapScanner

শেষ করিতে নারে যাহার বর্ণন। চিন্ময় সুকল্পবৃক্ষ মধ্যে সুশোভন॥
দিব্য মণি মন্দির তন্মূলে পদ্মাকার। অষ্টদিকে অষ্ট কুঞ্জ শোভে চারিদ্বার॥
বেদী কল্পলতা বৃক্ষ বেড়ি শোভা করে। মঞ্জরী সখীর কুঞ্জ ক্রমে তার পরে॥
তৎপরে মঞ্জরী আর বনদেবীগণ। যথাকালে নিদ্রা যাই হন জাগরণ॥
শ্রীমণি মন্দিরে রাধাকৃষ্ণ জাগায়েন। নিশান্তকালের সেবা যতনে করেন॥
নিশান্তে কুঞ্জ হইতে গৃহেতে গমন। স্নান ভোজনাদি লীলা করি সমাপন॥

যথা শ্রীগোবিন্দলীলামৃতে—

কুঞ্জাদ্‌গোষ্ঠং নিশান্তে প্রবিশতি কুরুতে দোহনান্নাশনাদ্যাং
প্রাতঃসায়ঞ্চ লীলাং বিহরতি সখিভিঃ সঙ্গবে চারয়ন্ গাঃ।
মধ্যাহ্নে চাথ নক্তং বিলসতি বিপিনে রাধয়াদ্ধাপরাহ্নে
গোষ্ঠং যাতি প্রদোষে রময়তি সুহৃদঃ যঃ স কৃষ্ণোঽবতান্নঃ॥৩॥

অস্যার্থঃ। যঃ কৃষ্ণঃ শ্রীবৃন্দাবননিকুঞ্জাত্‌ত্রিপ্রহবরাত্র্যন্তে নিশান্তে স্বস্বগৃহং প্রণয়িনীভিঃ সহ যাতি, প্রাতঃকালে গোদোহনমল্লস্নানভোজনাদিলীলাং কুরুতে, পূর্ব্বাহ্নে সখাগণৈঃ সহ গোচারণলীলায়াং বর্ত্ততে, মধ্যাহ্নে শ্রীরাধাভিঃ কুসুমসরোবররাধাকুণ্ডাদিস্থানে বিলসতি, অপরাহ্নে গোসখাগণৈঃ সহ গৃহং যাতি, সায়ংকালে জলপানাদিকং কৃত্বা সখাগণৈঃ সহ বিলসতি, প্রদোষে সভায়াং স্থিতঃ সুহৃদো রময়তি, রাত্রৌ কান্তাদিভিঃ সহ বৃন্দাবনে বিহরতীত্যষ্টকাললীলঃ স নোহস্মান্ নিজলীলারসপ্রদানেন সুখয়ত্বিত্যর্থঃ। তত্র লীলানিধেঃ শ্রীরাধাকৃষ্ণস্য লীলা প্রথমতস্ত্রিধা; স্থিতলীলা চললীলা চলাচললীলেতি। স্থিতরূপনিত্যলীলা পুনস্ত্রিধা, মহাহ্রদরূপমহাযোগপীঠলীলা, প্রবাহহ্রদরূপনন্দীশ্বররাধাকুণ্ডযোগপীঠলীলা, উপহ্রদরূপকৃষ্ণতদ্‌ভক্তস-ঙ্কল্পানুরূপযোগপীঠলীলেতি। মহাহ্রদনির্গতপ্রবাহমহানদীরূপা যা নিত্যচললীলা সাহষ্টকালাতিকাহনুলোমবিলোমপরা। তন্নির্গতকুল্যারূপা ঝর্ণাদিরূপা চ রাধাগোচারণলীলা মল্ললীলা রণলীলা দাসীলীলা বিদেশিনী মালিনী মণ্যাদিবিক্রেয়িণী দেয়াসিন্যাদ্যনন্তরূপা। চলাচললীলা দ্বিধা,—নিত্যরূপা নৈমিত্তরূপাচ। তত্রাদ্যা মহানদ্যাদিবৎ নিত্যরাস নিত্যহোরি দোলাদিরূপা। দ্বিতীয়া মহারাস দীপদান জন্মলীলাদি কালবাহী নদ্যাদিবদিত্যর্থঃ॥৩॥

চিন্ময় পরমোজ্জ্বল গিরিনন্দীশ্বর। তদুপরি শোভে দিব্য কুঞ্জ মনোহর॥
ভোজনান্তে দোঁহ বিলাস এ স্থানেতে হয়। সখীসহ নানা সেবা রাধা সম্পাদয়॥
সম্ভোগান্তে দোঁহ বসি রত্ন সিংহাসনে। নানা নর্ম্ম পরিহাস সহ সখীগণে॥

Scanned by TapScanner

গোবিন্দ বলেন শুন ওহে সখীগণ। তোমাদের সখী বড় হয়েন কৃপণ॥
নিজবক্ষে ষোলকলা পূর্ণ শশধর। ধারণ করেন যুগ্ম শোভা মনোহর॥
নীলাম্বর মেঘে তাহা আচ্ছাদন করে। মেঘোপরি হারাবলী বিজুরী সঞ্চারে॥
মোর হস্ত কুমুদ মুদ্রিত সদা রয়। বন্ধু ভাব নাহি করে নাহি প্রফুল্লয়॥
পবন হইয়া মোর হিত যে আচর। বিজুরী সহিত মেঘ স্থানান্তর কর॥
বন্ধু দরশনে বন্ধু প্রফুল্ল হইবে। আলিঙ্গন করি তবে মহাসুখ পাবে॥
তোমাদের হবে হিত করি উপকার। আনন্দে দেখিবে দোহার মিত্র ব্যবহার॥
সখী বলে ইথে বাধা মিত্র কেনে চাও। শশধর নিকর যাহা তাহা চলি যাও॥
একদেশ রূপকালঙ্কারে সুখ নহে। সর্ব্ব তাদাত্ম্যালঙ্কারে পূর্ণসুখ কহে॥
আর কোন বাধা নাহি যদি বা থাকয়। নির্ব্বাধা হইবে বন্ধু দেখিয়া তোমায়॥
কৃষ্ণ বলে শতলেখা চন্দ্র পূর্ণ নয়। বন্ধুভাব যোগ্য সুখ নাহি উপজয়॥

তথাহি শ্রীললিতমাধবে—

সন্ত ভ্রাম্যদপাঙ্গভঙ্গিখুরলী খেলাভুবঃ সুভ্রুবঃ
স্বস্তি স্যান্ন্যদিরেক্ষণে ক্ষণমপি ত্বামন্তরা মে কুতঃ।
তারাণাং নিকুরম্বকেন বৃতয়া শ্লিষ্টেঽপি সোমাভয়া
নাকাশে বৃষভানুজাং শ্রিয়মৃতে নিষ্পাদ্যতে স্বচ্ছতা॥৪॥

এইরূপ নর্ম্মালাপ যদ্যপিহ হয়। শ্রীকৃষ্ণ বিচ্ছেদ দুঃখ রাধা মনে রয়॥
সখা সঙ্গে প্রাণনাথ-যাবে গোচারণ। এত কাল কি করি রব শুন্য ভবন॥
কি করিয়া যাবে মোর এই বহুকাল। নারী করি অবোধ বিধি ঘটাল জঞ্জাল॥
সখা হইতাম্ যদি সঙ্গে রহিতাম। নিজ মনোমত কাম পূর্ণ করিতাম॥
তাহা না হইল মোর সাধ না পুরিল। চিরকাল দুঃখে কেবল মোর দিন গেল॥
এ ভাব ভাবিতে বেগ করিল ধারণ। প্রাণনাথে বলে মুই যাব গোচারণ॥
তব সঙ্গে সঙ্গে নাথ রব অনুক্ষণ। দর্শন করিব নাথ তব গোচারণ॥
পরিহাস মনে করি সখী হাঁসি কয়। রাখালের সঙ্গে প্রীতি তার মতি হয়॥
ভাল ভাল প্রাণনাথ হিত বহু হবে। হিহি শ্যামলি বলি গোধন ফিরাবে॥
যাও যাও বিলম্বেতে নাহি প্রয়োজন। তোমা লইবারে নাথ বড় যত্ন মন॥
শ্রীরাধা বলেন সখি যাব যে নিশ্চয়। ইহার অন্যথা আজ কভু নাহি হয়॥
সখী বলে পিরীতিতে সব হইয়াছে। গোচারণ এই মাত্র বাকি রহিয়াছে॥
সব দিয়া ইহা রাখার কিবা প্রয়োজন। কুলবতী রাজ-কন্যার এহি আচরণ॥
সখীবাক্যে রাগিণী রাই নিষেধ না মানে। চল চল প্রাণনাথ বলে অনুক্ষণে॥

Scanned by TapScanner

রাগিণী রাধার ভাব সকলে জানিয়া। সখীগণ সহ কৃষ্ণ বলে বুঝাইয়া॥
দাদা বলরাম সঙ্গে সখা বহুতর। তাহাতে বিষম তব জটিলার ঘর॥
ইন্দু জয়ি রূপ তোমায় পরম সুন্দরী। হাসাইবা কি সকল গোকুল নগরী॥

তথাহি বিদগ্ধ মাধবে—

নীতং তে পুনরুক্ততাং ভ্রমরকৈঃ কস্তুরিকা পত্রকং
নেত্রাভ্যাং বিফলীকৃতং কুবলয়দ্বন্দ্বঞ্চ কর্ণার্পিতং।
হারশ্চ স্মিতকান্তিভঙ্গিভিরলং পিষ্টানুপেষীকৃতঃ
কিং রাধে তব মণ্ডনেন নিতরামঙ্গৈরসি দ্যোতিতা॥৫॥

অনুরাগে বাধা রাধার না হয় স্ফুরণ। কোটি শশী নিন্দি মুখ ভেল যে মলিন॥
হেনই সময়ে বটু সঙ্গেতে সুবল। রাধার বেদনা আসি সকল জানিল॥
শ্রীরাধা গোবিন্দ সুখে দেহ মন প্রাণ। বলে দুঃখ নাহি পাও হবে সমাধান॥
আমি রহিব তোমার বেশ ভূষা লয়ে। মোর বেশ ভূষা পরি যাও সে চলিয়ে॥
সখা সঙ্গে সদা মোরা রহি থাকি দুরে। বলরাম ভয় কিছু না কর অন্তরে॥
বটু অর্জ্জুনাদি সখা সহায় রহিবে। কোনরূপে কোই কিছু জানিতে নারিবে॥

তথাহি উজ্জ্বলে সুবলাধিকারঃ—

প্রত্যাবর্ত্তয়তি প্রসাদ্য ললনাং ক্রীড়াকেলিপ্রস্থিতাং
শয্যাং কুঞ্জগৃহে করোত্যঘভিদঃ কন্দর্পলীলোচিতাং।
স্বিন্নং বীজয়তি প্রিয়া হ্রাদপরিশ্রস্তাঙ্গমুচ্চৈরমুং
ক্ব শ্রীমন্নধিকারিতাং ন সুবলঃ সেবাবিধৌ বিন্দতি॥৬॥

শ্রবণে রাধার তবে আনন্দ বাড়িল। সখীগণ রোই তবে বলিতে লাগিল॥
শ্রীরাধা বিহনে মোরা কি প্রকারে রব। সকলেই রাখাল সাজি বনেতে যাইব॥
সুবল বলেন সখি ইহা না হইবে। সূর্য্যপূজা কালে মোর সঙ্গেতে চলিবে॥
দুই তিন প্রস্থ বেশ রহে সকলের। এক প্রস্থ সুবল আনে বেশেতে রাধার॥
আপনার বেশ রাধা সুবলে দিলেন। গোষ্ঠ বেশ শ্রীরাধার গোবিন্দ করেন॥
॥*॥ কটিতটে নীল ধড়া, মস্তকে মোহন চূড়া, পদে নুপুর গলে বনমাল।
নাসা অগ্রে গজমতি, কর্ণেতে কুণ্ডলযুতি, রাখাল ফোটাতে দিব্য ভাল॥
ক্ষুদ্র ঘন্টা কটিপর, স্বর্ণ বিছা অধঃ তার, দিব্য কোচা অগ্রেতে দোলয়।
দক্ষ হস্তে পদ্মনীল, বামে যষ্টি দিব্য লাল, কক্ষে বেত্র শোভা অতিশয়॥
বক্ষোপরি পদ্মমালা, মুক্তামালা সু-উজ্জ্বলা, মুক্তাথোপ বেণী পৃষ্ঠদেশ।
রাধিকা রাখাল বেশ, দেখি ভুলে সর্ব্বদেশ, হৃদি সুখ করিল প্রবেশ॥*॥

Scanned by TapScanner

শ্রীরাধিকা বেশ দেখি গোবিন্দ বিভোর। সখী আদি সব নেত্রে বহে প্রেম লোর।
সুবল রাধিকা-বেশ করি পরিধান। এই রাধা বলি নেত্রে হইলেন ভান॥
সকলের কনিষ্ঠা কিঙ্করী কাঁদি কয়। শ্রীরাধিকা সঙ্গে আমি যাব সে নিশ্চয়।
শ্রীরাধা বলেন মোর সঙ্গে এক চাই। নাহি কাঁদ সঙ্গে লব এ বেশ বনাই॥
বেশ করি সঙ্গোপনে সকলে রাখিয়া। পরে ভবনেতে চলেন যথাযোগ্য হইয়া।
গোষ্ঠবেশ সারা নন্দ-ভবন ভরিল। শিঙ্গা বেত্র কক্ষে সব বালক আইল॥
রাধিকার বেশে সুবল রাধিকার ভাবে। দোহ গোষ্ঠ গমন দেখেন মিলি সবে॥
যশোদা রোহিণী আদি বলয়ে সকলে। কি অপূর্ব্ব বেশ আজি দেখি যে সুবলে॥
বটু বলে চল চল দেরি নাহি কর। রাধা লই শ্রীগোবিন্দ হন অগ্রসর॥
গোযুথ রাখালগণ করিল সাজন। অসংখ্য বালক গো কে করে গণন॥
আপনার যুথ কৃষ্ণ বাহির করিয়া। রাধা লই পশ্চাতে দাড়ান হৃষ্ট হিয়া॥
পিতা মাতা সকলের বিনয়তা করি। নারয়ণ সেব মুই আসি ত্বরা করি॥
আখি ঠারি সখী সুবলেরে পাঠালেন। রাধা লয়ে গোধন চালায়ে চলিলেন॥
দিব্য শৃঙ্গ গোগণ নানাবর্ণ ধরে। হাম্বা হাম্বা রব করি চলে থরে থরে॥
কৃষ্ণ বলে প্রাণপ্রিয়ে গোধন চালাও। ধবলি শ্যামলি বলি আহ্বান করও॥

তথাহি শ্রীউজ্জ্বলে–

পিশঙ্গি মণিকস্তনি প্রণতশৃঙ্গি পিঙ্গেক্ষন
মৃদঙ্গমুখি ধূমলে শবলি হংসি বংশীপ্রিয়ে।
ইতি স্বসুরভীকুলং মুহরুদীর্ণ হীহী ধ্বনী
বিদূরগতমাহ্বয়ন্ হরতি হন্ত চিত্তং হরিঃ॥০॥

লম্ফ দিয়া বটু বলে মোর পানে চাও। হিয় হিয় শব্দ করি গোধন চালাও॥
মৃদু মন্দ হাঁসে রাধা বলিতে লজ্জা হয়। সে শোভা দর্শনে কৃষ্ণ মহাসুখ পায়॥
বটু বলে ঐ দেখ কালিন্দী চলি যায়। যষ্টি হাতে লই শীঘ্র ফিরাইতে হয়॥
খঞ্জনী গমনী দুই চারি পদ গিয়ে। মুচকিয়ে হাঁসি পুনঃ আসেন ফিরিয়ে॥
হাঁসি হাঁসি দাসী বলে শ্রীরাধাচরণে। বড় বিপদ ভেল অদ্য আসি গোচারণে॥
এরূপ কৌতুকে কত চালান গোধন। শ্রীনন্দভবন কথা করহ শ্রবণ॥
দিব্য সুবর্ণের অতি উজ্জ্বল থালিতে। দিব্য পট্ট সূক্ষ্ম নীলসাড়ি ধরি তাতে॥
মণি রত্নময় আর নানা অলঙ্কার। মুদ্রিকাদি করি তাতে ধরি থরে থর॥
দাসী হস্তে দিয়া মাতা রাধা কাছে যান। বলে বাছা বেশ ভূষা কর পরিধান॥
সখীগণ বলে জটিলাকে দেখাইয়া। পরিবেন রাধা নিজ গৃহেতে যাইয়া॥

Scanned by TapScanner

জটিলার জন্য রানী লড্‌ডুকাদি দেন। প্রণাম করি কুন্দলতা লই চলিলেন॥
ক্রমে সবে উপস্থিত যাবট নগরে। প্রবেশ করেন যাই জটিলা মহলে॥
জটিলার অগ্রে ধরি লড্‌ডুকাদি থারি। দেখি বৃদ্ধা হর্ষ রাধা দুই হস্তে ধরি॥
মুখে চুম্ব খান বৃদ্ধা বসাইয়া ক্রোড়ে। নহি নহি শব্দ সুবল শঙ্কা বৃদ্ধা ডরে॥
সর্ব্ব প্রীতিরসে পূর্ণা প্রতীময়ী রাধা। সকলের প্রীতি তাতে হয় নিরবাধা॥
রাধাকৃষ্ণ লীলা প্রীতি বৃদ্ধির কারণ। জটিলা তাড়ন যোগমায়ার ঘটন॥

তথাহি উজ্জ্বলে শ্রীভরতমুনি-বাক্যং–

বহুবার্য্যতে যতঃ খলু যত্র প্রচ্ছন্নকামুকত্বঞ্চ।
যা চ মিথঃ সুদুর্লভতা সা মন্মথস্য পরমা রতিঃ॥৭॥

সখী সহ কুন্দলতা হাঁসি বৃদ্ধা ভয়ে। লই রাই চলিলেন আপন আলয়ে॥
জটিলার বাক্যে পূজা দ্রব্য সজ্জা করে। এথা কথা শুন রাধা গোষ্ঠবিহারে॥
কৃষ্ণ বলে ওহে সখা সুবল সাঙ্গাতি। রাখালিয়া খেলা খেলাও মোদের সংহতি॥
যষ্টি হাতে পরস্পর খেলাতে যে শোভা। বটু আদি ভঙ্গি তাহে অতি মনোলোভা॥
লড্‌ডু দেহ নহে মুই বলদেবে ডাকি। ডাক ভঙ্গি মুখ করি রাধা অগ্রে থাকি॥
তাতে ভীত মুখ-শোভা কৃষ্ণ করে পান। মহাসুখ পান রাধা দাসী পানে চান॥
ইঙ্গিত পাইয়া সেহ বটুকে লড্‌ডু দিল। লড্‌ডু পাই আনন্দে বটু নাচিতে লাগিল॥
এই রূপে মহানন্দে গোচারণ করি। আসিলেন বৃন্দাবন বংশীবটোপরি॥
দোহ আগমনে বন প্রফুল্ল হইল। বৃন্দা আদি দেবী আসি উপস্থিত ভেল॥
ইঙ্গিতে বৃন্দারে কৃষ্ণ রাধাকে দিলেন। রাম-সঙ্গ হই তবে বটে চলিলেন॥
বটমূলে রাম কৃষ্ণ দোহে দাঁড়াইল। কৃষ্ণ-বংশীধ্বনি সখা পুষ্পমালা দিল॥
বৃন্দা প্রতি রাধা বলে দাসীকে পাঠাও। সখী বিনা হিয়া মোর বিদরিয়া যাও॥
মদনিকা যাই তবে সব নিবেদিল। ত্বরা করি সখীসহ সুবল আসিল॥
বৃন্দাবনে সবে আসি শ্রীরাধা মিলিল। দর্শনে শ্রবণে সবে আনন্দিত ভেল॥
সখাগণে দিয়া কৃষ্ণ সকল গোধন। শ্রীরাধা-মন্দিরে যান অতি হৃষ্ট মন॥
শ্রীরাধা গোবিন্দ করেন আনন্দে বিলাস। সখী আদি সকলের আনন্দ উল্লাস॥
শ্রীগোবিন্দ সহ রাধা লীলা গোচারণ। সিদ্ধ দেহে অনুগতি হয় যেই জন॥
নানা সেবা করে মনে বাহ্যেতে শ্রবণ। শুদ্ধভাবে অচিরাতে পায় প্রেমধন॥
শ্রীগৌরাঙ্গ নিত্যানন্দ অদ্বৈত চরণে। বিলুণ্ঠিত মনোভৃঙ্গ রহু অনুক্ষণে॥
শ্রীবৈষ্ণব পাদ পদ্ম সদা করি আশ। বৈদগ্ধ বিলাস কহে মনোহর দাস॥

ইতি শ্রীবৈদগ্ধবিলাসে শ্রীরাধা-গোচারণলীলা–তৃতীয় প্রকাশঃ।

Scanned by TapScanner

অথ মল্ল-নৃত্যলীলা চতুর্থ প্রকাশঃ।

শ্রীকৃষ্ণস্য তথা যুনোর্ম্মল্লং নর্ত্তকী-নর্ত্তনং।
স্মরন্ তদ্ভাবসংবিষ্টঃ সগণৈস্তৎ করোতি সঃ॥১॥

জয় গৌর হরি জয় নিত্যানন্দ রাম। জয়াদ্বৈত মহাবিষ্ণু চিদানন্দ ধাম॥
জয় গদাধর জয় গৌর-ভক্তবৃন্দ। কৃপা করি দেহ সবে চরণারবিন্দ॥
স্বপ্রকাশ চিদানন্দ ধাম বৃন্দাবন। রাধাকৃষ্ণ নিত্যলীলা রসে রসায়ণ॥
নিশান্তে কুঞ্জ হইতে গৃহেতে গমন। নিজ নিজ মন্দিরে যাই করেন শয়ন॥
প্রিয়ার সহিত লীলা সুবাসিত মন। যোগনিদ্রাতে কৃষ্ণ দেখেন স্বপন॥
চাঁদবদনী ধনী নাচত দেখি বলে। স্বপনেতে গান কৃষ্ণ মৃদু মন্দ স্বরে॥
কখন বলেন প্রিয়ে বৈশ নিকটেতে। বেশ বনায়াদি করি অতি যতনেতে॥
প্রিয়ার সহিত নর্ম্ম করিয়া মানসে। স্বপনেও রাধানাথ মৃদু মধু হাঁসে॥
কৃষ্ণ গৃহ বেঢ়ি হয় সুন্দর ভবন। সম্মুখ গৃহেতে বটু করেন শয়ন॥
স্বপনে নাচত গান শুনি সখা মুখে। চলিলেন শীঘ্র কৃষ্ণ পাশে মনসুখে॥
তাতা থৈয়া থৈয়া করি সখাকে জাগান। শব্দে নিদ্রা ভঙ্গ কৃষ্ণ বটু পানে চান॥
কৃষ্ণ বলে সখে আনন্দ দেখিছে তোমাকে। বটু বলে প্রিয়া নাচ শুনি তব মুখে॥
কৃষ্ণ বলে সখে বড় কৈলে উপকার। অন্যেতে শুনিলে লজ্জা পাইত অপার॥
এই রূপ শ্রীরাধার স্বপ্নদশা হয়। প্রিয়নর্ম্মসখী তাতে রক্ষতা করয়॥
স্বপ্নলীলা এই কৃষ্ণের শুদ্ধানন্দময়। সমাধির পর যে পঞ্চমী দশা হয়॥

যথা তত্রৈব—

ব্যতীত্য তুর্য্যামপি সংশ্রিতানাং তাং পঞ্চমীং প্রেমময়ীমবস্থাং।
ন সম্ভবত্যেব হরিপ্রিয়াণাং স্বপ্নো রজোবৃত্তির্বিজৃম্ভিতো যঃ॥২॥

পৌর্ণমাসী শ্রীযশোদা সঙ্গেতে করিয়া। কৃষ্ণকে জাগান স্নেহবাক্যে প্রবোধিয়া॥
উঠিয়া চৌকিতে বসি মুখ প্রক্ষালন। দাসগণ মনোসুখে করেন সেবন॥
সুবল সহিত নিজ বৈঠকে বসিয়া। প্রিয়া গুণ রস কথা বলেন হৃষ্ট হিয়া॥
নানারূপ রস কথা সুবল সঙ্গেতে। শ্রীযশোদা মাতা আসি বলেন স্নেহেতে॥
নিষেধ করি যে বাপ মল্ল খেলাতে। বালকের সঙ্গে, কোথা লাগিবে অঙ্গেতে॥
মাতা বাক্যে গোষ্ঠে যান সঙ্গে সখাগণ। চন্দ্রশালা উঠি রাই করে দরশন॥
প্রহেলী করিয়া বটু কৃষ্ণকে দেখান। সখী সহ প্রিয়া দেখি রসে মগ্ন মন॥
ধবলী ছাঁদিতে কৃষ্ণ ধবল ছাঁদেন। ভাণ্ড ধরিতে কৃষ্ণ বটুকে ধরেন॥
বটু বলে কি হে সখা জ্ঞান হারাইলে। বিভ্রমালঙ্কারে তুমি আমাকে ধরিলে॥

Scanned by TapScanner

বটুবাক্যে সম্বিৎ পেয়ে গোদোহন করে। আলয়ে ভারিতে পাঠন দুগ্ধ ভারেভারে॥
পরেতে কদম্ব তলে ত্রিভঙ্গ হইয়ে। বাজান বংশিকা কৃষ্ণ ভাব চতুষ্টয়ে॥
নন্দরায় গৃহে গমন মাতা আশ্বাসন। মল্লযুদ্ধে সখাহ্বান রমণীমোহন॥
বংশীধ্বনি শুনি সমবয়ঃ সখাগণ। মল্লরঙ্গ-স্থলে সবে করে আগমন॥
মনোরম রঙ্গস্থল মনোহর শোভা। চতুর্দ্দিকে মণিবদ্ধ খেলে দিব্য আভা॥
চতুষ্কোণ রঙ্গস্থল নিম্ন হস্তসম। দীর্ঘ প্রস্থ বিংশ হস্ত হয় পরিমাণ॥
হেমমণি প্রবাল নীল স্ফটিকমণি করি। হস্ত উচ্চ রসপটি চারিদিকে চারি॥
উপরেতে সমভূমি সমানতা ধরে। বহুরত্ন সুখচিত দিব্য শোভা করে॥
মল্লরঙ্গ চতুষ্কোণে কদম্ব চারিতে। অতি উচ্চ মণ্ডপাকার দিব্য শোভিতে॥
চারি বর্ণের চারি লতা বৃক্ষ আলিঙ্গিয়া। শোভিয়াছে পুষ্প গন্ধে দিক্ আমোদিয়া॥
শীতে উষ্ণ গ্রীষ্মে স্নিগ্ধ মল্লস্থল ধরে। বেদি কুট্টিম চৌদিকেতে বেঢ়ি শোভা করে॥

তথাহি শ্রীললিতমাধবে নববৃন্দাবনে রাধাং প্রতি কৃষ্ণবাক্যং-

অধ্যাস্য যাং মুহুরলোকি ময়া বিশালা কল্যাণি বল্লবকদম্বকমল্ললীলা।
সেয়ং বরোপলময়ী শরদভ্রশোভা বিভ্রাজতে মদুপবেশবিলাসপীঠী॥৩॥

সুভদ্র ভদ্রাদি সহ আইলেন রাম। শ্রীদাম সুদাম আদি দাম বসুদাম॥
বটু অর্জ্জুন কিঙ্কিণ্যাদি যত সখাগণ। গোবিন্দ নিকট আসি হয়েন মিলন॥
গোবিন্দ বলেন সবে মল্লবেশ পর। ন্যায় মতে তুল্যে তুল্যে মল্ল খেলা কর॥
তবে কটিপট বদ্ধ করি দৃঢ় করি। লম্ফ দিয়া পড়ে মল্লস্থলের ভিতরি॥
কুঙ্কুম জিনিয়া মৃদ্ গন্ধ মনোরম। দিব্য মৃদ্ বাহু অঙ্গে করেন মর্দ্দন॥
বিজয়াদি সঙ্গে মল্ল খেলে বলরাম। শ্রীদাম সুদাম সহ খেলে ঘনশ্যাম॥
মধ্যে মধ্যে প্রেমদৃষ্টি চন্দ্রশালা পর। শ্রীরাধিকা মুখচন্দ্র পিয়াসী চকোর॥
কত রঙ্গভঙ্গি ভাব করেন উদ্গার। যে নিমিত্ত মল্ল খেলা রসিক শেখর॥
সুবল গোবিন্দ পদ চালাইয়া ফিরি। ঘুরি আসি হস্তযুদ্ধ পরস্পর ধরি॥
মুখে মুখ বুকে বুক পদ মস্তকেতে। অধঃ উর্দ্ধ হন কভু মল্ল খেলাতে॥
পরস্পর জড়াজড়ি দৃঢ় আলিঙ্গন। নানা সংরম্ভিত ভাব করেন ধারণ॥
সখীসহ চন্দ্রশালা হইতে বিনোদিনী। দেখি নাথ মল্ল লীলা প্রমোদিত প্রাণি॥
লীলাবিজ্ঞা লীলাময়ী লীলাস্বভাবিনী। সখী প্রতি বলে খেদগর্ব্ভা স্বেচ্ছাবাণী॥
সখি ধন্য সখাগণ প্রাণনাথ সনে। মল্ল খেলা করে দেখ অসঙ্কোচ মনে॥
দেখ প্রাণনাথ খেলে কত ভঙ্গি করি। এ সুখের এক বিন্দু নাহি পায় নারী॥
ললিতা বলেন তুমি কুঞ্জ-মল্লস্থলে। মল্ল যুদ্ধ কর নিতি তাহা কি ভুলিলে॥

Scanned by TapScanner

যে মল্ল খেলাতে শয্যা বস্ত্র অলঙ্কার। ছিন্ন ভিন্ন হয়ে সব পড়য়ে বিথার॥
যুদ্ধে পরাজয় করি স্বাধীন করিয়ে। নিজ সেবা করাও নিজ বেশ বনাইয়ে॥
তাহাতে কি সাধ তোমার না হয় পুরণ। সখা হয়ে যুদ্ধে তব পুনঃ হয় মন॥
বিশাখা বলেন সত্য মল্ল সেহ হয়। সকলেরি তাহাতে আছয়ে পরিচয়॥
কিন্তু ইথে লীলাভেদে সুখ বহু হয়। তাহাতে সখীর মনে বাঞ্ছা উপজয়॥
রঙ্গদেবী বলে সত্য আর এক হয়। গুণিসঙ্গে গুণিগুণ সঙ্গিরে লাগয়॥
কৃষ্ণ মহামল্ল সঙ্গে মোদের যে সখী। সঙ্গতা জন্যই এই অভিলাষ দেখি॥
তুঙ্গবিদ্যা বলে সত্য আর এক হয়। সিংহেতে সিংহিতে সঙ্গ অন্যে নাহি রয়॥
সিংহেতে সিংহেতে হয় যুদ্ধের ঘটন। সিংহেতে জম্বুকে নাহি হয় কদাচন॥
লীলা বিস্তারিণী সখী মনে অভিলাষ। পরস্পর তাহাতে কহেন নর্ম্মভাষ॥
শ্রীরাধা বলেন তোরা মল্লের সঙ্গিনী। সিংহ মল্ল সনে যুঝ হইয়ে সিংহিনী॥
পারিতোষ দিব তবে তোমা সবাকার। যদি যুদ্ধে কৃষ্ণমল্ল জিনিবার পার॥
সখী বলে সে সমর্থ মোদের কি হয়। অঙ্গুলি উপরি যিনি পর্ব্বত ধরয়॥
শ্রীরাধা বলেন ললিতা সে সমর্থ হয়। যুদ্ধেতে ভৈরব* যেই করে পরাজয়॥
বিশাখা বলেন তবে আর কিবা ভয়। কৃষ্ণ সঙ্গে মল্ল যুদ্ধ করিব নিশ্চয়॥
ললিতা একাকী হয়ে যদি ভয় পায়। সকলে মিলিয়া তবে করিব উপায়॥
মহাবীরপণা কৃষ্ণ মোদের অগ্রে করে। জয় করি জয়ঘোষ ঘুষিব মোদেরে॥
শ্রীরাধা বলেন সখী বলিলে নিশ্চয়। শ্যাম সঙ্গে মল্ল খেলা সুখ অতিশয়॥
খেলিব শ্যামের সঙ্গে মোরা সব মেলি। হারাইয়া সবা অগ্রে দিব করতালি॥
খেলিবার জন্য তবে মল্ল পরিধান। দিব্য দৃঢ় করি সখি করহ নির্ম্মাণ॥
তবে চিত্রা নীলপট্ট বস্ত্রেতে জাঙ্গিয়া। রচিলেন ধারে তার স্বর্ণ ফিতা দিয়া॥
পরে ত্রিকোণিক কাচ্ছি করয়ে নির্ম্মাণ। উরুমূল পর্য্যন্ত যাতে করয়ে বেষ্টন॥
পরে আর দিব্য বস্ত্র কঞ্চুলী নির্ম্মিত। সখীসহ দেখি রাধা হন হরষিত॥
রন্ধনেতে রাধা লইতে আসি কুন্দলতা। রাধা গৃহে মল্লবস্ত্র দেখিয়া হর্ষিতা॥
শ্রীরাধাকে বলে অদ্য মল্লবেশ করি। শ্যাম সহ যুদ্ধ কৈলে অনুভব ধরি॥
সখী বলে সদা তুমি থাক মল্ল সঙ্গে। কামজয় করি বুঝি উগারিছ রঙ্গে॥
এই রূপ কুন্দ সঙ্গে নানা পরিহাস। পরে মল্ল খেলা কথা করেন প্রকাশ॥
কুন্দলতা আসি পুনঃ ধনিষ্ঠারে কয়। ধনিষ্ঠা কৃষ্ণের প্রতি তাহা নিবেদয়॥
বটু সুবলেতে শুনি আনন্দিত মন। বটু বলে সখে মোরে করাহ ভোজন॥
বলিষ্ঠাঙ্গে তব সহায় করিব ধারণ। নান্দীমুখী জানি পৌর্ণমাসীকে বলেন॥

Scanned by TapScanner

পৌর্ণমাসী বলে ইথে সকলেরি মন। সবার কল্যাণ ইথে করিবে ধারণ॥
আর এক শুন নান্দি মল্ললীলা শক্তি। প্রার্থনা করয়ে মোরে করি কত ভক্তি॥
তার সহ ভাণ্ডীবট আর বৃন্দারিকা। রাধাকৃষ্ণ মল্ললীলা প্রার্থয়ে অধিকা॥
তাতে জানি ভাণ্ডীবট নিবিড় গহন। চৌদিকেতে বৃক্ষলতা বন আচ্ছাদন॥
মধ্যে শোভে বৃহদ্বট পরম শোভন। অতি বিস্তারিত উচ্চ স্পর্শয়ে গগণ॥
নানা সুমধুর শব্দ পক্ষিগণ করে। মৃগ ময়ুর গবয়াদি করে বিচারণে॥
অতি রম্য স্থল হয় ভাণ্ডীর কানন। রাধাকৃষ্ণ মল্লস্থান এই পুরাতন॥
নানা দিব্য ফল ফুল বৃক্ষ লতা ধরে। দিব্য স্বচ্ছস্থল পুষ্প-মকরন্দ ঝরে॥
মধ্য বটস্থল ভূমি পরম নির্ম্মল। শীতে উষ্ণ গ্রীষ্ম কালে পরমশীতল॥
সেই মল্লস্থল সুখকর সুনির্জন। অন্যকার দৃষ্টি তাতে না করে গমন॥
সখী সহ শ্রীরাধিকা শ্রীগোবিন্দ সনে। করিবেন মল্ল খেলা আনন্দিত মনে॥
সূর্য্যপূজা কালে সবে বাহির হইয়ে। ভাণ্ডীর যাবেন রাধা সখীগণ লয়ে॥
সূর্য্যপূজা সম্ভার সহ সূর্য্য মন্দিরে। দাসী পাঠাইয়া তথা রহিবার তরে॥
গোচারণে যাই কৃষ্ণ রামে সমর্পিয়া। যাইবেন ভাণ্ডীরে বটু সুবলে লইয়া॥
লীলা সমাধান করি শ্রীসূর্য্য পূজিয়া। পূর্ব্ববৎ আসিবেন গৃহেতে চলিয়া॥
আর এক বলি নান্দি করহ শ্রবণ। বৃন্দারিকা দেবী কুঞ্জ করিবে সাজন॥
সখীর ইঙ্গিত করি সে মল্ল বেশেতে। মিলাইবা দুহজন সুখ জানি তাতে॥
এই সমাচার সখা সমাজেতে বলি। আনন্দেতে দোহ জনে সুখে করাও কেলি॥
তবে সবে স্নান ভোজন করি সমাপন। ভাণ্ডীবন পথে ক্রমে করেন গমন॥

॥*॥ সখীগণ সাথে, ভাণ্ডীবন পথে, লীলাতে ভাবিত মন।
নাথ মল্লরঙ্গী, সুচতুর সঙ্গী, লীলাতে প্রবীণ হন॥
আমি কুলনারী, মোর সহচরী, তাহে লজ্জা বলবতী।
কি করিয়া সনে, করিব খেলনে, নাহি জানি কোন ভাঁতি॥
পুনঃ বলে ছার, লজ্জা কুলাচার, যাথে নহে নাথ সুখ।
খেলি মন সাধে, সখীগণ সাথে, আনন্দে মিটিবে দুঃখ॥
সুভ্রূকুটি করি, হস্তে হস্তে ধরি, খেলিব মনের সুখে।
ইথে সুখোদয়, নাথের যে হয়, অন্য কিছু নাহি দেখে॥*

---

* ভৈরবঃ শ্রীললিতাপতির্যদ্যপি তাসাং পতিস্পর্শমাত্রমভাবস্তথাপ্যত্র পরিহাস এব জ্ঞেয়ঃ।

Scanned by TapScanner

অন্তরে আবেশ রাই করেন গমন। ক্ষণে স্থিতি ক্ষণে গতি পদের চালন॥
সখীগণ বলে সখি কি তা হয় তোমার। বুঝি নাথ সহ মল্ল খেলহ অন্তর॥
শ্রীরাধা বলেন সখি মোর কার্য্য নয়। তোমরা খেলিবে তাতে মোর সুখ হয়॥
সখী বলে তুল্য যুদ্ধ বিনা কি হয়। যুদ্ধপতি বিনা যুদ্ধ অন্যে কি শোভয়॥
প্রাণনাথ সঙ্গে রঙ্গে খেলবি বল ধরি। সহায় রহিব মোরা যত সহচরী॥
ভ্রূভঙ্গি আটোপ দর্প সংরম্ভ বদন। করি দুই করে নাথে করবি ধারণ॥
কৌশল করিয়া ছাড়ি আওবি ওর। সব সখী মেলি যশঃ গাওবি তোর॥
লাজ সঙ্কোচ যদি তুহুঁ হে করবি। তবে প্রাণনাথ সুখ কৈছে দেওবি॥
যবে জয় করি ঘোষ হইবে তোর। তবে সুখ জানবি রসিক শেখর॥
সখীর বচনে রাই হই উল্লসিতা। আনন্দে ভাণ্ডীর বনে হন উপস্থিতা॥
শত শত দাসী নানা পরিচর্য্যা করে। স্থান কুঞ্জ শয্যা দ্রব্য দিব্য করি ধরে॥
শ্রীরূপমঞ্জরী আদি করেন সেবন। কৃষ্ণ সখা সঙ্গে ভাণ্ডীপথে আগমন॥
কৃষ্ণ বটু প্রতি বলে অদ্য শুভ দিন। প্রিয়ার সহিত মল্ল করিব খেলন॥
বটু বলে শুভ দিন কি করিয়া জান। তবে জানি যদি মোদের বাঁচি থাকে প্রাণ॥
শ্রীকৃষ্ণ বলেন সখে ভয় কেনে পাও। এ খেলাতে মোরা বড় প্রবীণতা হও॥
একে একে কিবা সবে মিলিয়া খেলয়। হেলাতে আমি যে সবায় করিব বিজয়॥
বটু বলে তবে ভাল মোদের জয়কার। হাথ তালি দিয়া লজ্জা দিব গোপিকার॥
কিন্তু হোরি খেলা মত দুরবস্থা করে। তবে বল এই আমি ফিরি যাই ঘরে॥
এই রূপ নানা রঙ্গে কথোপকথনে। কৃষ্ণ সুখে উপস্থিত হন ভাণ্ডী বনে॥
পরস্পর দরশনে আনন্দ অপার। চন্দ্র দরশনে যেন উছলে সাগর॥
শ্রীরাধা গোবিন্দ সমাগমে ভাণ্ডীবন। মকরন্দ ঝরে করে সুগন্ধি বহন॥
নানাবিধ ফল ফুলে হয় পরিপূর্ণ। মৃগাদি ময়ুর সুখে করয়ে নর্ত্তন॥
বৃন্দারিকা বনদেবী করেছে সাজন। মল্লসভা বেদী কুঞ্জ পুষ্পের ভবন॥
বন-মধ্যে দিব্য বট অপূর্ব্ব শোভয়। লাজেতে কৈলাশ বট কৈলাশে লুকায়॥
কৃষ্ণ বলে সখী তোমার সখীরে লইয়া। মল্ল খেলা কর মল্ল বেশ বনাইয়া॥
কিন্তু এক তোমরা হও শত শত জন। এক এক হইয়া কর খেলা আরম্ভণ॥
যদি মেলি সকলেতে খেলিবারে চাও। ভাল মল্লবীর আমি নাহিত ডরাও॥
বটু বলে সখা তোমার বুদ্ধি বড় খর্ব্ব। মনে কি না পড়ে তোমার গোপিকার গর্ব্ব॥
হোরি খেলাতে তুমি সাহস করিয়া। গোপী মধ্যে একা তুমি গেলে হে চলিয়া॥
পিছে হারি পলাইতে পথ নাহি পাও। গোপী সুন্দরী দেখি লোভে ভুলে যাও॥

Scanned by TapScanner

এক গোপিনী সঙ্গে যদি তুমি পার। তবে জানি অদ্য মোদের বড় দিন ভাল॥
কৃষ্ণ বলে সখে এই হোরি খেলা নয়। মল্লবিজ্ঞ মল্লবীর মোদের যে হয়॥
বটু বলে গর্ব্ব সখা নাহি কর আর। গোপিকার অসাধ্য কিছু নাহি ব্যবহার॥
সখী বলে ওরে বটু কেনে ডর পাও। মল্লবেশ করি সখার সহায়তা হও॥
বটু বলে হাঁ তবে দেখ মোর বল। মারিব সকল গোপী মুই মহাবল॥
এত বলি সবে করে মল্ল পরিধান। রাধিকার মল্লবেশ ললিতা করেন॥

তথাহি স্তবাবল্যাং—

মল্লীকৃতনিজাঃ সখী প্রিয়তমা গর্ব্বেণ সম্ভাবিতা
মল্লীভূয় মদীশ্বরী রসময়ী মল্লত্বমুৎকণ্ঠয়া।
যস্মিন্ সম্যগুপেয়ুষা বকভিদা রাধা নিযোদ্ধুং মুদা
কুর্ব্বাণা মদনস্য তোষমতনোৎ ভাণ্ডীরকং তদ্ভজে॥৪॥

॥*॥ অতি সূক্ষ্ম স্বল্প প্রস্থে, রক্তসাড়ি ধরি হস্তে, ক্ষীণকটি করিয়া বেষ্টন।
নিতম্ব উরজ ঘন, তাহে করি আবরণ, তদুপরি জাঙ্গিয়া ঘটন॥
কটি বেড়ি নাভি স্থানে, দুই সূত্র সুবন্ধনে, পূর্ব্ববৎ করি আবরণ।
জাঙ্গি বস্ত্র উরুদ্বয়ে, উরুদ্বয়ে সুশোভয়ে, জঘনের অগ্রেতে বন্ধন॥
তাহে রাখি সুসন্ধান, বিলাসেতে অপিধান, ক্ষুদ্র কিঙ্কিণী কটি মাঝে।
জাঙ্গিয়া বদ্ধ গোটাতে, কাঞ্চি শোভা করে তাতে, নিতম্বেতে কত শোভা রাজে॥
কলহংস কলরব, চরণে পরায়ল, মণিময় নূপুর রসাল।
কঞ্চুলিকা স্তনোপরি, পরাওল দৃঢ় করি, কত শোভা দিব্য তাহার॥
করে মণিময় চূরি, শ্যাম-মন করে চূরি, যাহার ঝন্ঝনি সুশব্দেতে।
বাজুবন্ধ সুবাহুতে, দিব্য তাড় বালা হাতে, মল্লবেশ কে পারে বর্ণিতে॥
নাসা শোভে মুক্তাফলে, কন্ঠলগ্ন হার গলে, কেশপাশ করি এক বেণী।
অগ্রে মুক্তা থোপ ধরি, জড়িতে বেণীকে জড়ি, সীমন্তকে শোভে দিব্য মণি॥
কজ্জ্বল মৃত্তিকা লয়ে, বাহুদ্বয়ে লাগাইয়ে, শ্রীরাধিকা হন অগ্রসর।
কেহ কাচ্ছি জাঙ্গি পরি, পরে সখী বেশ করি, পার্শ্বপৃষ্ঠে দাঁড়ান রাধার॥
কিবা শোভার মুরতি, কিম্বা হেম শৃঙ্গ ততি, ঘনঘটা তাহার নিতম্বে।
কিম্বা সৌভাগ্য জয়শ্রী, কিম্বা কন্দর্প যুদ্ধশ্রী, শোভে পদে পৃথ্বী অবলম্বে॥
মৃদু হাস্য সুচাহন, রূপছটা ভরে বন, দেখিয়া মোহিত সর্ব্বজন।
কৃষ্ণ মল্ল বেশ করি, বটু নিজ সঙ্গ করি, আসিয়া অগ্রেতে স্থিত হন॥
শ্যাম গৌরী মল্লবেশ, দেখি ভুলে সর্ব্বদেশ, গগনেতে দেব দেবীগণ।

Scanned by TapScanner

দিব্য পুষ্প বরিষণ, কৃপা করি সুপ্রার্থন, লীলা গাই করেন স্তবন॥
দুঁহু দোহো রূপ দেখি, আনন্দে পুরল আঁখি, সুবলের প্রতি কৃষ্ণ কয়।
সখে একি অপরূপ, দেখি রাধা মল্লরূপ, কিবা কটি সর্ব্বাঙ্গ শোভয়॥
সখে কি এমতি হব, এ রূপের সঙ্গ পাব, হৃদয়েতে করিব ধারণ।
রাধা রূপে মন লোভা, অঙ্গ সঙ্গে হয়ে ক্ষোভা, রাধা অগ্রে করেন গমন॥
কৃষ্ণ বলে প্রিয়ে খেল, মল্লনাটে পদ চাল, আসি হস্ত কর ধরাধরি।
তাহা শুনি সখী বলে, অগ্রে তুহু পদ চালে, আইস পাছে ধরিবেন প্যারী॥
বটু মল্ল-সাট করি, বাহু দিয়া করতালি লম্ফ দিয়া পড়ে রঙ্গস্থলে।
বলে সখে নাহি ডর, সাহস করিয়া লড়, আমি তোমার সঙ্গে মহাবলে॥
প্রিয় প্রিয়া দোহজন, করয়ে পদচালন, হস্তে হস্তে করিতে ধারণ।
তাহে ভগ্ন সুমূরতি, নানা অঙ্গ ভঙ্গি তথি, রুনু ঝুনু নূপুর বাজন॥
হস্ত খেলা ক্ষণ করি, মল্লনাটে পদচালি, মল্লশাট মধুর হুঙ্কৃতি।
করতলে বাহু তালি, সখী বলে ভালি ভালি, কি মধুর অঙ্গের ঝঙ্কৃতি॥
ক্ষীণকটি নিতম্ব দলে, কত শোভে হেলে দোলে, সিংহ জিনি ডম্বর মধুর।
পিরীতি মূরতি খেলে, রমা আদি মন ভুলে মানয়ে আপনা ধিক্কার॥
যেন হেম শ্যামলতা, মন্দবায়ু সুচালিতা, হেলে দোলে শোভে আলিঙ্গনে।
এইরূপ রাধা শ্যাম, মল্লখেলা অনুপাম, যে শোভার না হয় বর্ণনে॥

যথা গগনে কাচিন্নটিনী বিদ্যাধরী-বাক্যম্।

প্রকৃতিমধুরমূর্ত্তির্বাঢ়মত্রাপ্যদক্ষ-

তরুণিমনবলক্ষ্মী খেলয়ালিঙ্গিতাঙ্গী।

বরমদনবিহারৈরদ্য তত্রাপ্যুদারা

মদয়তি হৃদয়ং মে ভাণ্ডিরে রাধিকেয়ম্॥৫॥

॥*॥ অরত্নি বদ্ধতা খেলি, পদে পদ পদ মেলি, খেলেন কত ভঙ্গি করিয়া।
ক্ষণে ধরি ক্ষণে ছারি, ক্ষণে ধরে উচ্চ করি, ক্ষণে ধরে পশ্চাতে আসিয়া॥
কঙ্কণ কিঙ্কিণী ধ্বনি, নূপুরের রণ রণি, করতালি মধুর ঝঙ্কারে।
আবৈকুন্ঠ ত্রিভুবন, মুখরিত দিকগণ, বিস্ময়তা করাইয়া ফিরে॥
জানুতে সুজানু ধরি, খেলে দোহে প্রেমে ভরি, সুনাগ নাগরী সুন্দরী।
কভু উর্দ্ধ অধঃপরি, দুহু করে জড়াজড়ি, যেন মেঘ সহিত বিজুরী॥
মস্তকে মস্তক ধরি, কত ছন্দে খেলা করি, পরিরম্ভ মল্ল আরম্ভন।
দোহে দুই হস্তে ধরি, নিষ্পীড়ন অনুকরি, হেলা দোলা দৃঢ় আলিঙ্গন॥

Scanned by TapScanner

কাদম্বিনী মেঘমালা, সৌদামিনী, সহখেলা, হুঙ্কৃতি গর্জন তাহে ধরে।
লীলামৃত বর্ষে জল, তাহে সর্ব্ব সুশীতল, সুখাধিক ভক্ত-চাতকেরে॥*॥

যথা শ্রীউজ্জ্বলে—

বলেন পরিরম্ভণে নখশিখাভিরুল্লেখনং
হঠাদধরখণ্ডনে ভ্রূজযুগেন বদ্ধক্রিয়াং।
দুকূলদলনে হতিং কুবলয়েন কুর্ব্বাণয়া
রতাদপি সুখং হরেরধিকমাদধে রাধয়া॥৬॥

॥*॥ দোঁহে আলিঙ্গন রসে, বক্ষোজে বক্ষঃ পরসে, তাহে মত্ত রসিক শেখর।
ধনী লাজ মনে বাসি, বাহুবল পরকাশি, বাহু বদ্ধ হইতে বাহির॥
রাধে জয় জয় বলি, সখী দেন করতালি, বলে হারিলে শ্যামরায়।
বটু বলে ক্রোধ করি, মিথ্যাবাদী গোপনারী, পলাইয়া নিজ যশঃ গাও॥
মোর সখার হয় জয়, নহে পুনঃ খেলা হয়, খেলি রাধা যশঃ গোপী গায়॥*॥
কৃষ্ণ অগ্রে আসি পুনঃ পশ্চাতে যাইয়া। ললিতারে ধরেন দুই হস্ত প্রসারিয়া॥
তা দেখি বিশাখা আইল করিতে ধারণ। ললিতারে ফেলি কৃষ্ণ করেন গমন॥
কোন সখী এইরূপ শ্যামেরে ধরিয়া। বলে ফেলি অলক্ষিতে যায়েন চলিয়া॥
বটু হাতে ধরি সখী চৌদিকে ঘুড়ান। বটু বলে ধর সখে যায় হে পরাণ॥
সুবল সখা বলে বটু ঘৃত ক্ষীর সর। খাইয়া যে করিয়াছ শরীরেতে বল॥
এ সময়ে কেন সখা ধর বলি বল। বটু বলে সেই হইয়াছে বহুকাল॥
পূর্ব্বে খাইয়াছি তাকি সম্প্রতিক আছে। ক্ষুধা খিন্ন হয়ে মোর সব বল গেছে॥
এখন যদি পাই তবে দেখ মোর বল। একাকীই জয় করি গোপিকা সকল॥
এই রূপ নানা রঙ্গ ভঙ্গি কৌতুকেতে। পরস্পর আনন্দেতে লাগেন খেলিতে॥
আকর্ষণ বিকর্ষণ কত পরকার। খেলি জয় জয় দেন সখী শ্রীরাধিকার॥
পরে রঙ্গস্থলে সবে আনন্দে বসিল। হেনই সময় নান্দী আসি উপস্থিল॥
নান্দীমুখী বলে পৌর্ণমাসী যত্ন করি। দিয়াছেন এক পত্র সখী বরাবরি॥
ললিতা বলেন দেহ করি যে পঠন। দিলেন ললিতা পড়েন আনন্দি মন॥
॥*॥ যে হয়েছে একবার, নহে তার পুনর্ব্বার, পুনঃ এক করহ শ্রবণ।
যিনি নহে বিপর্য্যয়, তারে করি বিপর্য্যয়, রঙ্গ ভূমে করুন নর্ত্তন॥
যিনি হন বিপর্য্যয়, রহুন্ তিনি বিপর্য্যয়, বিপর্য্যয় করি রঙ্গ ভূমি।
অগ্র বিপর্য্যয় যিনি, নর্ত্তন করুন তিনি, কর এই মমাদেশ জানি॥*॥
পত্র পড়ি অর্থ জানি সখী সুপণ্ডিতা। শ্রীরাধিকা প্রতি তবে বলেন বারতা॥

Scanned by TapScanner

রমণী মোহন শ্যামে নারী বেশ করি। রঙ্গসভায় নাচাইতে লিখেছেন ধরি॥
পুনর্ব্বার খেলাতে আর নাহি প্রয়োজন। বিপরীত রতি পৌর্ণমাসীর বচন॥
শ্রবণে রাধার অতি আনন্দিত মন। কি অদ্য সুদিন সখি বিধির ঘটন॥
শ্যাম প্রতি মৃদু হাসি বলেন বচন। নাথ অদ্য নারীবেশে করহ নর্ত্তন॥
সুবল বলেন দেবীর সুন্দর লিখন। রাধা মল্ল খেলা কৃষ্ণের নটিনী নর্ত্তন॥

তথাহি শ্রীকৃষ্ণস্য নৃত্যাদি সর্ব্বকলানিধিত্বং শ্রীউজ্জ্বলে।

পদদ্যুতিবিনির্ধুত স্মরপরার্দ্ধরূপোদ্ধতি
দৃগঞ্চলকলানটী পটিমভির্মনোহারিণী।
স্ফুরন্নবঘনাকৃতিঃ পরমদিব্যলীলানিধিঃ
ক্রিয়াত্তব জগল্রয়ী যুবতিভাগ্যসিদ্ধির্মুদং॥ ॥৭॥

বটু বলে গোপী সব করিয়া বিপাকে। গোপিনী করিয়া লবে সুন্দর সখাকে॥
ভাল সখা ভাল করি করিবে নর্ত্তন। যাতে গোপী নৃত্য গর্ব্ব হয় হে খণ্ডন॥
সবার উল্লাস কৃষ্ণের এ নৃত্য দেখিতে। সর্ব্ব লীলাময় চিত্ত হয়েন যাহাতে॥
শ্রীরাধা বলেন সখি নাথকে লইয়ে। কুঞ্জে লয়ে চল বেশ দিব বনাইয়ে॥
সখী বলে সকলেতে বৈস সভা করে। বেশ বনি আসুন শ্যাম অতি যে সত্বরে॥
শ্রীরাধিকা নাথ লয়ে কুঞ্জেতে গমনে। বসাইয়া দিব্যাসনে করিয়া যতনে॥
শ্রীরাধাহস্তেতে দাসী বস্ত্র অলঙ্কার। দেন শ্রীরাধিকা বেশ করেন নাথের॥
চিরণিকা দিয়া করে কেশের সংস্কারে। অলকাতে শোভিত কপোল দুই ধারে॥
সীমন্ত বাহির করি বেণীর গ্রন্থন। সীমন্তেতে স্বর্ণ শিথি পাটির স্থাপন॥
মণির সহিত মুকুট দেন শ্যাম শিরে। বেণী লম্বা করি মুক্তা খোপ অগ্রে ধরে॥
কর্ণে কর্ণ ঝুমকা কর্ণবালা সাজাইয়া। নাসা অগ্রে নিজ মুক্তা দেন পরাইয়া॥
ভালে কামযন্ত্র কুঙ্কুম বিন্দু চিবুকে। সকুচ কাঁচলী দেন যতনেতে বুকে॥
সুন্দর তিলকে নাসা ভালয়ে শোভন। পত্র ভঙ্গ মকরী কুচে গণ্ডেতে রচন॥
স্বর্ণ মুক্তা মণি হার দেন শ্যাম গলে। দিব্য পুষ্প মালা গাথি পুনঃ পরাইলে॥
বক্ষস্তনোপরি তাহে কত শোভা করে। আনন্দের ধারা যেন ব্রহ্মানন্দে চলে॥
বাজুবন্ধ কঙ্কন চুড়ি হস্তে পরাইয়া। পীতচীন সাড়ি পরান কটিতে যোজিয়া॥
কটিতে কিঙ্কিনী নিতম্বেতে কাঞ্চী দেন। চরণে চরণ বালা নূপুর পরায়েন॥
নিজ যত অলঙ্কার নাথে পরাইয়া। অতি সুক্ষ্ম বেলোড়নি দেন উড়াইয়া॥
তবে রূপ নিরখি রাধা ভাসে অশ্রুজলে। বলে কি রমণী নাথ ছিলে পূর্ব্বকালে॥
ললিতা তাম্বুল বিটি করিয়া সাজন। আনন্দে শ্যামের মুখে করেন অর্পণ॥

Scanned by TapScanner

তবে রাই আসিয়া বৈসেন সভাস্থলী। শ্যাম মোহিনী আইসেন পরে পদ চালি॥
শ্যাম রূপ ছটা মধ্যে শ্যামল সুন্দরী। আইসেন সভা মধ্যে জগ মনো হরি॥
নূপুরের রুনু ঝুনু কটির কিঙ্কিনী। কিনি কিনি শব্দ যেন জগ মনঃ কিনি॥
করেন কঙ্কন শব্দ অতি মনোহরে। আগমনে ক্ষীণ কটি যেন ভাঙ্গি পরে॥
বিম্বাধরে মধুর হাস মুকুতা হিল্লোলে। নয়ন চাহনে কাম আপনি উছলে॥
অঙ্গ গন্ধে অলিপুঞ্জ গুঞ্জয়ে বেড়িয়া। চলি আইসে ধনী লীলাপদ্ম ঘুরাইয়া॥
মুখ পদ্মে পরে অলি সঙ্কোচ নয়ন। কত শোভা ধনী লীলাপদ্মে নিবারণ॥
চঞ্চল নয়নী ধনী যে দিগেতে চায়। কামে মোহিত হয়ে সবে মুরছায়॥
লক্ষ্মী গৌরী সরস্বতী রতি বিদ্যাধরী। কৃষ্ণ নটী রূপ দেখি আপনা পাসরি॥
সকলের নেত্র মন অনিমিখ করি। সভা মধ্যে আইসেন নটিনী শ্রীহরি॥
দিব্যাসনে চৌদিকেতে সকলে বসিলা। মধ্যস্থলে শ্যামনটী আসি দাঁড়াইলা॥॥
সুমধুর বামাস্বরে বলেন বচন। তৃষিত চাতকে যেন অমৃত সিঞ্চন॥
রাধে নটী শিরোমণি খ্যাত ত্রিভুবন। তব অগ্রে ক্ষুদ্র মুই কি জানি নর্ত্তন॥
তাথে করজোড় করি করি নিবেদন। যৈছে নাচাও তৈছে মুই করি যে নর্ত্তন॥
নৃত্যের মুরতি তুমি নৃত্যময় তনু। অখিল কলার গুরু তুমি হও জনু॥

তথা শ্রীগোবিন্দলীলামৃতে বৃন্দাং প্রতি শ্রীরাধা বাক্যং–

কস্মাদ্‌বৃন্দে প্রিয় সখি হরেঃ পাদমূলাৎ কুতোঽসৌ
কুণ্ডারণ্যে কিমহো কুরুতে নৃত্যশিক্ষাং গুরুঃ কঃ।
তং তুন্মূর্ত্তিঃ প্রতিতরুলতাং দিগ্বিদিক্ষু স্ফুরন্তী
শৈলূষীব ভ্রমতি পরিতো নৃত্যয়ন্তী স্বপশ্চাৎ॥৮॥

যেবা কেহ নাচে গায় তোমার প্রসাদে। কৃপা করি নাচাইয়া পুরাও মনসাধে॥
সখী সবা প্রতি পরে করি নিবেদন। বাদ্য কর তবে মুই করি যে নর্ত্তন॥
বেণু বীণা সারঙ্গী মুরজ পাখোয়াজ। করতাল মন্দিরা সখী তবে করে বাজ॥
বাদ্য গীত নৃত্য নটী এক মেল করি। তৌর্য্যত্রিক নৃত্য করে চিত্রগতি ধরি॥
বাদয় সখি বলি বাদ্যের সহিতে। এক পদ নৃত্য কৃষ্ণ করেন অগ্রেতে॥
বামপদ স্থিত করি পৃথিবী উপরে। বাম কটিতে বিন্যাস নিজ বাম করে॥
নেত্রের চাহনি স্থির ভঙ্গি মনোরম। সধ্বনি দক্ষিণ পদ মধুর ক্ষেপণ॥
ক্রমে অগ্র পশ্চাতে তার সুদ্রুত চালন। নূপুরের ধ্বনি তাতে অতি মনোরম॥
বাম পদে পুনঃ ঐছে করিয়ে নর্ত্তন। দ্বিপদিক নৃত্য কৃষ্ণ করে আরম্ভণ॥
এক স্থানে স্থিত দুই পদ সম করি। দ্বিপদিক সম নৃত্য করেন শ্রীহরি॥

Scanned by TapScanner

অগ্র পশ্চাৎ দ্রুতগতি পদের চালন। নয়নের ভঙ্গি তাহে অতি মনোরম॥
পদ নখচন্দ্র যে ঝলকে অনুপাম। কিবা সে চালন ভঙ্গি রচন সুঠাম॥
পদতল রক্তিমা পদোপরি নীল আভা। রক্ত নীল স্বর্ণপদ্ম নখচন্দ্র শোভা॥
মধুর মধুর পদবালা করে ধ্বনি। রতন নূপুর বাজে হংসরব জিনি॥
মূক নূপুর পুনঃ তাহে বাজাইয়া। সভাসদের মনোহরে শ্রীহরি নাচিয়া॥
দ্বিপদিক স্থিত নৃত্য কত ভঙ্গি দেখি। পুলকিত অঙ্গ সবার অনিমিখ আঁখি॥
ভাল ভাল বলে রাধা সহ সখীগণ। সর্ব্ব মনোহরি শ্যাম করেন নর্ত্তন॥

তথাহি নটন-মাধুর্য্যং—

মধুরং চরণং নটনং মধুরং মধুরং ভ্রমণং নটনং মধুরং।
মধুরং নয়নং নটনং মধুরং সকলাভিনয়ং মধুরং মধুরং॥৯॥

দ্বিপদের অঙ্গুলি রাখি পৃথিবী উপরে। অঙ্গুলিক নৃত্য কৃষ্ণ করি মনোহরে॥
অঙ্গুলির দুই চারি ছয়েতে নর্ত্তন। তাতে কত ছন্দি পদ করেন চালন॥
নূপুর কলাই তাতে দুই এক চালন। পদের যে কত নৃত্য না হয় বর্ণন॥
কৃষ্ণ বলেন রাধে তুমি নটিনীর মণি। তব পদ চালনির অংশ নাহি জানি॥
শ্রীরাধা বলেন তুমি সর্ব্ব গুণমণি। এ পদ চালনি ভঙ্গি না দেখি না শুনি॥
নাচ নাচ নটিনি হে বড় সুখ পাও। তব পদ নৃত্যে আমি এ প্রাণ বিকাও।
তবে দ্বিপদিক শ্যাম স্থিত নৃত্য করি। চল নৃত্য দ্বিপদিক করে ফিরি ফিরি॥
ঠমকি গতি থুণ্ড গতি থৈয়া থৈয়া করি। অলক্ষ্য বিচিত্র গতি নাচেন শ্রীহরি॥
তাহাতে অঙ্গের ভঙ্গি নয়ন চাপলি। দেখিয়া সবার মন হইল বিকলি॥
হস্ত ভঙ্গি করি শ্যাম পদে নাচি যায়। পদের ঠমকি দেখি কাম মুরছায়॥
নৃত্যের মাধুরী রব করিয়ে শ্রবণ। বন ভরি কলরব করে পক্ষিগণ॥
গীতের মাধুরী নৃত্য দর্শন শ্রবণ। ময়ূর ময়ূরী মৃগ মৃগী আগমন॥
দলবদ্ধ করি সব আসি স্থিত হয়। এক দিঠে অনিমিখে শ্যাম নিরীক্ষয়॥
গগন মণ্ডলে যত দেব দেবীগণ। পুষ্প বরিষয়ে বর্ণি করয়ে স্তব ন॥

তথাহি কাচিদ্ বিদ্যাধরী স্বসখীং প্রতি—

নটীনবঘনাকৃতিঃ সুনয়নী স্বয়ং রঙ্গতঃ
সুভঙ্গিবিলদ্ভুজা নটতি চিত্রমেকাপ্যসৌ।
নিতম্বগতিচঞ্চলা চলপদা এতন্মধ্যমা
মনো হরতি সা বটে সখি হি পশ্য ভাণ্ডীরকে॥১০॥

আনন্দেতে শ্রীভাণ্ডিবন যে ভরিল। মকরন্দ ঝরে প্রেমে কান্দিতে লাগিল॥
মৃদু মন্দ পবনেতে পরাগ উড়য়ে। দাসী শত শত কত সেবা যে করয়ে॥

Scanned by TapScanner

নাচ নাচ বলে যত সভাসদ জন। ত্রিভঙ্গিম পদ নৃত্য নটী আরম্ভণ॥
দক্ষপদ ত্রিভঙ্গেতে বাম পদে রাখি। ত্রিভঙ্গিম পদ নৃত্য নিজ রূপ লখি॥
ত্রিভঙ্গ হইয়া শ্যাম পদ নৃত্য করে। পদের বিচিত্র গতি তাহাতে যে ধরে॥
ত্রিভঙ্গ হইয়া শ্যম পদে নাচি যায়। মধুর নূপুর মধুর বাজে রাঙ্গা পায়॥
কত শত পদ গতি নৃত্য মধ্যে ধরে। রাই বিনা এ নৃত্যশক্তি নাাহিক কাহারে॥
নেত্র হস্ত ভঙ্গি তাহে পরম রসাল। ত্রিভঙ্গ নৃত্যেতে সবে ভেল মাতয়াল॥
নাচিতে নাচিতে শ্যাম নটন মাধুর্য্য। ভরিল সকল লোক হইল অধৈর্য্য॥
শ্যাম নৃত্য দেখি যত ময়ুরের গণ। মৃগ আদি বন ভরি করয়ে নর্ত্তন॥
ত্রিভঙ্গিম নৃত্য করি বলেন বচন। কি নৃত্য করিব রাধে কর বিজ্ঞাপন॥
শ্রীরাধা বলেন তুমি নটবর রাজ। ক্রম নৃত্যে সুখীকর বরজ সমাজ॥
তবে কৃষ্ণ নৃত্য করেন জানু চংক্রমণ। পৃষ্ঠদেশে পদ লয়ে দুহস্তে ধারণ॥
জানু সম্পুট দুই পৃথিবীতে রাখি। ফিরি বেড়ি নৃত্য করে দেখি সবে সুখি॥
উরু সম্বলন নৃত্য করে শ্যামরায়। দেখি সব মনে মনোভব উপজয়॥
এক এক উরু চালি করিয়ে নর্ত্তন। একসঙ্গে উরুদ্বয় করে সঞ্চালন॥
হস্ত নেত্র ভঙ্গিময় তাহাতে যে করি। দিব্য বামাস্বরে গীত করেন শ্রীহরি॥
পরেতে নিতম্ব নৃত্য করে সুনটিনী। যাহাতে মোহিত হয় নটিনী রমণী॥
সুক্ষীণ কটিতে বদ্ধ নিতম্ব বিশালে। নিতম্ব উপরে কাঞ্চী স্বর্ণবিছা দোলে॥
দক্ষিণ বামেতে করে নিতম্ব চালন। ঊর্দ্ধ অঙ্গ সব স্থির না হয় কম্পন॥
সুদ্রুত নিতম্ব চালি ক্রমে ঘুড়ি নাচে। পদের নূপুর তাহে সুমধুর বাজে॥
দুই হস্তে কটি ধরি ক্ষণেক নাচেন। এক স্থানে নাচি পুনঃ পদের ভ্রমণ॥
কভু দুই হস্তে বস্ত্র করিয়ে ধারণ। নিতম্ব চালিয়ে শ্যাম করেন নর্ত্তন॥
কত ভঙ্গি তাহে অভিনয় প্রকটয়। নৃত্যের মাধুর্য্য দেখি সবে মোহ পায়॥
একে ভাণ্ডিবন তাহে রসিকেন্দ্র মণি। তাহে নটীবেশে নৃত্য সভাসদ্গোপিনী॥
তাহে মুখ্য শ্রীরাধিকা নটিনীর মণি। সুখে দেখি নাচে শ্যাম জগতমোহিনী॥
শ্যামের নাচনে নৃত্যময় সব ভেল। পশু পক্ষি বন ভরি নাচিয়া উঠিল॥
কিবা দেব কিবা দেবী যে যথা রহিল। অভিনয় করি সব নাচিয়া উঠিল॥
পরে তুন্দ চালি শ্যাম করেন নর্ত্তন। কত শোভা হয় তার না হয় বর্ণন॥
তৎপরেতে বক্ষো নৃত্য করে আরম্ভণ। সহ কুচহারাবলী পরম শোভন॥
তবে শিরোনৃত্য নটী করয়ে যতনে। মুকুতা মুকুট নেত্রভঙ্গি মনোরমে॥
সর্ব্বাঙ্গ নৃত্যেতে কৃষ্ণের সর্ব্বাঙ্গ চালন। পদগতি হেলে দোলে আগে পাছে যান॥

Scanned by TapScanner

তাহাতে নূপুর ধ্বনি করের কঙ্কন। কিনি কিনি শব্দে এয় করে নারী মন॥
সমাধি সর্ব্বাঙ্গ নৃত্য বলেন বচন। কি নৃত্য করিব রাধে বল এই ক্ষণ॥
নৃত্যের মুরতি তুমি নৃত্যময় দেহ। তোমার সঙ্গের বলে যেবা নাচে কেহ॥
শ্রীরাধা বলেন তুমি বিদগ্ধ নাগর। রসকেলি কলাবিলাস অমৃত সাগর॥

তথাহি শ্রীভক্তিরসামৃতসিন্ধৌ—

অখিলরসামৃতমূর্ত্তিঃ প্রসৃমররুচিরুদ্ধতারকাপালিঃ।
কলিতশ্যামা ললিতো রাধাপ্রেয়ান্ বিধুর্জ্জয়তি॥১১॥

নাচ নাচ শ্যামবন্ধু বড় সুখ হয়। হস্ত নৃত্য করি এবে দেখাও সবায়॥
সর্পফণা হংসগ্রীবা ত্রিশুলাদি ভঙ্গি। হস্তেতে ধরিয়া নাচে শ্যাম রসরঙ্গী॥
অঙ্গুষ্ঠ কনিষ্ঠ মুলে অন্যের বিস্তার। পতকাখ্য নৃত্য করি দেখান সবার॥
কনিষ্ঠ অঙ্গুষ্ঠ অঙ্গ সংযোগতা করি। ত্রিপতাক হস্ত নৃত্য তিন উচ্চ ধরি॥
এইরূপ সুচীমুখ হংসাস্য অর্দ্ধচন্দ্র। হস্তে দিব্য ভঙ্গি করি নাচে শ্যামচন্দ্র॥
এক দুই হস্ত দুর নিকট করিয়া। হস্ত নৃত্য নানারূপ করেন নাচিয়া॥
চিবুকে তর্জ্জনী স্পর্শি স্পর্শনৃত্য করে। ভূষণিক নৃত্য কৃষ্ণ করেন নূপুরে॥
কভু মুক কভু এক কলাই বাজাই। ভঙ্গি করি নাচে শ্যাম মৃদুস্বরে গাই॥
কিঙ্কিণী নাসার মতি ভঙ্গিতে চালন। করি নটরাজ শ্যাম নাচে মনোরম॥
গণ্ড তুণ্ড ভ্রূধনু নাচাই ভঙ্গি করি। বলে কি নাচিব এবার আজ্ঞা কর প্যারি॥
রাই বলে বস্ত্র নৃত্য কর ওহে শ্যাম। নানা ছন্দ বস্ত্র ধরি করেন নর্ত্তন॥
দিব্য বস্ত্রখণ্ড শ্যাম দুই হস্তে ধরি। বাম হস্ত বাম উর্দ্ধে দক্ষ কটিপরি॥
নিতম্ব নাচাই নটী চলি চলি যায়। ভাল ভাল করি সব সভাসদ্ গায়॥

তথাহি—

কুজৎকাঞ্চীকটককবিরণনূপুরধ্বানরম্যং
পাণিদ্বন্দ্বং মুহুরিহ নদৎকঙ্কনং চালয়ন্তী।
ধৃত্বা বস্ত্রং চলকটিতটা চঞ্চলেবস্ফুরন্তী
নৃত্যন্তীত্থং গদতি ভালি ভো ভালি ভো নাট্যবিদ্ যঃ॥১২॥

চক্রবেড় নৃত্য নটী করে মনোরম। স্ফার ঘাঘরিকা বস্ত্র ঘোরয়ে সঘন॥
কটি অধঃ অঙ্গ কৃষ্ণ স্থির করি ধরি। উর্দ্ধ অঙ্গ ঘুরান পরে কটির উপরি॥
নিম্ন হয়ে চতুর্দ্দিকে উর্দ্ধ অঙ্গ ঘোরে। উর্দ্ধাঙ্গ চালন নৃত্য অতি মনোহরে॥
দুষ্করাখ্য নৃত্য হস্তে পৃথিবী ধরিয়া। সুদুষ্করা নৃত্য পদে পৃথ্বী আক্রমিয়া॥
সর্ব্ব দেহ অল্প উচ্চ পৃথিবী হইতে। সর্ব্ব অঙ্গ চৌদিকেতে ঘুরান তুরিতে॥

Scanned by TapScanner

দুই পদ এক স্থানে করিয়ে নর্ত্তন। কেশপাশ পৃথ্বী ডুলি ভ্রমযে সঘন॥
মণির সম্পুট বক্ষে করিয়ে ধারণ। কত রূপে সুদুষ্করা করেন নর্ত্তন॥
অঙ্ক নৃত্য কর নাথ শ্রীরাধিকা কয়। ধনুঃ অঙ্ক মাঝে তবে নাচে শ্যামরায়॥
পদ্মবন্ধ নৃত্য পরে করি আরম্ভণ। অষ্ট শত সহস্রারে করেন নর্ত্তন॥
কর্ণিকাতে নাচি পরে দলে নাচি যান। শীঘ্রগতি কেহ দল না পায় সন্ধান॥
যে দলেতে নেত্র পড়ে তাহে কৃষ্ণ নাচে। পদ্মবন্ধ নৃত্য শ্যামের অদ্ভুত বিরাজে॥
নাগবন্ধ খড়্গবন্ধ নাচি কত আর। আপ্সরিকী নৃত্য কাঁচা সবার উপর॥
বিদ্যাধরী নৃত্য পদ্ম পুষ্পের উপর। নানা পদ চালি তভু না নম্রয়ে দল॥
কিন্নরিকী দেবী নৃত্য শ্রুতি নৃত্য আর। বলে কি নাচিব প্যারী কহত আমার॥
শ্রীরাধা বলেন শ্যাম রত্ন থারি লেহ। ছালিক্য যে নৃত্য করি সন্তোষ করহ॥
তবে থারি পরে শ্যাম করেন নর্ত্তন। থালির বাহির পদ না হয় কখন॥
তবে রত্ন গাগরী দেন বিশাখা সুন্দরী। গাগরী উপরে শ্যাম স্বর্ণথারি ধরি॥
তাহার উপরে শ্যাম করেন নর্ত্তন। দেখিয়া চমক পায় নটিনীর গণ॥
তবে রত্ন ঝারি দেন আর এক থারি। তদুপরি ঝারি ধরি তদুপরি থারি॥
নানা পদভঙ্গি করি নাচে তদুপরি। পূর্ব্ববৎ সর্ব্ব নৃত্য নিতম্বাদি চালি॥
দেখি চমৎকৃত সবে আনন্দিত মন। শূন্য পথে নাচি পদ থালিতে ধরেন॥
ভালি ভালি প্রশংসেন যত সভাজন। দেবগণ করে সুখে পুষ্প বরিষণ॥
স্ফুরিত যৌবত লাস্যনৃত্য যত আর। করিয়া দেখান শ্যাম আনন্দ অপার॥
শ্রীকৃষ্ণ বলেন রাধে বল একবার। কি নৃত্য করিয়া এবার দেখাব সবার॥
শ্রীরাধা বলেন মণি সম্পুট ধর। সম্পুর্ণাখ্য নৃত্য করি সুখ পূর্ণ কর॥
মস্তকে গাগরী তদুপরি থারি ধরি। থারির উপরি ঝারি তদুপরি থারি॥
থারির উপরি মণিসম্পুট ধরি। পূর্ব্ববৎ সর্ব্ব নৃত্য করেন শ্রীহরি॥
নানা ভঙ্গি পদ শ্রীঅঙ্গ নাচান হরি। মণির সম্পুট লেশ নাহি যায় গড়ি॥
নাচিয়া আনন্দ শ্যাম যত সভাজন। করিলেন তবে কৃষ্ণ নৃত্য সমাপন॥

যথা—

নানা বন্ধগতিং নৃত্যন্ ছন্দোভিনয়সঞ্চয়ং।
নৃত্যবিদগ্ধিনীং রাধাং সম্বোধ্য বোধিতোহনটৎ॥১৩॥

সখীসহ শ্রীরাধিকা বলেন বচন। নাথ নৃত্যে অদ্য বড় ভেল পরিশ্রম॥
শ্রীকৃষ্ণ বলেন যদি তব সঙ্গ পাই। কোটি কল্প নাচি তবে সুখ অধিকাই॥
তবে সখী শ্যাম লয়ে নিকুঞ্জ ভবনে। নানা সেবা করে অতি আনন্দিত মনে॥

Scanned by TapScanner

ছল করি সখী রাধা কুঞ্জ মধ্যে দিয়া। নানা দ্রব্য করে সখী সেবার লাগিয়া॥
পূর্ণমাসী দেবী লেখ বাঞ্ছা সম্পূরণ। স্নান ভোজনাদি তথা করি সমাপন॥
বৃন্দারিকা বনদেবী অতিযত্ন মন। সখীসহ রাধাকৃষ্ণ সেবে প্রাণপণ॥
সেবাতে সকলে সুখি হইয়া গমন। পূর্ব্ববৎ সূর্য্যপূজা করি সমাপন॥
আপন আপন গৃহে যাইয়া বসিল। ভাণ্ডীর বনের লীলা সংক্ষেপে পুরিল॥
ভাণ্ডীর বনের লীলা যে করে শ্রবণ। শ্রদ্ধা করি অনায়াসে পায় প্রেম ধন॥
তাঁর প্রতি সুপ্রসন্ন হয় ভাণ্ডীবট। রাধাকৃষ্ণ লীলা দেখান করিয়া প্রকট॥
আপনার সিদ্ধরূপ করান দর্শন। বনদেবী বৃন্দারিকা হন সন্তোষণ॥
শ্রীগৌরাঙ্গ নিত্যানন্দ অদ্বৈত চরণে। বিলুঠিত মনোভৃঙ্গ রহু অনুক্ষণে॥
শ্রীপাদ বৈষ্ণবপদ সদা করি আশ। বৈদগ্ধবিলাস কহে মনোহর দাস॥

ইতি শ্রীবৈদগ্ধবিলাসে কৃষ্ণমল্ললীলা রাধাকৃষ্ণ মল্ললীলা এবং শ্রীগোবিন্দের নটিনীলীলা সম্পূর্ণ। চতুর্থ প্রকাশঃ

অথ রণযুদ্ধলীলা পঞ্চম প্রকাশঃ

রণযুদ্ধং ব্রজে তদাবিষ্টঃ শ্রীমন্মহাপ্রভুঃ।
শ্রীবাসকাননং প্রাপ্য তচ্চক্রে স্বগণৈঃ সহ॥১॥

জয় গৌর হরি জয় নিত্যানন্দ রাম। জয়াদ্বৈত মহাবিষ্ণু চিদানন্দ ধাম॥
জয় গদাধর জয় গৌর-ভক্তবৃন্দ। কৃপা করি দেহ সবে চরণারবিন্দ॥
নিশান্তে কুঞ্জ হইতে গৃহেতে গমন। নিজ নিজ মন্দিরে দোঁহে করেন শয়ন॥
উঠিয়া করেন নিত্যকৃত্য সমাধান। রসালাপ গোদোহন স্নানাদি ভোজন॥
গোচারণ সূর্য্য পূজা ছলে দোঁহজন। লীলা হেতু সহ সঙ্গী যান বৃন্দাবন॥
প্রিয়নর্ম্ম সখা সঙ্গে শ্রীরাধারমণ। শ্রীরাধাসঙ্গম লাগি বনে বিচরণ॥
হেনই সময় রাধা সখী সঙ্গে করি। আসিয়া মিলেন সুবলে বলেন হরি॥
সখে কি শোভার ইনি হন অধিষ্ঠাত্রী। কিম্বা সুরমণী কুলের হয়েন বিধাত্রী॥
সন্দেহালঙ্কার সখে করিয়ে উদয়। কিম্বা আনন্দের মূর্ত্তি মোর প্রিয়া হয়॥
আইসয়ে চল সখা করি দরশন। এত বলি নিকটেতে করেন গমন॥
প্রাণনাথ দেখি প্রেমে বিহ্বলিত মন। পুষ্পছলে রাই ঊর্দ্ধে দোর্মূল চালন॥
ভৃঙ্গদংশ ছলে পুনঃ করের কম্পন। কঙ্কনের শব্দ তাহে কৃষ্ণ মনোরম॥
কারণ বিনা কার্য্যোৎপত্তি বিভাবনা নাম। অলঙ্কার হয় তাহে ভঙ্গি অনুপম॥

Scanned by TapScanner

সে শোভা দর্শনে শ্যাম রসাকৃষ্ট হয়ে। নিকটে আসিয়া বলে দর্প প্রকাশিয়ে॥
অধিকার ছলে ফির সঙ্গিনী লইয়া। জানিলাম বৃন্দাবন সম্পদ দেখিয়া॥
নারী বলি মুই কিছু না কর দৃক্‌পাত। ক্রমে মোকে তুচ্ছ করি কর লুটপাট॥
অনুসন্ধান জ্ঞানে মোর নিশ্চয় হইল। সঙ্গের সঙ্গিনী তব সেনানী জানিল॥
গতি মত্তগজ গজকুম্ভ কুচদ্বয়। হস্ত দন্ত বেণী পুচ্ছ পশ্চাতে দোলন॥
পদ পদাতিকাধ্যক্ষ পদক্ষেপ হয়। (অশ্ব) পদের অঙ্গুলি তব পদাতিক চয়॥
নিতম্ব যে রথ তাতে করি আরোহণ। পুলক কবচ অঙ্গে করিয়ে ধারণ॥
রোমাবলি নাগপাশ শক্তি শক্তিশেল। অর্দ্ধচন্দ্রবাণ যুত দেখি তব ভাল॥
ভ্রূধনু কটাক্ষ বাণ করিয়ে যোজন। ভূষণের ধ্বনি বাদ্য করিয়ে সাজন॥
করের কঙ্কন বাদ্য কাঁসির বাজন। বাণী বীণা বাদ্য তোমার করয়ে বদন॥
নিতম্বেতে কাঞ্চী তোমার জয়ঢাক বাজে। পদের নূপুর তোমার দগড়া গরজে॥
কটী ক্ষুদ্র ঘন্টা জয় ঘন্টার ঘোষণ। সঙ্গের কিঙ্করী চর সন্ধান কারণ॥
জানিলাম যুদ্ধ সজ্জায় সজ্জিত হইয়া। বনমধ্যে ফির ফুল ফল উঠাইয়া॥
আর সর্ব্বস্থানে ফির সাহস করিয়া। বন সম্পদ্ লহ মোরে কর নাহি দিয়া॥
মহামার মহারাজ কন্দর্প রাজন। জাননা প্রচণ্ড দণ্ড তাহার শ্বাসন॥
বহুদিন পরে চোরি হয়েছে ধরণ। গুহাকারাগারে এবে করহ গমন॥

অয়ি জ্ঞাতং জ্ঞাতং হরসি হরিণাক্ষি প্রতিদিনং
ত্বমেব প্রচ্ছন্না মম সুমনসাং মঞ্জরিমিতঃ।
চিরাদ্ দৃষ্ট্যা চোরি ত্বমেব বিধৃতাদ্য স্বয়মতো
গুহাকারামারাৎ প্রবিশ বসতিং প্রৌঢ়িভিরলং॥২॥

রাজার নিযুক্ত আমি বন অধিপতি। কর দেহ নহে যুদ্ধ করহ সংহতি॥
নহে চল সে মদন রাজার সদন। সুবিচারে কর্ত্তব্যতা হইবে স্থাপন॥
মদন মদেতে কৃষ্ণ হইয়ে উদ্ধুর। চল বলি ধরিতে যান প্রসারিয়া কর॥
সাটোপ করিয়া রাই ভ্রূকুটিল করি। স্তকিত করেন নিজ প্রাণনাথ হরি॥
ললিতা বলেন তোমার নাহি কিছু ভয়। রাজকন্যা কুলবধূ মোর সখী হয়॥
আমার প্রতাপি তুমি জান ভাল করি। রাধা-বন হয় রাধা বৃন্দাবনেশ্বরী॥
কি করিয়া বল তুমি আমার কানন। কৃষ্ণ কহে শাস্ত্রে কহে করি কৃষ্ণ-বন॥
ললি বলে এ সামান্য বাক্য অনিদ্ধার। "রাধা বৃন্দাবনে বনে" বাক্য দৃঢ়তর॥

বৈকুন্ঠে কমলাদেবী দ্বারাবত্যাঞ্চ রুক্মিণী।
জানকী দণ্ডকারণ্যে রাধা বৃন্দাবনে বনে॥ মৎস্য পুঃ

Scanned by TapScanner

নিজ বৃন্দাবনে মোরা ফুল তুলি ফিরি। কি করিয়া কহ তুমি মোর বন করি॥
কেবল প্রমাণে প্রমাণতা সিদ্ধ নয়। যুক্তি অনুভব যোগে ঋষিগণ গায়॥
রাধা বৃন্দাবনে বনে বৃন্দাবনেশ্বরী। পুর্ব্বাপর যোজনাতে যুক্তি তাহে ধরি॥
অনুভবে দেখ রাধারূপে বৃন্দাবন। সারূপতা লাভ করি করয়ে শোভন॥

যথা শ্রীগোবিন্দলীলামৃতে—

জগদমলরুচীর্বিচিত্য রাধে ব্যধিতবিধিস্তব ন্যূনমঙ্গকানি।
সকলবনমিদং কুরঙ্গনেত্রে কিরণগণেন বিড়ম্বয়ন্তি যানি॥৩॥

পশু পক্ষী প্রজা ফুল্ল দেখিয়া রাধায়। প্রফুল্লিত বৃক্ষলতা ফুল পত্রচয়॥
কৃষ্ণ বলে কৃষ্ণবন শাস্ত্রেতে বলিয়া। বৃন্দাবন বলে বৃন্দা নামেতে অঙ্কিয়া॥
স্ত্রী সম্পদ্ পতির তাহে হয় অধিকার। সম্বন্ধ যোজনা এই বাক্য দৃঢ়তর॥
বৃন্দা মোর কান্তা তার বৃন্দাবন হয়। তাতে মোর বৃন্দাবন ইথে কি সংশয়॥
তবে প্রমাণাভাসে ধনে লোভ করি। হইতে চাও যদি বৃন্দাবন অধিকারী॥
রাজোপায় চারি মধ্যে হয় যে সম্বন্ধ। আমার সহিত তাহা কর অনুবন্ধ॥
বৃন্দা মোতে যে সম্বন্ধ সে সম্বন্ধ করি। স্বচ্ছন্দে সম্পদ লহ মনে সুবিচারি॥
পুষ্পমালা আনহ ললিতা হস্তে করি। এই আমি বসিলাম রাই বামে করি॥
এত বলি শ্যাম নর্ম্মী রাই পাশে যান। নর্ম্মে মৃদু হাসি রাই ভ্রূকুটিতে চান॥
ললিতা সংরম্ভে নর্ম্মে বলেন বচন। দাসে ঈশ্বরীতে নহে সম্বন্ধ ঘটন॥
বৃন্দা মোরা সব হই শ্রীরাধার দাসী। দাসীপতি হয়ে তুমি রাজ্ঞী অভিলাষী॥
সখী না পরশ কর দুরে অবস্থিতি। নহিলে হইবে আজি বড় যে দুর্গতি॥
শুনি ক্রোধে বটু বলে এরা চণ্ডী হয়। চতুর্থ রাজার দণ্ড উপযুক্ত রয়॥
সুন্দর বিচার ছাড়ি মদে করি ভর। অশাস্ত্রিক অন্যায় বাক্যে করয়ে উত্তর॥
সর্ব্বশাস্ত্রবেত্তা মোকে না করে জিজ্ঞাসা। মোর উপর চড়ি তুচ্ছ করি করে ভাষা॥
নন্দব্রজ বলিয়া যে বেদসারে গায়। নন্দ মহারাজ তাতে সর্ব্বলোকে কয়॥
লোকে বেদে সুপ্রসিদ্ধ সুদৃঢ় বচন। তার রাজ সব তার করের ভাজন॥
মহারাজ-পুত্র মোর সখা যুবরাজ। এই ব্রজ ভূমি সর্ব্ব হয় তার রাজ॥
কি করিয়া কর তোরা রাজ্ঞী অভিমান। মোর অগ্রে কর মোর সখা অপমান॥
সখী বলে বটু নাহি কর অভিমান। বৃষভানু মহারাজ তাহা কি না জান॥
তার কন্যা রূপগুণা এ রাজনন্দিনী। বিশেষতঃ আর এক শুন কহি বাণী॥
নন্দ মহারাজ সত্য ব্রজরাজ হয়। তার পুত্র সত্য কিন্তু রাজ্য-যোগ্য নয়॥
অযোগ্য পুত্রের নাহি হয় রাজ্য ভার। এ কারণে রাজনন্দিনীর হয় অধিকার॥

Scanned by TapScanner

নন্দরায় বৃষভানু পরম মিত্রতা। মিত্র কন্যা হয় নিজ কন্যার তুল্যতা॥
বহু দুশ্চরিত্র দেখি পুত্রে নন্দরায়। বৃন্দাবন সম্পদ্ দেন প্রীতীতে রাধায়॥
যদি বল কি দোষ তবে করহ শ্রবণ। স্ত্রী লম্পট পরদারা করয়ে হরণ॥
চুরি মহাদোষ পর দ্রব্য চুরি করে। এই রূপ বহু কত করিব উগারে॥
বটু বলে এ মোর সখার দোষ নয়। যে যাহা ভাবয়ে সখা তাহাই করয়॥
যে বাঞ্ছা করিয়ে চিত্তে চিন্তে যেই জন। তার বাঞ্ছা পূর্ণ করেন সখা জনার্দ্দন॥
ভক্ত ভাব গ্রহণ করি করেন সর্ব্ব কার্য্য। বহির্ম্মুখে প্রতীত হয় পরদার চৌর্য্য॥
কল্পবৃক্ষ প্রায় সখা প্রার্থনানুসারে। যার যেই বাঞ্ছা তার সেই ফল ধরে॥
সখা কল্পবৃক্ষের সখি আর এক গুণ। অগুণেও গুণ ফল করয়ে ধারণ॥

ভক্তানাং ভাবসংরক্তো ভাবলীলাসুপোষকৃৎ।
দোষেহপি পরমানন্দং দধত্যচিন্ত্যগো হরিঃ॥৪॥ (সিদ্ধান্তরত্নম্)

গরলেতে মৃত্যু কিন্তু ঔষধে বাসিত। প্রাণদ সুখদ হয় জগতে বিদিত॥
এহেতু আমার সখার দোষ নাহি রয়। গুণ রূপে সর্ব্ব দোষ পরিণতি হয়॥
বাক্ ভঙ্গি করিয়ে সখী বলেন বচন। রাধিকার গুণ পুনঃ করিয়ে বর্ণন॥
বটু বলে এ কথার নাহি প্রয়োজন। যুদ্ধ করি রাজ্য লহ কার কত গুণ॥
সখী বলে ভাল ভাল সেই সত্য হয়। বিনা যুদ্ধে নির্গুণেরে কেবা রাজ্য দেয়॥
যুদ্ধ করি নিজ গুণ প্রকাশ করিয়া। রাজ্য লহ নহে মোরা দিব ভাগাইয়া॥
লীলারসে মগ্ন সদা লীলাময় তনু। লীলাহেতু প্রকটেন নরময় জনু॥
লীলা রস সুখ সদা করেন সেবন। আনন্দেতে উল্লসিত সবাকার মন॥
শ্রীরাধাগোবিন্দ প্রেম কেলি যুদ্ধ লীলা। শুনি পৌর্ণমাসী সবে আনন্দে ভরিলা॥
বৃন্দা বৃন্দারিকা বীরা বনদেবীগণ। শত শত দাসী সঙ্গে কার্য্যে নিয়োজন॥
বনদেবী প্রতি সখী বলেন বচন। যড় ঋতু বনপুষ্প কর আয়োজন॥
পুষ্প কিশলয় পুষ্পগুচ্ছ নানা জাতি। ভিন্ন ভিন্ন আনি সব করহ সংস্থিতি॥
শরকাণ্ডে গাঁথি পুষ্প লতার সহিত। অশ্ব গজ রথাদিক করহ নির্ম্মিত॥
শ্যাম স্বর্ণ লতায় পুষ্প করি গ্রন্থন। অস্ত্র শস্ত্র দিব্য করি করহ নির্ম্মাণ॥
শিবির রচহ দিব্য করিয়া শোভন। রণ বাদ্য আদি সব কর আয়োজন॥
ঐছে বনদেবী শ্যাম দলে নিযোজিতা। দুই দলের কার্য্য করেন হয়ে হরষিতা॥
জলজ স্থলজ পুষ্প কোরক বিকচ। অর্দ্ধ পূর্ণ বিকচিত বিকচ সঙ্কোচ॥
যাতি যুথী মল্লিকা মালতী সেফালিকা। টগর চামেলী বেলী রজনীগন্ধিকা॥
বকুল বাধুঁলী পদ্ম কুমুদ কহ্লার। গোলাপ কেতকী আদি চম্পা নাগেশ্বর॥

Scanned by TapScanner

শ্বেত রক্ত নীল পীত পুষ্প নানা জাতি। এক পুষ্প নানা বর্ণ ধরে দিব্য জ্যোতি॥
অসংখ্য প্রমাণ পুষ্প আনি কৈল রাশি। রণ সজ্জা করে সবে শিল্প পরকাশি॥
বনদেবী লয়ে সখী করয়ে নির্ম্মাণ। দিব্য রথ অশ্ব গজ পুষ্প ধনুর্ব্বাণ॥
ঐছে বনদেবী মেলি কৃষ্ণ সখাগণ। কৌশলে করেন সত্য করি হয় ভান॥
তবে অশ্ব গজ রথ সনমুখ সম্মুখি। স্থাপিলেন রণ সজ্জায় হয়ে অতি সুখী॥
দুই দলের পদাতিক সখা সখীগণ। রণ বেশ শ্রেণী করি দাঁড়ায় তখন॥

তথাহি–

প্রতিনবনবসজ্জাং প্রেমপুরেণ পূর্ণা প্রচুরসুরভিপুষ্পৈর্ভূষয়িত্বা ক্রমেণ।
প্রণয়তি বত বৃন্দা তত্র লীলোৎসবং যা প্রিয়গণবৃতরাধাকৃষ্ণয়োস্তাং প্রপদ্যে॥৫॥

রণ সজ্জা বৈভব দেখি যত দেবগণ। চমৎকার মানি সবে করয়ে বর্ণন॥
ত্রেতা দ্বাপরেতে রণ সজ্জা সত্য হয়। এ রূপ অপূর্ব্ব শোভা কিন্তু তাতে নয়॥
পুষ্পের সৌরভ বহি বহয়ে পবন। নানা গন্ধে পরাগে রঞ্জিত বৃন্দাবন॥
পুষ্প মকরন্দে স্থল করয়ে সিঞ্চন। নানারঙ্গ রসোন্মত্ত সবাকার মন॥
নিজ নিজ শিবিরেতে বসি দোহ জন। রণ পরামর্শ করেন লয়ে নিজগণ॥
ভারতী বন্ধকে কৃষ্ণ পাঠান দুত করি। আপনার উৎকর্ষ গর্ব্ব বাক্য তাহে বলি॥
গোপীর সভাতে যাই বলেন বচন। শরণ লহহ গিরিধারিব চরণ॥
একবার সঙ্গে কলি করিয়ে সকলে। এই বনে পারমহংস দীক্ষা পেয়েছিলে॥
তার সঙ্গে যুদ্ধ করা উপযুক্ত নয়। অঙ্গ সঙ্গ দিয়া প্রীতি উপযুক্ত হয়॥

অস্মিন্নদ্রৌ কতি নহি ময়া হন্ত হারাদিবৃত্তং
হারং হারং হরিণনয়না গ্রাহিতা জৈনদীক্ষাং।
যা কাকুক্তিস্খলিতবদনাঃ পত্রদানেন দীনা-
স্তূর্ণং দূরাদনু জগৃহিরে প্রৌঢ়বল্লীসখীভিঃ॥৬॥ (পদ্যাবলী)

শ্রবণে ললিতা ক্রোধে বলয়ে বচনে। ললিতা বিক্রম তার নাহি পড়ে মনে॥
লতাবদ্ধ হস্ত এক পদেতে সংস্থিতি। নিকুঞ্জ দ্বারেতে বদ্ধ বৃক্ষের সংহতি॥
গিরিরাজ শিলা মাথে জোর হাত করি। এক পদে নিকুঞ্জ দ্বারেতে রহে ঠারি॥
যাও বল বহু কথার নাহি প্রয়োজন। কার্য্যেতে সকল ব্যক্ত হইবে এখন॥
গোপী বাক্যে ক্ষিপ্ত হয়ে করয়ে গমন। রণবেশ তবে সবে করে পরিধান॥
ললিতা আপন দলে সেনানী হইয়া। দিব্য পুষ্প রথে চড়ে ধনুর্ব্বাণ লয়া॥
অর্জ্জুন কৃষ্ণের সখা হয়ে সেনাপতি। রথে চড়ি যুদ্ধ করে ললিতা সংহতি॥
দুই দলে রণ বাদ্য করয়ে বাদন। দামামা দগড়া ডিমি খমক খঞ্জন॥

Scanned by TapScanner

বীণা পীনাক বেণু কাংস্য করতাল। তুরী ভেরী আদি সব বাজয়ে রসাল॥
ডম্ভ রবাব বাজে ডিণ্ডিম ঝর্ঝরা। মনোহরা জয়ঘন্টা দুন্দুভি মন্দিরা॥
তুমুলয়ে রণ বাদ্য প্রোৎসাহিত মন। শত অক্ষৌহিণী সেনা দুদলে সাজন॥
রণ বাদ্য কলরবে ভুবন ভরিল। প্রলয়ের কালে যেন উঠে গণ্ডগোল॥
ফুলের পর্ব্বত মাথে কোন সখা ধায়। হুঙ্কার গর্জ্জন করি মারিবারে যায়॥
দেখিলেন গোপী তবে হয়ে সাবধান। পুষ্প বৃক্ষাঘাতে গিরি করে খান খান॥
ব্যর্থ পর্ব্বত দেখি সখা শত শত। পুষ্প বৃক্ষ মারে বেগে করিয়া হুঙ্কৃত॥
তবে ক্রুদ্ধ প্রায় হয়ে বৃক্ষ আর গিরি। অলক্ষ্যে মারেন গোপী সখার উপরি॥
পুষ্প বৃক্ষাঘাত আর গিরির পতন। আঘাত পাইয়া সখা করে পলায়ন॥
ধর ধর বলি গোপীগণ পিছু ধায়। আর শত সখা আসি আগুলি দাঁড়ায়॥
কোথায় যাওবি গোপী ! নাহি ভয় পাও। ক্ষণ স্থির হও কাল পুরেতে পাঠাও॥
এই রূপ দুই দলে প্রথমেতে রণ। অর্জ্জুনে ললিতা দেখি বলেন বচন॥
ভাল কৃষ্ণ-সেনাপতি হইলে হে ভাল। নিকটে আসিল দেখি তব অন্তকাল॥
ব্রজ রাজ্য লোভে কেনে প্রাণ যে হারাও। প্রাণ বাঁচাইয়া শীঘ্র পলাইয়া যাও॥
ললিতা বাক্য শুনি অর্জ্জুন বলেন গর্জ্জিয়া। পুষ্পের গাণ্ডিব দুই হস্তেতে ধরিয়া॥
অর্জ্জুন বলেন তুমি ক্ষণ স্থিত হও। দেখাইব তাহা যদি পলাই না যাও॥
এই রূপ বাক্য যুদ্ধ করি দুই জন। পরস্পর বাণ তবে করে বরিষণ॥
কোরকাগ্র চোখ বাণ ললিতা সুন্দরী। সন্ধান করিয়া মারে অর্জ্জুন উপরি॥
নিজ পুষ্প বাণে তাহা করি নিবারণ। অর্জ্জুন মারেন বাণ অগ্নির বরণ॥
অগ্নির বরণ পুষ্পে ভেল অগ্নিময়। গোপীসৈন্য দেখি তবে ভয়েতে পলায়॥
নিজ-সৈন্য ভগ্ন দেখি ললিতা ক্রোধিত। ধনুকে পর্ব্বত বাণ করেন যোজিত॥
পদ্মের পর্ব্বত সেই উপরেতে যায়। নিজ চোখ বাণে অর্জ্জুন কাটিয়া পাড়য়॥
পর্ব্বত যে ব্যর্থ দেখি ললিতা তখন। জাঠা জাঠি অর্জ্জুনোপরি মারে ক্রোধ মন॥
ললিতার বাণে অর্জ্জুন কাতর হইয়া। পুষ্পশূল ললিতারে মারেন গর্জ্জিয়া॥
বক্ষে ধরি সেই শূল ললিতা বলেন। ক্ষণে স্থির হও রণে দেখাব শমন॥
এত বলি হংস বাণ ধনুকে যোজিয়া। অর্জ্জুনের প্রতি মারেন গর্জ্জন করিয়া॥
স্ববাণে অর্জ্জুন তাহা করি নিবারণ। সিংহ বাণ ছাড়ে করি সিংহের গর্জ্জন॥
সিংহাকার পুষ্প বাণ বেগেতে ধাইল। বজ্র বাণে শ্রীললিতা তাহা নিবারিল॥
এই রূপ নানা যুদ্ধ করে দুই জন। নানা বাদ্য বাজে পুষ্পে ছাইল ভূবন॥
ভৃঙ্গার নামেতে সখা করিয়া হুঙ্কার। স্কন্ধে করি ধরি এক দীর্ঘ তরুবর॥

Scanned by TapScanner

শাখা উপশাখা পুষ্পে দিব্য নিরমাণ। গোপী মারিবারে যান হয়ে সাবধান॥
তাহা দেখি রঙ্গদেবী বেগে করি ভর। নিজ বৃক্ষাঘাতে বৃক্ষ করে চুরমার॥
ভাঙ্গিল পুষ্পের বৃক্ষ ভৃঙ্গার পলায়। ধর ধর বলি গোপী পশ্চাতে ধাবয়॥
ভৃঙ্গারের ভগ্ন দেখি ভঙ্গুর আগমণ। পুষ্প মহাতাল বৃক্ষ স্কন্ধে আরোপণ॥
গর্জ্জিয়া মারেন বৃক্ষ গোপীর উপরে। অলক্ষিতে যাই অতি করিয়া সত্বরে॥
কোমল পুষ্পের ঘাত করিয়া সহন। দ্রুত বেগে যাই গোপী করেন ধারণ॥
ধরিয়া পৃথিবী তলে করিয়া পতন। ভঙ্গুর উপরে করে করের ঘাতন॥
মুষ্টি করাঘাতে অতি করয়ে চীৎকার। অন্য সখা আসি তাকে করয়ে উদ্ধার॥
এই রূপ রাধাকৃষ্ণ প্রীতি যুদ্ধ লীলা। সখা সখীগণে করে হইয়া বিহ্বলা॥
পুষ্পের আঘাতে তাহে অতি সুকোমল। সকলের অঙ্গ সুখে হয় সুশীতল॥
অশ্ব গজে চড়ি কত সখা সখীগণ। নানা পুষ্পবাণ পরস্পর বরিষণ॥
কড়ার বিশাল আর বিদগ্ধাদি সখা। অসংখ্য গোপীনী তার নাহি লেখা যোখা॥
পুষ্প জাঠা জাঠি শেল শূলের ক্ষেপন। মহাবৃষ্টি ধারা যেন হয় বরিষণ॥
পুষ্পের পরাগ উড়ি গগনেতে ধায়। কলে বলে গজ রথ অশ্বাদি চালায়॥
সম্মুখ সম্মুখী হই যুদ্ধ আরম্ভণ। রণ লীলায় মহামত্ত ভেল সর্ব্বজন॥
কেহ কারে মারে কেহ মারিয়া পলায়। কর মুষ্টিঘাতে কেহ ভূমে পড়ি রয়॥
গজ রথ ভাঙ্গি কেহ ভয়েতে পলায়। নব্য সজ্জা করি কেহ আনিয়া ধরয়॥
এই রূপে দুই দলে সমযুদ্ধ হয়। পুষ্পের সুগন্ধে সর্ব্বদিক্ আমোদয়॥
তবে শ্যাম সহ রাই করিবারে রণ। দিব্য পুষ্প বাণ হাতে রথে আরোহণ॥
পরস্পর রণ বেশ করি দরশন। আনন্দিত রণ বাদ্য বাজায় সঘন॥
পুষ্প ধনুর্ব্বাণ হাতে রথে বিনোদিনী। মেঘসনে যুদ্ধ যেন যায় সৌদামিনী॥
শ্যাম ঐছে পুষ্পরথে দিব্য শোভা পায়। যুদ্ধ রূপ রাধাকৃষ্ণের বর্ণন না হয়॥
ত্রিভঙ্গ ভঙ্গিমারূপে পুষ্প শরাশন। দিব্য মোহন পুষ্পচূড়া মস্তকে শোভন॥
পুষ্প বাণ সহ কাম কোটি মনোহর। তাহা সুবেশিনী রাধা শোভা বহুতর॥
মদনমোহন কৃষ্ণ স্বমোহিনী সনে। যুথলীলানন্দ সুখ আস্বাদেন মনে॥
মধুর রসেতে বীর রসের ঘটন। সুরসজ্ঞ ভক্ত যেই করে আস্বাদন॥
অভক্ত কাকের ইথে নহে অধিকার। কা কা করিয়া তারা করিবে উত্তর॥
কিন্তু কোকিলের রব যখন হইবে। জগতের মধ্যে তার আদর নহিবে॥
সে সকল কথার আর নাহি প্রয়োজন। ভক্ত সহ রণলীলা করি আস্বাদন॥
পরস্পর ভ্রূকুটিল সগর্ব্ব বচন। অন্তরে আনন্দ বহিঃ ক্রোধ প্রকটন॥

প্রাণনাথ অঙ্গে বাণ করিব ক্ষেপণ। অগ্রে পুষ্প বাণে রাই পুজেন চরণ॥
ধনুর্গুণে পুষ্প দেন শ্যাম-পদতলে। পুনর্বাণে পুষ্প-মালা দেন শ্যাম-গলে॥
তাহা দেখি প্রশংসা করয়ে সর্ব্বজন। কৃষ্ণ পুষ্প বাণে চুম্বে শ্রীরাধা-বদন॥
আর বাণে নিজ-মালা দেন রাই গলে। তাহা দেখি ভাল ভাল বলয়ে সকলে॥
বিশাখা বলেন রাধে ধনুকে টঙ্কার। দেহ যাতে ভয় হয় শ্যাম সবাকার॥
তবে রাই দিব্য ভুজে পুষ্প ধনু ধরি। জ্যাঘোষ টঙ্কারে সাটোপ মুখ করি॥
সে শোভা দর্শনে শ্যাম মহাসুখ পান। গর্ব্ব করি নিজ ধনু করেন সন্ধান॥
ফুল ধনু হস্তে দোঁহার ফুল ধনু মন। দ্রুতগতি হস্ত বাণ করেন ক্ষেপণ॥

তথাহি–

দ্রুতং দ্রুতং হস্তং পরিচালয়ন্ মিথঃ ক্ষিপন্ ক্ষিপন্ বাণং পরিবেধয়ংস্ততঃ।
জয়ং জয়ং কারং বদনে পরিবদন্ যুযোধ পুষ্পাস্ত্রৈঃ স্বগণৈঃ পরিবৃতঃ॥৭॥

তবে রাই পত্রবদ্ধ পুষ্প গোলাকার। ধনুর্গুণ দিয়া তাহা করেন সঞ্চার॥
নক্ষত্র সে বাণ করে বেগেতে গমন। চোখ বাণে শূন্য পথে কৃষ্ণ বিদারণ॥
পত্রকোষ স্ফুটি পুষ্প নক্ষত্র বরণ। শ্যাম সবাকার প্রতি হয় বরিষণ॥
তবে রাই বরুণ বাণ করেন সঞ্চার। পত্রশিল্প বদ্ধ মকরন্দ গোলাকার॥
শূন্য পথে বেগে আইসে দেখেন গোবিন্দ। চোখবাণ ত্যজি বাণ করেন বিদীর্ণ॥
স্ফুটিত হইয়া মকরন্দ পড়ে গায়। তিতিল শ্যামের অঙ্গ গন্ধে আমোদয়॥
এই রূপ রাই প্রতি শ্যাম পুষ্প বাণ। মারেন শ্রীরাধা নিজ বাণে বিদারণ॥
রাধাকৃষ্ণ দোহে প্রেমে বাণের ক্ষেপণ। দোহ অঙ্গে লাগি দোহে সুখে হৃষ্ট মন॥
যুদ্ধ লীলা মহাশব্দ সর্ব্বলোকে যায়। বিমানেতে দেব দেবী দেখিতে আসয়॥
ব্রহ্মাণী ইন্দ্রাণী একানংশা বিদ্যাধরী। অপ্সরী সৌরী সংজ্ঞা গৌরী সঙ্গ করি॥
রাধাকৃষ্ণ প্রেমলীলা কলিযুদ্ধ রণ। মুনি মুখে শুনি আসি করে দরশন॥
শোভা ভঙ্গি দোহাকার যুদ্ধকেলী বেশ। প্রশংসিয়া সবে নিন্দে আপনার দেশ॥
কি অপূর্ব্ব দেখ পুষ্প রথাদি নির্ম্মাণ। সত্য সব বলি সত্য হইতেছে ভান॥
নির্ম্মাণ এ রূপ পুষ্পে কি কৌশল হয়। তাতে অস্ত্র শস্ত্র অতি পরম বিস্ময়॥
স্বর্গের মালিনী বলে করি নিবেদন। অপূর্ব্ব এ পুষ্প নাহি নন্দন কানন॥
কিবা লতা বৃক্ষ ভৃঙ্গ পিক পক্ষিগণ। অপূর্ব্ব এ রূপ শোভা না দেখি কখন॥
গৌরী বলে মালিনি তোর পুর্ব্ব ভাগ্য ছিল। তাহাতেই দিব্য ধাম দর্শন পাইল॥
ব্রজের মহিমা আমি কৈলাশেতে সুখে। বসিয়া যে শুনিলাম কৈলাশপতির মুখে॥
তাহা শুনি সমুৎসুকা যত দেবীগণ। বলে গৌরি কৃপা করি করাহ শ্রবণ॥

Scanned by TapScanner

পার্ব্বতী বলেন তত্ত্ব বড় গোপ্য হয়। অপার মহিমা শুন কিছু পরিচয়॥
অপ্রাকৃত বিংশ ক্রোশ স্থল বৃন্দাবন। লীলা অনুরূপ মূর্ত্তি করেন ধারণ॥
ষোল ক্রোশ করি তারে কোন শাস্ত্রে কয়। অচিন্ত্য শকতি তাতে সকলি শোভয়॥
প্রকট অপ্রকট স্ফার বৃদ্ধি সঙ্কোচন। সর্ব্বলোক বৈকুন্ঠের উপরি শোভন॥
বৃন্দাবন সম্পদ কণা করিয়ে বন্টন। দশাংশ করিয়া পায় ব্রহ্ম লোকগণ॥
স্বর্গস্থান তুচ্ছ তাতে আভাসে গণন। ব্রজের মহিমা তব কে করে বর্ণন॥
নহিলে কি পূর্ণব্রহ্ম ষড়ৈশ্বর্য্য হরি। পূর্ণ ব্রহ্মময়ী রাধা পরম ঈশ্বরী॥
সামান্য স্থলের লাগি করে প্রেম রণ। ব্রহ্ম মহেশাদি সেবে যাহার চরণ॥

তথাহি স্কন্দে—

বৃন্দাবনং দ্বিধারূপং বৃন্দয়া পরিরক্ষিতং। হরিণাধিষ্ঠিতং তচ্চ ব্রহ্মরুদ্রাদিসেবিতং॥
অতঃপ্রভো প্রিয়ানাঞ্চ ধাম্নশ্চ সময়স্যচ। অবিচিন্ত্যপ্রভাবত্বাৎ তত্র কিঞ্চিন্ন দুর্ঘটং॥৮॥

শ্রবণে সকলে অতি বিস্মিত মন। রাধাকৃষ্ণ যুদ্ধ লীলা করে দরশন॥
এক পুষ্প বাণ রাধা করে নিক্ষেপণ। গগন ছাইয়া পুষ্প হয় লক্ষগুণ॥
পতনের কালে অনন্ত হইয়া যে পরে। নক্ষত্র দ্বিতীয় বাণ নক্ষত্র আকারে॥
তাহা দেখি প্রশংসা করয়ে সর্ব্বজন। ঐছে কৃষ্ণ মকরন্দ বাণ বরিষণ॥
এই রূপ অপার যুদ্ধ না হয় বর্ণন। পুষ্প পুষ্পরসে পূর্ণ ভেল বৃন্দাবন॥
পুষ্প নাগপাশ বাণ শ্রীরাধা সন্ধান। পুষ্পগরুড় বাণে কৃষ্ণ করে নিবারণ॥
অর্দ্ধচন্দ্র পাশুপত যত বাণ আর। পরস্পর রণ কেহ বলে মার মার॥
অশ্বোপরি চড়ি বটু বলে মার ধর। অলক্ষিতে গোপী যাই ধরয়ে তাহার॥
পদে ধরি ফেলে ভূমে বটুর চীৎকার। পুষ্পের উপরে টানি আনয়ে আবার॥
শ্রীদামাদি সখা আসি হয় আগুসার। ছাড়িয়া আসেন গোপী দলে আপনার॥
ক্রোধেতে বলয়ে বটু শ্রীকৃষ্ণের প্রতি। বিশাখা করিল মোরে বড় যে দুর্গতি॥
বিশাখারে মার সখা যদি মোরে চাও। নিজ হস্তে মারিব তুমি সহায়তা হও॥
কৃষ্ণ বলে বাণে আমি করি অন্ধকার। অলক্ষিতে যাই তুমি বিশাখারে মার॥
এত বলি শ্যামবর্ণ পুষ্প বরিষণ। অন্ধকার করি সব ছাইল গগন॥
বিশাখা মারিতে দ্রুতগতি বটু যায়। সূর্য্যপুষ্প বাণে রাই করে দিবা প্রায়॥
বটুকে দেখিয়া তবে সখীগণ ধায়। ধর বলে ভয়ে বটু পশ্চাতে পলায়॥
শ্রীকৃষ্ণ পর্ব্বত বাণ ধনুকেতে ধরি। নীলপদ্ম মারে বহু শ্রীরাধা উপরি॥
স্বর্ণপদ্ম রাই বাণ করে বরিষণ। পদ্মে পদ্মে ঠেকাঠেকি অদ্ভুত শোভন॥
কত বাণ বেগে যাই গোপী অঙ্গোপরে। শ্যাম জয় জয় শব্দ করে সহচরে॥

Scanned by TapScanner

তাহা শুনি দ্রুতহস্তা রাধিকা সুন্দরী। অসংখ্য কুসুম মারেন গোবিন্দ উপরি॥
পুষ্পেতে ঢাকেন শ্যামে মেঘে যেন রবি। রাধে জয় জয় শব্দ বলে সব গোপী॥
এই রূপ পরস্পর জয় পরাজয়। বিশাখা মারিতে কৃষ্ণ চিন্তেন উপায়॥
চক্রব্যূহ করি গোপী রাখে বিশাখায়। কৃষ্ণব্যূহ ভেদিবার চিন্তেন উপায়॥
লক্ষ লক্ষ গোপী চক্রব্যূহ রচনাতে। প্রধানা গোপিনী স্থিত ব্যূহের দ্বারেতে॥
কৃষ্ণ বলে বটু গোপীব্যূহ যে বিষম। অতি সুকঠিন ইহার প্রবেশ নির্গম॥
বটু বলে দেখ মুই করিব প্রবেশ। এত বলি নেত্রে দেখে ব্যূহ দ্বারদেশ॥
অহো বলি কৃষ্ণ পিছে করয়ে গমন। প্রাণ অগ্রে কিছু নহে বলয়ে বচন॥
কৃষ্ণ বলে সখে তুমি ভয় নাহি পাও। আমি প্রবেশিব তুমি মোর পিছে রও॥
এত বলি পুষ্পকৃত দিব্য সুদর্শন। পুষ্প ধনুর্ব্বাণ লয়ে করে প্রবেশন॥
মুখ্যদ্বারে গোপী সহ যুদ্ধ অপার। যুদ্ধে জয়ী সেই দ্বার হইলেন পার॥
গোপী নানা পুষ্পবাণ বর্ষে কৃষ্ণোপরি। বিনাশেন সব কৃষ্ণ সুদর্শন ধরি॥
মহা ঘোরতর যুদ্ধ ব্যূহ মধ্যে হয়। ভয়ে বটু কৃষ্ণ-পৃষ্ঠ দেশেতে লুকায়॥
ধর মার বলে বটু কৃষ্ণ পৃষ্ঠে রহি। ক্ষণে চুপ ক্ষণে দম্ভ অবসর চাহি॥
প্রহার পাইলে বটু করয়ে চীৎকার। বলে ব্রহ্ম হত্যার ভয় নাহি গোপিকার॥
বটু বলে সখে প্রাণ বাচাইতে চাও। মোকে লয়ে শীঘ্র তুমি তবে বাহিরাও॥
মহাভয়ঙ্কর শব্দে শ্রবণ রুধিল। কি হবে ইহার পরে মুই না জানিল॥
কৃষ্ণ বলে সখে বহু দ্বারে যুদ্ধ করি। আসিয়াছি কৈছে ফিরি বিশাখা না মারি॥
বটু বলে প্রাণেতে বাঁচিলে তাহা হয়। বটুকে লইয়া কৃষ্ণ বাহিরে আসয়॥
বাহিরে আসিয়া বটু করে আস্ফালন। গদা যুদ্ধে মারিব সকল গোপীগণ॥
তবে দুই দলে গদা যুদ্ধ আরম্ভণ। শ্যাম গৌর বর্ণ গদা পুষ্পের গঠন॥
কুসুমিক গদা বটু স্কন্ধেতে করিয়া। মার মার বলি বটু চলয়ে ধাইয়া॥
এক সখী আসি তার গদা কাড়ি লয়। গদা ছাড়ি ভয়ে বটু দুরেতে পালায়॥
দুই চারি সখা সঙ্গে পুনঃ গদা লয়ে। মার মার করি দর্পে আসেন চলিয়ে॥
সখা সখী পরস্পর হয় গদা রণ। কত দর্প ভঙ্গি শব্দ করে প্রকটন॥
ললিতার সঙ্গে কৃষ্ণের লাগে গদা রণ। বিচিত্র গতিতে পদ করিয়ে চালন॥
ললিতা গদাতে কৃষ্ণ নিজ গদা মারি। অলক্ষিত মারে তার নিতম্ব উপরি॥
গদাঘাতে শ্রীললিতা হয়েন লজ্জিতা। তাহা দেখি গদা লই শ্রীরাধা সজ্জিতা॥
রাধিকার দিব্য গদা বিদ্যুত বরণ। শ্যামগদা শ্যামলয়ে পদের চালন॥
ভ্রূভঙ্গি সংরম্ভ মুখ করি দুই জন। নানা ছন্দে মারে গদা দোঁহে বিচক্ষণ॥

Scanned by TapScanner

নূপুর ভূষণ ধ্বনি পরম রসাল। দুই দলে সখা সখী বলে ভাল ভাল॥
রাধাঙ্গে মারিতে গদা কৃষ্ণের সন্ধান। নিজ গদা দিয়া রাই করেন বাধন॥
তবে কৃষ্ণ দিব্য গদা মারেন কৌশলে। রাধিকার হস্ত-গদা পড়ে ভূমি তলে॥
সুচতুরা সখী অতি হইয়ে তরস্থ। দিব্য নব পুষ্প-গদা দেন রাই হস্ত॥
বলে রাই কৃষ্ণ গদা পরি গদা মারি। অলক্ষিতে মারে কৃষ্ণ-নিতম্ব উপরি॥
তাহা দেখি জয় শব্দ করে সখীগণ। এইরূপ দোহাকার প্রেম গদা রণ॥
কভু রাই অঙ্গে শ্যাম শ্যাম অঙ্গে রাই। নানা ছন্দে মারে গদা করি চতুরাই॥
ইথে দোঁহ সম যুদ্ধ নাহি দেখি জয়। সুচতুরা সখী তবে চিন্তেন উপায়॥
বড় বড় ফল সব করি আয়োজন। মারিয়া ভাঙ্গহ শ্যামের যুদ্ধের সর্জ্জন॥
যুদ্ধ সজ্জা ভঞ্জনেতে নিরুৎসাহ হবে। ভাগাইব রাধা জয় গাই মোরা তবে॥
তবেত সকলে অতি আনন্দের ভরে। চালায়েন ফল সবে রথাদির পরে॥
গজ শুণ্ডে অশ্বে মারিতে লাগিল। ফলাঘাতে গ্রন্থিফুল ঝরিয়া পরিল॥
লতা বদ্ধকায় সব ভাঙ্গিয়া পড়য়। রথ গজ হইতে সখা নামিয়া পলায়॥
ধর ধর করি সব গোপী পিছে ধায়। গোপিকার প্রেমযুদ্ধে কৃষ্ণ পরাজয়॥
রাধে জয় শব্দেতে ভরিল বৃন্দাবন। আনন্দ উৎসবে সবে হইল মগন॥
পৌর্ণমাসী প্রতি তবে বলে দৈববাণী। রাজ্যে অভিষিক্ত কর রাধা চন্দ্রাননী॥

যথা দৈববাণী—নিধুবনান্তরে রত্নসিংহাসনসমাস্থিতাং।
কৃষ্ণবামাং মহারামামভিষিঞ্চ শুভাপ্তয়ে॥৯॥

বৃন্দাবনেশ্বরী নামে হইয়া বিখ্যাত। পবিত্র আনন্দ করুন লোক আছে যত॥
যুবরাজ কৃষ্ণ প্রিয় হউন রাধার। কৃষ্ণ প্রিয়া নাম এক সবার আধার॥
মহাযোগেশ্বরী হন দেবী পৌর্ণমাসী। যার যোগ জাল মধ্যে সর্ব্বলোক রাশি॥
রাধা অভিষেকে অতি যত্নান্বিত মন। আহ্বান করেন গঙ্গা তীর্থাদিকগণ॥
গৌরী বাণী ইন্দ্রাণী ব্রাহ্মী সৌরী দেবীগণ। নানা উপায়ন হস্তে করে আগমন॥
সুরভী আর্ষী গান্ধর্ব্বী অপ্সরী বিদ্যাধরী। নৃত্য গীতাদিক হেতু আইসে হর্ষ ধরি॥
তবে দিব্য সিংহাসন করেন স্থাপন। চৌদিকেতে হেম রম্ভা করেন রোপণ॥
দিব্য ধ্বজ পতাকাদি শোভে চারিভিতে। দিব্য বস্ত্র অলঙ্কার সুবর্ণ থালিতে॥
হার পদ্ম মালা ছত্র চামর ব্যজন। থরে থরে যথাস্থানে করেন স্থাপন॥
কেশর চন্দনাদিক গন্ধ দ্রব্য যত। ধূপ দীপাদিক ধরে দাসী শত শত॥
স্বর্ণপট্ট গলে স্বর্ণঘট শত শত। দুগ্ধ তীর্থজল ভরি করেন স্থাপিত॥
নানা দিব্যৌষধি পৌর্ণমাসী তাতে দিয়া। রত্নাসনে রাই বসান বস্ত্র পরাইয়া॥

Scanned by TapScanner

দুগ্ধ জল ঘট পৌর্ণমাসী হস্তে ধরি। আনন্দে ঢালেন রাধা মস্তক উপরি॥
দেব মানবেতে নানা বাদ্যের বাদন। জয়ধ্বনি নৃত্য গীত করে সর্ব্বজন॥
বাদ্য নৃত্য গীতে সব ভরিল ভুবন। লক্ষ্মীসহ আইলেন বৈকুন্ঠের গণ॥
আর নানা দেব আসি করে দরশন। মহাসুখে পরিপূর্ণ সবাকার মন॥
অভিষেক সমাধি বেশ করি সখীগণ। রত্নাসনে শ্যাম বামে যতনে বসান॥
দিব্য হার পুষ্পমালা দেয় সর্ব্বজন। নানা উপচারে দোঁহে করয়ে পূজন॥
নানা রত্নাদিক ভেট করেন অর্পণ। ভোজনের তরে করে আয়োজন॥
পক্বান্ন মিষ্টান্ন অন্ন পিষ্টান্নাদি করি। উত্তমান্ন দুগ্ধান্নাদি ধরি পাত্র ভরি॥
ফল মূলাদিক নানা করিয়া সংস্কার। রত্নথারি ভরি সব ধরে থরে থর॥
স্নিগ্ধ সুবাসিত জল ধরি পাত্র ভরি। সবার উপরে দেন তুলসী মঞ্জরী॥
সখাসহ শ্রীগোবিন্দ করেন ভোজন। পরিবেশ করেন ললিতাদি সখীগণ॥
পরে দিব্যাসনে বসি তাম্বুল চর্ব্বণ। সখী সহ শ্রীরাধিকা করেন ভোজন॥॥
পরে দাস দাসী আর যত জীবগণে। ভোজনেতে সকলের করেন তর্পণে॥
ভোজনে দর্শনে তৃপ্ত হই সর্ব্বজন। আপন আপন স্থানে করেন গমন॥
বৃন্দাবনেশ্বরী রাধা নিজ লোকে গাই। কৃষ্ণ প্রেম ধন পায় সুখ অধিকাই॥
রাধাকৃষ্ণ প্রেমযুদ্ধ প্রেমেতে শ্রবণ। যেই জন করে সেই পায় প্রেমধন॥
বনদেবী বৃন্দা আর যত পরিজন। নিজ প্রিয় করি তারে রাখে সর্ব্বক্ষণ॥
সংসার মোচন তার অনুসঙ্গে হয়। লীলার প্রভাব যৈছে সর্ব্ব শাস্ত্রে কয়॥
শ্রীচৈতন্য নিত্যানন্দ অদ্বৈত চরণে। বিলুঠিত মনোভৃঙ্গ রহু অনুক্ষণে॥
শ্রীপাদ বৈষ্ণব পদ সদা করি আশ। বৈদগ্ধবিলাস কহে মনোহর দাস॥

ইতি শ্রীবৈদগ্ধবিলাসে পঞ্চম প্রকাশঃ।

Scanned by TapScanner

অথ শ্রীকৃষ্ণস্য মানলীলা ষষ্ঠ প্রকাশঃ।

মানে প্রিয়স্যা কাতরো রাধাভাবাঙ্কিতঃ প্রভুঃ।
তৎপ্রসাদয়িতুং তথাভিক্ষুবিপ্রসমোভবৎ॥১॥

জয় গৌরহরি জয় নিত্যানন্দরাম। জয়াদ্বৈত মহাবিষ্ণু চিদানন্দ ধাম॥
জয় গদাধর জয় গৌরভক্তবৃন্দ। কৃপা করি দেহ সবে চরণারবিন্দ॥
নিত্য লীলাস্থল রম্য নিত্য বৃন্দাবন। রসিক যুগল যাতে নিত্য বিহরণ॥
মিলা অমিলা ধারামৃত নদী বহে। লীলা রসময় তনু সদা সন্তরহে॥
সম্ভোগ রসের ধারে সুখে সন্তরয়। বিপ্রলম্ভ দুঃখের ধারে কভু বহি যায়॥
রসামৃতে ধারা যাতে তাতে দুঃখ নহে। অন্তরে ভবিক সুখে সদা মগ্ন রহে॥
দুই ধারা বিনা রসনদী পুষ্ট নয়। রসিকশেখর তাহা যত্নে আস্বাদয়॥

তথাহি শ্রীউজ্জ্বলে–

ন বিনা বিপ্রলম্ভেন সম্ভোগঃ পুষ্টিমশ্নুতে।
কষায়িতে হি বস্ত্রাদৌ ভূয়ান্ রাগো হি বর্দ্ধতে॥২॥

লীলারস লাগি দোহার কুঞ্জে অভিসার। আনন্দে রসিকযূন করেন বিহার॥
একদিন সখী সহ জাবটেতে বসি। কৃষ্ণ অভিসার মনে হয়ে অভিলাষী॥
দুতী পাঠালেন তবে শ্রীকৃষ্ণ-নিকট। চন্দ্রমুখী যাই বার্ত্তা করেন প্রকট॥
চন্দ্রমুখী দেখি কৃষ্ণ হইলেন সুখী। নির্জ্জনে পুছেন বার্ত্তা হয়ে মুখামুখী॥
বকুল কুঞ্জেতে অদ্য শ্রীবৃন্দাবনে। সঙ্কেত শুনেন কৃষ্ণ আনন্দিত মনে॥
স্বসম্মৃতি মালা কৃষ্ণ দেন দুতী করে। জাবটে চলেন দুতী আনন্দ অন্তরে॥
রাধা গলে মালা দিয়া সকলেতে সুখী। অভিসারের সজ্জা করেন হইয়া কৌতুকী॥
ফুলহার মালা করেন ফুলের ব্যজন। ফুলের সম্পুট মধ্যে তাম্বুল স্থাপন॥
মিষ্টান্ন পক্কান্ন সব করিয়া রচন। পাত্র ভরি রাখে অতি করিয়া যতন॥
নানা রূপ দ্রব্য সব করি আয়োজন। অভিসার বেশ পরে করে সখীগণ॥
রাত্রি দশদণ্ডে রাই করে অভিসার। হেন কালে মহাবিঘ্ন পড়িল রাধার॥
মথুরা হইতে বন্ধু গোপের সহিত। অভিমন্যু হেন কালে আসি উপস্থিত॥
সশঙ্কিত হয়ে সবে আপনা লুকায়। অভিমন্যু উচ্চকরি মাতারে ডাকয়॥
জটিলা কুটিলা আইল গৃহদাসী জন। বন্ধু গোপ সৎকারেতে হইল নিয়োজন॥
জটিলা বলেন রাধে শুন বধুমাতা। সখীগণ সহ দ্রব্য কর আয়োজিতা॥
রাত্রিকালে বৃদ্ধা মোরা না দেখি না জানি। বন্ধু সৎকার কর সখী সঙ্গে তুমি॥
পাচিকা দ্বারায় পাক করাহ নির্ম্মাণ। উত্তম করিয়া করাও বান্ধব ভোজন॥

Scanned by TapScanner

কোন রূপে খোট যদি বান্ধবে রহিবে। পাপ অপযশ বন্ধু গৃহেতে ঘোষিবে॥
আর গতি নাই রাই সঙ্কটে পড়িল। শীঘ্র কৃত্য সারি যাব মনেতে ধরিল॥
ও দিকেতে কৃষ্ণ নিজ করি পরিস্কার। অতি শীঘ্র করেছেন কুঞ্জে অভিসার॥
কুঞ্জে উপস্থিত হই করে অন্বেষণ। দেখেন রাধার নাহি হয় আগমন॥
ভাল আমি কুঞ্জ সজ্জা যতনে করিব। প্রিয়া এলে প্রিয়া লয়ে আসনে বসিব॥
এত চিন্তি বাসক সজ্জা করেন শ্রীহরি। মধ্যে মধ্যে বাহির হয়ে দেখেন কিশোরী॥
রাধা আইসা অনুকুল কোন শব্দ পায়। চাতুরী করিতে শ্যাম কুঞ্জেতে লুকায়॥
লুকি থাকি নাহি দেখি রাই আগমন। নৈরাশা হইয়া পুনঃ স্থানে আগমন॥
এই রূপ যত উৎসাহ ব্যুৎসাহ হইল। বিচ্ছেদে দুঃখিত মন মুখ শুকাইল॥
আশা নৈরাশা কৃষ্ণের দুই দিকে টানে। ক্ষণে দেখে ক্ষণে বৈসে স্বাস্থ্য নাহি প্রাণে॥
কপোলেতে হাত দিয়া ভাবে বসি বসি। আসিবার কাল গেছে উঠি দেখে নিশি॥
উৎকন্ঠাতে নানা শঙ্কা করয়ে ভাবন। গৃহবদ্ধ করি কি রাখিল গুরুজন॥
কিম্বা কি বিপত্তি আসি দৈবাৎ পড়িল। ইহা নহে কুঞ্জান্তর ভ্রম কি হইল॥
এত বলি অন্বেষণে করেন গমন। রাধাকুণ্ড শ্যামকুণ্ড গিরিগোবর্দ্ধন॥
কুঞ্জে কুঞ্জে ভ্রমি কৃষ্ণ না পাইয়া রাধা। মহাবিচ্ছেদ আসি উপজিল বাধা॥

তথাহি উজ্জ্বলে—

কৃত্বা সঙ্কেতমপ্রাপ্তে দৈবাজ্জীবিতবল্লভে।
ব্যথমানান্তরপ্রোক্তা বিপ্রলব্ধা মনীষিভিঃ॥২॥

এদিকেতে কৃত্য রাধার সমাপ্ত নহিল। সখীসহ শ্রীরাধিকা অতি ব্যস্ত ভেল॥
বিলাপ করিয়া রাধা বিধি প্রতি কয়। প্রাণনাথ একা কুঞ্জে কত দুঃখ পায়॥
অভাগিরে মার বিধি কোন কষ্ট নাই। প্রাণনাথ দুঃখ পান বড় কষ্ট পাই॥
উপায় না দেখি তবে উপায় সৃজিল। বেশ বনাইয়া এক সখী পাঠাইল॥
সেহ যাই কুঞ্জে কৃষ্ণ নাহিক পাইল। দুঃখের উপরে দুঃখ বিধাতা সৃজিল॥
যেই ক্ষণে কৃষ্ণ যান রাই অম্বেষণে। রাই প্রেরিতা সখী আইসে সেই ক্ষণে॥
দেখিয়া কুঞ্জের সজ্জা হর্ষিতা হইলা। কৃষ্ণ নাহি দেখি বসি কৃষ্ণ না আইলা॥
মনে করি অন্য কোন কুঞ্জে গেছে হরি। আনয়ন করি আমি অন্বেষণ করি॥
এত বলি যেই সখী করিল গমন। অন্য মার্গ দিয়া কৃষ্ণ কুঞ্জে আগমন॥
আসিয়া দেখেন কৃষ্ণ কুঞ্জে কেহ নাই। শূন্য কুঞ্জ দেখি কৃষ্ণ দুঃখ অধিকাই॥
খেদ নির্ব্বেদ চিন্তা প্রবল হইল। দীর্ঘ নিশ্বাস ছাড়ি বলিতে লাগিল॥
নিজ প্রাণ হইতে কোটিগুণে ভালবাসি। যাহা বিনা কিছু নাহি জানি দিবানিশি॥

Scanned by TapScanner

যারে সঁপিলাম আমি দেহ মন প্রাণ। যাহারে যৌবন দিয়া করি গোচারণ॥
যার লাগি গৃহকর্ম্ম ধর্ম্ম তেয়াগিল। যার প্রেমে সুখী হব শরণ লইল॥
মোর প্রাণ হইতে কি তার প্রিয়কৃত্য হয়। গৃহকার্য্যে ভূলি মোকে নাহি জিজ্ঞাসয়॥
অনলেতে ডারি মোরে বাতাসে বসিলা। পুড়ে মরি কার দ্বারে কিছু না পুছিলা॥
সুখের লাগিয়া আমি পীরিতি করিনু। মধুর মূরতি দেখি সব ভূলি গেনু॥
যারে সমর্পিল আমি জীবন যৌবন। যা বিনা স্বপনে নাহি জানি অন্যজন॥
সে পীরিতি কালনাগ আমারে দংশিল। বিষে ছটপটি প্রাণ নাহি নিকষিল॥
পীরিতি মূরতি সুখের জানিয়া ধরিল। দুঃখের মূরতি হয়ে গরলে ভরিল॥
পীরিতি নিকট মুই আর নাহি যাব। বিরাগী হইয়া মুই সুখেতে রহিব॥

যথা শ্রীপদ্যাবল্যাং–

আহারে বিরতিঃ সমস্তবিষয়গ্রামে নিবৃত্তিঃ পরা
নাসাগ্রে নয়নং যদেতদপরং যচ্চৈকতানং মনঃ।
মৌনঞ্চেদমিদঞ্চ শূন্যমখিলং কৃষ্ণস্য বৈ ভাতি যৎ,
তদ্বাধা চাতিবৈকুলীবিরহতা রাধাং বিনা সঙ্গতা॥৩॥

এত বলি কুঞ্জসজ্জা দুর করি ফেলি। মানযুক্ত হয়ে নিজ গৃহে আসেন চলি॥
এ দিকেতে সখী কৃষ্ণ কুঞ্জে অন্বেষিয়া। কৃষ্ণ না পাইয়া কুঞ্জে আইসেন চলিয়া॥
আসিয়া দেখেন বাসকসজ্জার ভঞ্জন। ভাবিয়া চিন্তিয়া রাধার নিকট যায়েন॥
শ্রীরাধাকে যাই সব বৃত্তান্ত কহিল। আলিসহ রাধা শুনি সুবিস্মিতা ভেল॥
দৈব দুর্ঘটনে অতি সুদুঃখিত মন। নাথের সুখের লাগি বৃত্তান্ত জানেন॥
মান করি কৃষ্ণ তবে গৃহেতে গমন। আপনার গৃহে যাই করেন শয়ন॥

তথাহি শ্রীউজ্জ্বলে শ্রীকৃষ্ণ-মানে প্রমাণং–

অহেরিব গতিঃ প্রেম্নঃ স্বভাবকুটিলা ভবেৎ।
অতো হেতোরহেতোশ্চ যুনোর্মানমুদঞ্চতি॥৪॥

অস্য টিপ্পনী। জাম্বুনদবদকৈতবপ্রেমা এব সর্ব্বোর্দ্ধসীমানং প্রাপ্য সরলাং গতিং হিত্বা বক্রাগতিঃ স্যাদ্ যত্র বক্রাগতিঃ তত্র যুনোর্নায়িকানায়কয়োর্মানমপি স্যাৎ যত্রৈব দ্বয়োর্মানং স্যাত্তত্রৈব রসপূর্ণতা স্যাদেকস্য তদভাবে বিকলাঙ্গতা স্যাদিতি॥৪॥

প্রাতঃকালে মাতা যাই পুত্র জাগায়েন। পুত্র মুখ দেখি স্নেহে বলেন বচন॥
কেনে বাছা শুষ্ক দেখি তব চন্দ্রানন। উঠ শীঘ্র কৃত্য বাছা কর সমাধান॥
ঘৃত সর নবনীত করহ ভোজন। জাগিয়া করেন কৃষ্ণ মুখ প্রক্ষালন॥

Scanned by TapScanner

দাসগণ অতি প্রীতে করেন সেবন। সখা সঙ্গে খেলিবারে অলিন্দেতে যান॥
মাতা বলে বাপ গোষ্ঠে করহ গমন। গোদোহন করি শীঘ্র কর আগমন॥
কৃষ্ণ বলে মাতা আমি গোদোহে না যাব। অগ্নিপক্ব দ্রব্য আমি কিছু না খাইব॥
শরীর অসুস্থ্যে বৈদ্যে হাত দেখাইল। সুস্থতার লাগি তেহ ব্যবস্থা করিল॥
শুনি স্নেহে পুত্র গায়ে হাত দিয়া বলে। যাতে সুস্থ দেহ থাকে করহ সকালে॥
শ্রীযশোদা নন্দরায়ে বলেন বচন। গোদোহন করি শীঘ্র করহ প্রেরণ॥
আমি সব দুগ্ধ দ্রব্য প্রস্তুত করিব। অগ্নিপক্ব দ্রব্য পুত্রে নাহি খাওয়াইব॥
এদিকেতে শীঘ্র রাধা করি জাগরণ। এক দাসী কৃষ্ণ নিকট করেন প্রেরণ॥
শ্যামের নিকটে দাসী করয়ে গমন। রাধা-দাসী দেখি কৃষ্ণ মুদিত নয়ন॥
রজনীতে কি দুঃখ পাইলে কি হইল। বৃত্তান্ত জানিতে রাধা আমা পাঠাইল॥
দাসী জিজ্ঞাসয়ে কৃষ্ণ উত্তর না দেয়। অন্যভাবে অধোমুখে বিতৃষ্ণাতে রয়॥
উত্তর না পাই দাসী গমন করিল। শ্রীরাধা নিকট যাই সব নিবেদিল॥
শুনিয়া সকলে অতি দুঃখিত হইল। শ্যামের সন্তোষে নানা উপায় সৃজিল॥
পৌর্ণমাসী ধনিষ্ঠাদি দূতী সখীগণ। কৃষ্ণ-মান ভঙ্গে সবে করেন যতন॥
রাধানাম শুনিতে কৃষ্ণ কর্ণরোধ করে। গৌর রূপ দেখি মাত্রে অধোমুখ ধরে॥
যে দিকেতে রাধাদাসী সে দিকে না যায়। রাধা পক্ষ কেহ এলে উঠি চলি ধায়॥
এ রূপ কৃষ্ণের মান হইল দুর্জ্জয়। রাধার যে কোন দ্রব্য না দেখে না খায়॥
গব্য দ্রব্য ফল মূল করেন ভোজন। রন্ধনার্থে রাধার নাহি হয় আগমন॥
শুষ্ক অধোমুখে দুঃখে সদা কৃষ্ণ রয়। রাধা-হস্ত অন্ন ভিন্ন শীর্ণ হইল কায়॥
নাথের অবস্থা রাই করিয়ে শ্রবণ। অতি দুঃখে শ্রীরাধার বিদরয়ে প্রাণ॥
বিরহ অনলে বিষে সবারে জারিল। নানা উপায় সৃজি কৃতকার্য্যতা নহিল॥
হাস্যাদিক রসশূন্য গোকুল হইল। শোকাদিক দুঃখ রস আসিয়া ভরিল॥
কৃষ্ণ প্রসাদ বিনা রাই না করে ভোজন। এবে অন্ন জল রাই করিল ত্যজন॥
আমা হইতে প্রাণনাথ দুঃখ যে পাইল। হায় বৃথা প্রাণকীট ধারণ করিল॥

যথা শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে—

শ্রীকৃষ্ণরূপাদিনিষেবনং বিনা ব্যর্থানি মেহহান্যখিলেন্দ্রিয়ান্যলং।
পাষাণশুষ্কেন্ধনভারকান্যহো বিভর্ম্মি বা তানি কথং হতত্রপঃ॥৫॥

যাহার সুখের লাগি সব তেয়াগিল। যাহার সুখের লাগি কিছু না গণিল॥
যাহার সুখের লাগি অপার গঞ্জনা। এই যে দেহেতে আমি করিয়ে ধারণা॥
যাহার সুখের লাগি কলঙ্কের ডালা। মস্তকে ধারন করি সব করি হেলা॥

Scanned by TapScanner

যাহার সুখের লাগি নারীর যে ধন। নিরপক্ষে যার হস্তে করিনু অর্পণ॥
হেন প্রাণপ্রিয় মোর মানে দুঃখ পায়। বল প্রিয়সখি ইথে কি করি উপায়॥
শ্যাম অদর্শনে সখি জ্বলয়ে পরাণ। উপায় কর সখি নহে যায় মোর প্রাণ॥

যথা সখীং প্রতি শ্রীরাধাবাক্যং–

মনো মে হা কষ্টং জ্বলতি কিমহং হন্ত করবৈ
ন পারং নাবারং সুমুখি কলয়াম্যস্য জলধেঃ।
ইদং বন্দে মূর্দ্ধ্না সপদি তমুপায়ং কথয় মে
যথা মানং নাথস্য শমমতিযাতি ক্ষতিতনোঃ॥৬॥

ভাবিয়া চিন্তিয়া সখী উপায় ধরিল। দাতা দয়াশিরোমণি শ্রীকৃষ্ণ জানিল॥
বিশেষে রসিকমণি নাগর শেখর। রসিক জীবন রস রসকলেবর॥
মহাদুঃখে সংশয় জীবন যদি হয়। রস মহৌষধে রসিক জীবন ধরয়॥
লীলার কৌশলে হয় সে রস উদয়। যাতে রসবর জন মহাসুখ পায়॥
অতএব হও সখী ভিক্ষুক ব্রাহ্মণ। শ্যাম-নিকট মানভিক্ষা করহ যাচন॥
সে রসিকমণি দেখ কত কতবার। রমণী বেশেতে মান ভাঙ্গিল তোমার॥
তুমি ব্রাহ্মণের বেশ করহ ধারণ। রসবতী রসিকের সুখের কারণ॥
শ্রবণে রাধিকা হন আনন্দ হৃদয়। কিরূপে হইব যাব চিন্তেন উপায়॥
ললিতাদি সখী বলে কোন চিন্তা নাই। নির্জ্জনে আসিয়া বৈস বেশ যে বনাই॥
এত বলি শ্রীললিতা শ্রীরাধা লইয়ে। নিকটে বসাই দেন বেশ বনাইয়ে॥

॥*॥ নীলসাড়ি খুলি, বস্ত্র গেরুয়ালি, রাধাকে পরান সখী।
কোঁচা কাছা দিয়া, পরান আটিয়া, দেখিয়া হইলা সুখী॥
উড়নী খুলিয়া, নামাবলি দিয়া, ঢাকেন রাধার অঙ্গ।
মাথে খোঁপা খুলি, কেশে জটা করি, দেওল উজোর রঙ্গ॥
তুলসীর মালা, গলে করে আলা, হরিনামাঙ্কিত দেহ।
সুপুণ্ড্র তিলক, শোভিত ভালক, দ্বাদশ তিলক রেহ॥
নীলমণি চুড়ি, করিয়ে উতারি, দণ্ডকমণ্ডলু হাতে।
এক জপমালা, করেতে ধরিলা, বক্ষঃ শোভে উপবীতে॥
লম্বা পুথি কক্ষে, ঢাকি কুচ বক্ষে, স্কন্ধে শোভে ভিক্ষা ঝুলি।
নমো নারায়ণ, বলিয়ে বচন, চলয়ে দুপদ চালি॥*॥

॥*॥ রাধা দ্বিজবেশে চলি যায়। অতিশয় উক্তি, অলঙ্কার তথি, শোভিত করল তায়॥ কর পরিচয় তার। গ্রস্ত উপমানে, উপমেয় গণে, তুলনা নাহিক

যার॥ চন্দ্র শ্রীরাধিকা হয়। পৃথিবী গগণে, রথ স্বচরণে, আরোহণে চলি যায়॥ সুধাভাব বয়। চন্দ্রের কিরণ, অঙ্গকান্তি গণ, জগত উজোর তায়॥ চন্দ্রের কলঙ্ক তাই হয়। শ্যামের কলঙ্ক, শোভিত শ্রীঅঙ্গ, এমতি প্রতীতি পায়॥ এহ অতিশয় নয়। চন্দ্র যে প্রাকৃত, রাধা অপ্রাকৃত, রসের মুরতি হয়॥ দিবানিশি সমোদয়। ব্যতিরেক করি, অলঙ্কার ধরি, দুপদে চলিয়া যায়॥*॥

ভিক্ষুক ব্রাহ্মণ বেশ রাধিকা সুন্দরী। দেখিয়া সবার নেত্রে বহে প্রেমবারি॥
শ্রীকৃষ্ণ-বিরহ দুঃখে শীর্ণ হয় কায়। ব্রতিক ব্রাহ্মণ হেন রাধিকা শোভয়॥
গুরুজন বঞ্চাইয়া করেন গমন। কৃষ্ণ দরশন তাতে আনন্দিত মন॥
মহাশস্কাগিরি যদি রাধা অগ্রে রয়। দর্শনানুরাগে অবহেলে লঙ্ঘি যায়॥

যথা শ্রীউজ্জ্বলে–

তীব্রার্কদ্যুতিদীপতৈরসিলতাধারাকরালাস্ত্রিভি-
মার্ত্তণ্ডোপলমণ্ডলৈঃ স্থপুটিতেহপ্যদ্রেস্তটে তস্থুষী।
পশ্যন্তী পশুপেন্দ্রনন্দনমসাবিন্দীবরৈরাস্তৃতে
তল্পে ন্যস্তপদাম্বুজেব মুদিতা ন স্পন্দতে রাধিকা॥৭॥

ভিক্ষুক ব্রাহ্মণ দেখে পথি যেই জন। রূপ দেখি ভক্তি ভাবে ভরে তার মন॥
সঙ্গে চলে প্রণমিয়া বলয়ে বচন। মোর গৃহে বিপ্রবর কর আগমন॥
কৃতার্থ হইনু তব চরণ দর্শনে। শ্রীচরণ ধুলি দিয়া করহ মোচনে॥
কেহ বলে সংসার দুঃখে সদা দুঃখী রহ। কৃপা করি বিপ্রদেব মোকে উদ্ধারহ॥
কেহ বলে তব পদ আমি না ছাড়িব। শিষ্য হই শ্রীচরণ সেবন করিব॥
তাদের প্রসন্ন করি সুমিষ্ট বাক্যেতে। নন্দালয়ে উপস্থিত সিংহ দ্বারেতে॥
বিপ্র রূপ দেখি সবার হয় চমৎকার। কি হেতু আইলে প্রভু বলে দ্বারপাল॥
বিপ্র বলে ভিক্ষুক আমি ভিক্ষার লাগিয়া। আইলাম কহ গিয়া ভিতরে যাইয়া॥
ব্রতিক তৈথিক ব্রহ্মচারি আমি হই। স্ত্রীলোকেতে দিলে ভিক্ষা নাহি আমি লই॥
রাজপুত্র যুবরাজ হস্তে ভিক্ষা পাই। আশীর্ব্বাদ দিয়া আমি তবে ভিক্ষা লই॥
দ্বারপাল যাই সব বলেন বচন। যশোদাদি মাতা শুনি আনন্দিত মন॥
রোহিণ্যাদি সহ মাতা কৃষ্ণ পাশে যাই। বলে বাপ ভিক্ষা দেহ বিপ্র যাহা চাই॥
শরীর অসুখ বাপ বিপ্রের আশিষে। সব দুঃখ নাশ তোমার হইবে বিশেষে॥
মাতা বাক্যে কৃষ্ণ আসেন ভিক্ষার কারণ। দুর হইতে গৌরবিপ্র করে দরশন॥
অধোমুখ হয়ে কৃষ্ণ করেন গমন। নিকট দ্বারেতে যাই উপস্থিত হন॥
উপস্থিত হয়ে কৃষ্ণ বলেন বচন। বিপ্রদের ভিক্ষা চাহ বলহ বচন॥

Scanned by TapScanner

রাই বলে হই আমি তৈর্থিক ব্রাহ্মণ। ব্রত পূর্ণ হয় যাতে করি যে প্রার্থন॥
কৃষ্ণ বলে কিবা ভিক্ষা তব প্রয়োজন। প্রকাশ করিয়া তাহা বলহ বচন॥
রাই বলে ব্রত পূর্ণ এই মাত্র চাই। সত্য কর তবে আমি প্রকাশিয়া কই॥
কৃষ্ণ বলে সাধ্যাতীত যদি ভিক্ষা হবে। প্রতিজ্ঞা করিয়া আমি অধোতে পড়িবে॥
রাই বলে অসাধ্য ভিক্ষা নাহি আমি চাই। সাধ্যভিক্ষা মাগি আমি তোমার যে ঠাই॥
কৃষ্ণ বলে সাধ্য যদি আমি তাহা দিব। ইথে সত্য বাক্য আমি কি হেতু করিব॥
বিপ্র বলে সত্য বাক্য সর্ব্বোপরি হয়। দাতার প্রশংসা যশঃ সর্ব্বলোকে গায়॥
তব যশঃ মঙ্গল লাগি মোর আগমন। ইথে কেনে সঙ্কোচিত কর নিজ মন॥
বাক্য দিতে না পারিলে ভিক্ষা দিবা কি। কৃষ্ণ বলে দিব সত্য মাগ বিপ্র কি॥
মৃদু হাসি রাই বলে হৃদয়েতে মান। রাখিয়াছ তাহা তুমি মোরে দেহ দান॥
সত্যে প্রতিবন্ধ কৃষ্ণ উপায় না পাই। জানিলেন বিপ্রবেশী মোর প্রিয়া রাই॥
যারে যত ভালবাসে তারে তত মান। মান দিয়া কৃষ্ণ হন সজল নয়ন॥
দৈন্য বেশে কত কষ্টে আইলে হেন জানি। তব বেশ দেখি মোর বিকল পরাণি॥
রাই বলে কষ্ট নাই আসিলাম সুখে। তব দুঃখ শুনি আমি ছিল বড় দুঃখে॥
এখন যে সব দুঃখ দুরিত হইল। তব মুখচন্দ্র দেখি আনন্দ পাইল॥
প্রতিভা করিয়া কৃষ্ণ সবা প্রতি কয়। এই বিপ্র শুদ্ধাচারী তীর্থবাসী হয়॥
স্ত্রী অন্য লোক ইনি না দেখে পরশে। নির্জ্জনেতে সদা রহে ধ্যানযোগ রসে॥
এতবলি লয়ে যান আপন মহলে। গৃহে প্রবেশিয়া রাখেন অতি কৌতুহলে॥
সুবলের প্রতি কৃষ্ণ করে প্রকটন। শুনিয়া দেখিয়া হন আনন্দিত মন॥
প্রিয়নর্ম্ম সখা আর ধনিষ্ঠা কুন্দলতা। জানিলেন শ্রীরাধার আসার বারতা॥
ভিক্ষুকের বেশে রাই কৃষ্ণমান নিল। শুনি সুখে রাধা পাশ আসি উপস্থিল॥
কুন্দলতা বলে বিপ্র ঠাকুর প্রণাম। আশীর্ব্বাদ কর যেন পুরে তব কাম॥
রাই বলে মম কাম শুদ্ধ করি বল। কাটাইলে শ্যামসঙ্গে তুমি চির কাল॥
যদি কিছু বক্রি থাকে আশীর্ব্বাদে পাবে। বড় আশীর্ব্বাদ মম শীঘ্র ফল দিবে॥
এই রূপ রাই সহ নানা পরিহাস। করি করে পরিচর্য্যা হইয়ে উল্লাস॥
বিপ্র বেশ রাখে রাই করিয়ে যতন। গোপনেতে স্নান বেশ ভূষা পরিধান॥
কুন্দলতা আদি সবে হয়ে হৃষ্ট মন। ভোজনের নানা দ্রব্য করে আয়োজন॥
অগ্রেতে ভোজন কৃষ্ণ অবশেষে রাই। গৃহ মধ্যে আচমন কার্য্য সমাধাই॥
তাম্বুল বিটিকা রাই দেন শ্যামমুখে। সিংহাসনে শুতিলেন দোঁহে মহাসুখে॥
সেবাদি করিয়া সবে নিজ গৃহে যাই। নিদ্রাভঙ্গে শ্যাম সহ জাগিলেন রাই॥

Scanned by TapScanner

বিপ্রবেশ পরি তবে গৃহেতে গমন। সখী মধ্যে হই সব বৃত্তান্ত বলেন॥
শ্রবণে সকলে অতি আনন্দিত ভেল। পূর্ব্ববৎ সুখে লীলা চলিতে লাগিল॥
শুদ্ধসত্বপূর্ণ রস শ্রীগেবিন্দ মান। প্রেমযুক্ত চিত্তে যেই করয়ে পঠন॥
পঠনে তাহার হয় কৃষ্ণ প্রেমোদয়। সংসারের দুঃখ সব হয়ে যায় লয়॥
শ্রীগৌরাঙ্গ নিত্যানন্দ অদ্বৈত চরণে। বিলুঠিত মনো ভৃঙ্গ রহু অনুক্ষণে॥
শ্রীপাদ বৈষ্ণব পদ সদা করি আশ। বৈদগ্ধবিলাস কহে মনোহর দাস॥

ইতি শ্রীবৈদগ্ধবিলাসে ষষ্ঠ প্রকাশঃ।

অথ প্রেমপরীক্ষা লীলা সপ্তম প্রকাশঃ

রাধা বিদ্যাধরো রূপস্তদভাবাবিষ্টতা প্রভুঃ।
আলপতি স্বয়ং স্বেন, ভক্তানাং বিস্ময়াবহং ॥১॥

জয় গৌরহরি জয় নিত্যানন্দরাম। জয়াদ্বৈত মহাবিষ্ণু চিদানন্দ ধাম॥
জয় গদাধর জয় গৌর-ভক্তবৃন্দ। কৃপা করি দেহ সবে চরণারবিন্দ॥
স্বপ্রকাশচিদানন্দ ধাম বৃন্দাবন। পীরিতি মূরতি যাহা নিত্য বিলসন॥
পীরিতি সুখের মূর্ত্তি সুখেরি গঠন। কোন দুঃখ নাহি তথা হয় প্রকটন॥
আনন্দ সুরসে সুখে সদা বিহরয়ে। নিত্য নব নব সুখ তাহে উপজয়ে॥
রাগাত্মিকা গোপী অনুগত যেই জন। সেই জন ভাগ্যে করে রস আস্বাদন॥
শ্রীরাধাগোবিন্দ প্রেম জাম্বুনদ হেম। শুদ্ধ সত্ব পূর্ণরস নাহিক উপম॥
দোহ প্রেমে দোহ জন বাধা অনুক্ষণ। দোহ গুণ রূপ দোহে করেন কীর্ত্তন॥
পীরিতের ভাবে নানা লীলা উপজয়। মহাসুখে দোহজন তাহা আস্বাদয়॥
নিজরসে মগ্ন সদা লই নিজগণ। প্রকট করিয়া লীলা রস আস্বাদন॥

তথাহি শ্রীবিদগ্ধ মাধবে দশমাঙ্কে—
যা তে লীলারসপরিমলোদ্‌গারিবন্যাপরীতা
ধন্যা ক্ষৌণী বিলসতি বৃতা মাধুরীমাধুরীভিঃ।
তত্রাস্মাভিশ্চটুলপশুপীভাবমুগ্ধান্তরাভিঃ
সম্বীতস্ত্বং কলয় বদনোল্লাসিবেণুবিহারং ॥২॥

একদিন শ্রীরাধিকা জাবট নগরে। সখীগণ লয়ে বৈসেন সভা করে॥
নানা রূপ ধরি শ্যাম রসিকশেখর। নানা লীলারস আসি করয়ে উগার॥
কতছন্দে চাতুরীতে বলেন বচন। আপন মনের ভাব করিয়ে গোপন॥
মোদের মনের ভাব করি উদ্‌ঘাটন। কত অলঙ্কার তাতে করেন যোজন॥

Scanned by TapScanner

কত অভিনয় করে সানয় বিনয়। স্মরিয়া স্মরিয়া মন লাজেতে লাজায়॥
সর্ব্বরস পণ্ডিত মোর শ্যামল সুন্দর। এরূপ বিদগ্ধ নাহি ভুবন ভিতর॥
সখি মনে সাধ হয় ছদ্মবেশ পরি। নাগরের মনোভাব করিয়ে উঘারি॥
প্রেমের পরীক্ষা করি রসের উদয়। করিব যাহাতে সখি শ্যাম সুখ পায়॥
বিশেষ হইবে সখি রস পরিচয়। স্বযুক্তি বাক্যেতে শ্যামে করি পরাজয়॥
সখী বলে হও ভাল সিদ্ধ বিদ্যাধর। যাইয়া নাগর-প্রেম পরিচয় কর॥
শ্রবণে অধিক রাধার মন উল্লসন। বিদ্যাধর বেশ রাধার ললিতা করেন॥
ললিতা খুলিয়া সাড়ি। সুপট্ট বসন, করি কোঁচায়ন, পরায় যতন করি॥
কাছা কোচা তাহে ধরি। ত্রিকচ্ছ বসন, পরম শোভন, মোহ পায় সবে হেরি॥
উর্ত্তারি উড়নি নীল। দিব্য উত্তরিয়ে, দুহাতে ধরিয়ে, স্কন্ধের উপরে দিল॥
কেশ খুলি ছাড়ি দিল। চিরণিকা ধরি, সংস্কার করি, সুগন্ধ বাসিত কৈল॥
কাঞ্চলি খুলিয়া জামা। ললিতা পরায়, কত শোভা পায়, দেবতা শোভার সীমা॥
রমণী ভূষণ খুলি। কিরীট কুণ্ডল, করে ঝলমল, নাসাতে মুকুতা দুলি॥
রাই সিদ্ধবিদ্যাধর সাজে। নানা অলঙ্কার, অঙ্গে ঝলমল, চরণে নূপুর বাজে॥
ফুলমালা দেল গলে। কুচ ঢাকা করে, কত শোভা ধরে, চন্দনের ফোটা ভালে॥
রাই দেব সাজি চলি যায়। অঙ্গের সৌরভ, ভরিল ককুভ, ভ্রমর ধাওল তায়॥
সুবর্ণের বেত্র হাতে। গতি দৃষ্টি স্থির, হইল বাহির, গোপন চাতুরী পথে॥
বিদ্যাধর রূপ ধরি রাই চলি যায়। পদগতি বিপর্য্যয় করিয়া চালয়॥
রূপ দেখি বাল বৃদ্ধ সঙ্গে সঙ্গে ধায়। কার সাধ্য জানে তারে যদি না জানায়॥
যার ছায়া মায়ায় মোহিত সর্ব্বজন। তিনি না জানালে জানে আছে কোনজন॥
সর্ব্ব মোহনের গুরু যে মোহন হয়। তাহার মোহন ইথে অন্যে কি বিস্ময়॥

তথাপি বৃহদ্‌গৌতমীয় তন্ত্রে–

দেবী কৃষ্ণময়ী প্রোক্তা রাধিকা পরদেবতা।
সর্ব্বলক্ষ্মীময়ী সর্ব্বকান্তিঃ সম্মোহিনী পরা॥৩॥

ধীরে ধীরে নন্দগ্রামে উপস্থিত হয়। সিংহদ্বারে দ্বারী সবিনয়ে জিজ্ঞাসয়॥
কিবা হেতু আপনার ইহা আগমন। দেব বলে কৃষ্ণ সহ হইব মিলন॥
তাহার সম্বন্ধ লাগি মোর আগমন। যাইয়া করাহ তুমি শ্রীকৃষ্ণে শ্রবণ॥
দ্বারি মুখে শুনি কৃষ্ণ শীঘ্র আগমন। রূপ দেখি সুবিস্ময় বিভাবিত মন॥
রাধা বলে আমি হই সিদ্ধ বিদ্যাধর। নির্জ্জনেতে দেহ মোর এক বাসা ঘর॥
কিন্তু তব সঙ্গে মোর মাত্র প্রয়োজন। গোপনেতে হইবেক কথোপকথন॥

Scanned by TapScanner

তাতে অন্য স্থানে বাস না হবে কখন। তব সন্নিকট জানি করহ স্থাপন॥
রূপে বাক্যে সুখী শ্যাম বলেন বচন। মোর গৃহে মহাশয় কর আগমন॥
দেব বলে গোপ্য কথা তব সঙ্গে হবে। অন্য লোক গুরুজন নাহি প্রবেশিবে॥
কৃষ্ণ বলে বিদ্যাধর কোন চিন্তা নাই। অন্য কেহ নাহি তথা প্রবেশিবে যাই॥
এত বলি দুই জন গৃহে প্রবেশিয়া। বসিতে আসন দিব্য দেন কৃষ্ণ নিয়া॥
দেব বলে এ আসনে বৈস সুখে তুমি। এ অন্য আসনে দেখ বসিতেছি আমি॥
এত বলি দোঁহ জন সুখেতে বসিলা। অন্তরঙ্গ জন যেহ সেবিতে লাগিলা॥
কৃষ্ণ বলে বিদ্যাধর মনে এই হয়। তব সঙ্গে পূর্ব্বে কোথা মোর দেখা হয়॥
সেই রূপ ভাসমান আমার যে মন। দেব বলে হতে পারে কালের ঘটন॥
ঘটনা বিশেষ লাগি মোর আগমন। তাহা তুমি পুর্ণ কর তবে সুখী মন॥
কৃষ্ণ বলে সবৃত্তান্ত বলহ বচন। যোগ্যতা সাধ্যতা হইলে করিব ধারণ॥
দেব বলে রূপ তোমার পরম সুন্দর। ব্রজরায় এক পুত্র নব যুববর॥
বিবাহ ন করি কেন এ নব যৌবন। বিরস কুপেতে তুমি করহ ক্ষেপণ॥
বিবাহ করিয়া সুখে ধর্ম্মে রাজ্য পাল। সুখেতে বর্দ্ধিত কর ইহ পরকাল॥
সর্ব্ব সুসম্পদ পূর্ণ মোর লোক হয়। দিব্য গৃহ সরোবর বনাদি শোভয়॥
পরমাসুন্দরী নাম অনঙ্গ মোহিনী। তথা বৈসে সম্বন্ধেতে আমার ভগিনী॥
তব সুন্দরতা শুনি দেব মুনি মুখে। তব সঙ্গে বিবাহ জন্য আইলাম সুখে॥
রূপ গুণে বড় আর কন্যা শত শত। বিবাহ সুপাত্র বিনা না হয় ঘটিত॥
অনঙ্গমোহিনী সঙ্গে বিবাহ হইলে। সে সকল কন্যা দিব সম্মতি পাইলে॥
কন্যা সহ ধন জন পাইবে বিস্তর। বহু সুখে রবে তাহা কর অঙ্গীকার॥
কৃষ্ণ বলে বিবাহ নাম উপযম হয়। যমের সমীপ অর্থ তাহাতে কহয়॥
বিবাহ গৃহির ধর্ম্মে নাহি ঘুচে বন্ধ। কভু উচ্চে কভু নীচে যৈছে পড়ে অন্ধ॥
সস্ত্রিক আশ্রম ধর্ম্ম প্রবৃত্তিক হয়। এ বিবাহ সুখে মোর মন নাহি হয়॥
বিদ্যাধর বলে তুমি মহাবিজ্ঞ হও। কিন্তু এ বিচারে আমি সুখ নাহি পাও॥
অব্যয় এ উপশব্দের অধি অর্থ হয়। ইন্দ্রিয় সংযম যেই যম শব্দে কয়॥
ইন্দ্রিয় দমন করি বর্ত্তমান যেই। উপযম শব্দের অর্থ আমি তারে কই॥
অন্যাশ্রমে যে ইন্দ্রিয় জয় নাহি হয়। গৃহাশ্রমী অনায়াসে তারে করে জয়॥
দুর্গাশ্রয় করি যৈছে শত্রুগণ মারে। গৃহাশ্রমী তৈছে নিজেন্দ্রিয় জয় করে॥
ইন্দ্রিয়াদি বেগে গৃহী উদ্বেগ না পায়। সস্ত্রিক হইয়া সর্ব্বধর্ম্ম আচরয়॥
ইহলোক পরলোক সুখ মোক্ষ গত। গৃহী ধর্ম্ম প্রাপ্ত হন শাস্ত্রের সম্মত॥

Scanned by TapScanner

তথাহি মনুসংহিতায়াং—

ন গৃহং গৃহমিত্যাহুর্গৃহিণী গৃহমুচ্যতে।
তয়া হি সহিতঃ সর্ব্বান্ পুরুষার্থান্ সমশ্নুতে॥৪॥

এরূপ সুগম মার্গ সর্ব্ব সুখকর। মন ইথে নাহি তব না বুঝি অন্তর॥
কৃষ্ণ বলে বিদ্যাধর আপনি পণ্ডিত। ধর্ম্ম শাস্ত্র বল মোক্ষ শাস্ত্র অসঙ্গত॥
যুক্তি অনুভবে তুমি দেখ ভাল মতে। মোক্ষগত সুখ গৃহী পাবে কোন মতে॥
একাশ্রয় করি যদি অন্য ত্যাগ করে। তবেই গমন তার হয় স্থানান্তরে॥
দৃষ্টান্তালঙ্কার অন্য করহ শ্রবণে। নাহি মিলে পূর্ব্বস্থ বস্তু পশ্চিম গমনে॥
এই রূপ জড়রতি রসে মন রয়। বল পরমাত্মরসে কি রূপেতে যায়॥
জড়ানুশীলনে জড় রতি কহে তায়। পররতি নিষ্ঠা একাত্মতা নাহি হয়॥

তথাহি গীতায়াং—

বিষয়া বিনিবর্ত্তন্তে নিরাহারস্য দেহিনঃ।
রসবর্জ্জং রসোহপ্যস্য পরং দৃষ্ট্বা নিবর্ত্ততে॥৫॥

পরমাত্ম রতি পাইলে জড়রতি যায়। একনিষ্ঠা হইলে পরে মোক্ষ গতি পায়॥
জড়ানুশীলন কার্য্য কিছু নাহি রয়। সুবিচারে বুঝ বিদ্যাধর মহাশয়॥

যথা তত্রৈব—

যস্ত্বাত্মরতিরেব স্যাদাত্মতৃপ্তশ্চ সর্ব্বদা॥
আত্মন্যেব চ সংতুষ্টস্তস্য কার্য্যং ন বিদ্যতে॥৬॥

এ হেন আশ্রম ধর্ম্মে নাহি প্রয়োজন। আত্মরতি সুখে কাল করি যে যাপন॥
বিদ্যাধর বলে তব বাক্যে হাসি পায়। এ সব বিচার তুমি পাইলে কোথায়॥
যুক্তি অনুভব কার্য্যে বলহ বচন। প্রবল বস্তু শক্তি না জান কারণ॥
প্রথমতঃ গৃহরতি আশ্রয়তা করে। ক্রমে পরমাত্ম রতি তারে আসি ধরে॥
ধর্ম্ম পরধর্ম্ম এই পর পরস্থিতি। তাহাতেই পর রসে একনিষ্ঠা স্থিতি॥
অস্মৃতি শূন্য পরমাত্ম রসে রত। করিয়া না করে কার্য্য শাস্ত্র সুসঙ্গত॥

তথাহি গীতোপনিষদি—

যোগযুক্তো বিশুদ্ধাত্মা বিজিতাত্মা জিতেন্দ্রিয়ঃ।
সর্ব্বভূতাত্মভূতাত্মা কুর্ব্বন্নপি ন লিপ্যতে॥৭॥

দেব বিদ্যাধর মুখে শুনিয়া বিচার। বিস্ময় হইল শ্যাম না আইসে উত্তর॥
বিদ্যাধর বলে এবার করহ বিবাহ। সম্বন্ধের আয়োজন আনিয়া ধরহ॥
কৃষ্ণ বলে আমি পরমাত্ম রসে ভাসি। বিবাহাদি কার্য্য কিছু নাহি ভাল বাসি॥

Scanned by TapScanner

রাই বলে আমি হই সিদ্ধ বিদ্যাধর। ভূতাদি ত্রিকাল বেদ্য আমার অন্তর॥
পরমাত্মরসে স্থিত আমি সব জান। মোর অগ্রে কিছু আর না কর গোপন॥
পরস্ত্রী পাইলে কেন বিবাহ করিবা। অধর্ম্মে মজিলে ধর্ম্মে কেমনে আসিবা॥
কৃষ্ণ বলে পরদারা স্বপনে না জানি। দেব বলে রাধা কিনা নাহি জানি আমি॥
তাহার কপট প্রেমে পড়িয়াছ তুমি। কি করিয়া হিত বাক্যে উদ্ধারিব আমি॥
যদি বল তার প্রেম নাহিক কপট। তবে শুন আমি কিছু করি যে প্রকট॥
অভিসার করাই তোমার বকুল কুঞ্জেতে। বিঘ্নে যাইতে নারি সুখে রহেন গৃহেতে॥
কত কষ্টে যাই তুমি কুঞ্জ সাজাইলে। পরিশ্রমে কাম বাণে কত কষ্ট পেলে॥
নিজ সুখ নাহি ভেল তোমারে নাচাই। দুঃখ শান্তি নাহি করে কাহারে পাঠাই॥
নিজেন্দ্রিয় প্রীতি যাহা তাহা এই রীতি। বুঝিয়া দেখহ মনে তুমিত সুমতি॥
তব মানে নিজেন্দ্রিয় না দেখি তর্পণ। ব্রাহ্মণেরি বেশে আসি করে সমাপন॥
কুঞ্জে বসি সখী সহ গাথে ফুল মালা। গো ভূষণ লাগি তুমি মালা যে চাহিলা॥
মালা নাহি দিব আর বিপদে ডারিল। গোবধ পাতকী করি কলঙ্ক উঠাল॥
সে অসুর হয় নহে গরুর বাছুর। মারি উপকার সবায় করিলে প্রচুর॥
কলঙ্কের ভয়ে তুমি বিনতি করিলা। সর্ব্ব তীর্থ স্নান তব প্রায়শ্চিত্ত দিলা॥
মোদের স্পর্শিবে তুমি তীর্থ স্নান করি। নিজেন্দ্রিয় তৃপ্তিকাম ইহাকে যে ধরি॥
যখন কামেতে পীড়া পুরুষে আদর। তাহা না হইলে সদা করে অনাদর॥
তীর্থ আনি নিজ কুণ্ড তুমি বনাইলা। ইর্ষা করি রাধা নিজ কুণ্ড যে করিলা॥
তাহার কপট প্রেমে তুমি বশ হইলা। রাসে গোপী ত্যজি তারে লইয়া চলিলা॥
ফল ফুল তোড়ি তার তোষ বেশ কর। যোগ পেয়ে নিজ সুখে বলে যাইতে নার॥

ততো গত্বা বনোদ্দেশং দৃপ্তা কেশবমব্রবীৎ।
ন পারয়েহহং চলিতুং নয় মাং যত্র তে মনঃ॥৮॥ শ্রীভাগবত

স্কন্ধে করি লহ মোরে যথা ইচ্ছা চল। একি প্রেম হয় তুমি সুবিচারে বল॥
রাধার কৈতব প্রেম ফাঁদেতে জড়িত। হইলে হিত বলি না কর আচরিত॥
কৃষ্ণ বলে তব বাক্য সঙ্গে পাই সুখ। শব্দার্থ শুনিয়া মোর ফাটি যায় বুক॥
ত্রিভুবন মধ্যে হেন নাহি কোন জন। মোর সহ এতকাল করয়ে কথন॥
কোথা হৈতে এলে তুমি কোন মহাজন। আমারে রাখহ তুমি করি আকর্ষণ॥
বিদ্যাধর বলে যে যার হিতকারী। এই রূপ তার সঙ্গে হওত পিয়ারি॥
কৃষ্ণ বলে হিতকারী হও বিদ্যাধর। রাধা প্রেম মহিমা তব না হয় গোচর॥

Scanned by TapScanner

তথাহি শ্রীগোপীপ্রেমামৃতে—

অকৈতবশুদ্ধসত্ত্বং রাধা প্রেমামৃতাম্বুধিং।
স্পর্শন্তি যে তথা শুদ্ধা রাগমার্গানুগামিনঃ॥৯॥

অভিসার কালে তার বিঘ্ন উপস্থিত। শীঘ্র কার্য্য সারি যাব মনেতে বিধৃত॥
অন্যেতে আমার সুখ না জানিয়া তায়। অন্য নিজ জন মোরে শীঘ্র না পাঠায়॥
উপায় না দেখি শীঘ্র সখী পাঠাইল। দৈবযোগে তার সহ সাক্ষাত নহিল॥
মান করি অন্নত্যাজি গৃহেতে আইল। গব্য ফল খাই রাধা আহার ত্যজিল॥
খাদ্যাভাবে শীর্ণ কায় চলিতে না পারে। রাই মোর দুঃখে আইসে মান ভাঙ্গিবারে॥
মানান্তে যে সুখ হাতে করান ভোজন। প্রাণ দিয়া কত সেবা আমার করেন॥
মোর সুখ লাগি নিজ দুঃখ নাহি গণে। নিজ ভোজনাদি সব হন বিস্মরণে॥
সেহ মোর সুখ লাগি ভোজন ভূষণ। রাধা প্রেম সুনির্ম্মল করহ ধারণ॥

তথা তত্রৈব—

নিজাঙ্গমপি যা গোপ্যো মমেতি সমুপাসতে।
তাভ্যঃ পরং ন মে পার্থ নিগূঢ়প্রেমভাজনম্॥১০॥

গোবধ করি রাধা আমারে ভৎর্সিল। বেদস্তুতি হইতে তাতে মনোহরি নিল॥
মোর কীর্ত্তিসুখ লাগি সদানুরাগিনী। তার সব কৃত্যে মোর সুখে রহে প্রাণি॥
মোর যশঃ সুখ লাগি তার ব্যবহার। আমার গোচর তাহা না জানয়ে পর॥
স্কন্ধে চড়িতে যবে বলেন বচন। স্বাধীন ভর্ত্তৃকা হন রাধিকা তখন॥
অধিন নায়ক স্কন্ধে চড়া যুক্ত হয়। বেশ সুশ্রূষা নায়ক দ্বারাতে করয়॥

স্বাধীনঃ স্বন্নিধৌ কান্তঃ স্বনিদেশং বহন্মুদা।
যস্যাঃ সংবর্ত্ততে সাহি সাধীনভর্ত্তৃকা স্মৃতা॥১১॥ কাব্যালঙ্কার

তদা রসিত রসিক রস শাস্ত্রে কয়। রাধা প্রেম সুনির্ম্মল শুন মহাশয়॥
মৃদু হাসি রাই বলে দোষে গুণ কর। তব অগ্রে আমি কি আর করিব উত্তর॥
গরলের সহোদর* বাক্য তব শুনি। নির্গুণ পুরুষ তুমি জানিলাম আমি॥
অকর্ম্ম অধর্ম্ম পথে সদা মত্ত রহ। আমার বাক্যেতে কেনে করিবে আগ্রহ॥
ব্যাজস্তুতি অলঙ্কারে শ্রীরাধা বচন। রাধাবাক্য শক্তি তাতে শ্যাম সুখ পান॥
কুন্দলতা ধনিষ্ঠাদি শুনি এ বৃত্তান্ত। শ্রীরাধা নিকট যান হইয়া একান্ত॥
বিদ্যাধর সহ শ্যামের কথোপকথন। দেখিয়া মুচকি হাসি বলেন বচন॥

** সহোদর, গরল পক্ষে অমৃত। নির্গুণ গুণহীন, পক্ষে গুণাতীত, ধর্ম্মাতীত, ধর্ম্মাধর্ম্মাতীত।*

Scanned by TapScanner

বিদ্যাধর নিজভগ্নী সঙ্গেতে আনিত। এ স্থানে শ্যামের সহ বিবাহ হইত॥
দুরে ঘর শুভ কার্য্যে কেনে কর দেরি। শ্যাম গলে মালা দিয়া লেহ তুমি ফিরি॥
সেই মালা পুনঃ নিজ ভগ্নীতে প্রদান। করিবে গন্ধর্ব্ব বিবাহতে সমাধান॥
কৃষ্ণ বলে কি তোমরা কর ব্যবহার। বিজ্ঞবরে পরিহাস কলঙ্ক সংসার॥
কুন্দলতা বলে দেব অঙ্গ ঘর্ম্ম হয়। বস্ত্র খুলি ব্যজন করা সেবা ভাল হয়॥
ভ্রূকুটি করিয়া রাই কুন্দ পানে চায়। ভ্রূকুটি দেখিয়া শ্যাম হয়েন বিস্ময়॥
কুন্দলতা নিজ হস্তে করেন ব্যজন। ধনিষ্ঠা করয়ে বলে বস্ত্র উতারণ॥
নহি নহি বলে রাই খোলে বল করে। বাহির হইল রাধার দিব্য কুচ ভারে॥
রাই দেখি শ্যাম সুখী রাই মুখ চাই। বলেন ব্যজন কর খোলা কার্য্য নাই॥
কৃষ্ণ নর্ম্মসখা বটু সুবলাদি জন। নানা নর্ম্ম পরিহাস আনন্দিত মন॥
বিদ্যাধর বেশ রাখি নিজ পরিধান। করি দোহে সুখে বৈসেন রত্ন সিংহাসন॥
আনন্দেতে দোহ জন সুখে করু কেলি। নিজ নিজ মন্দিরে সবে চলি গেলি॥
সময় জানিয়া আসি করয়ে সেবন। আনন্দে করেন দোহে তাম্বুল চর্ব্বণ॥
সবা সহ মেল হই দেব বেশ পরি। আনন্দে জাবটে চলেন স্মরিয়া শ্রীহরি॥
সখীর মধ্যেতে হইল আনন্দ কন্দোল। প্রেম পরিচয় লীলা সম্পূর্ণ হইল॥
রাধাকৃষ্ণ লীলারসে সদা মগ্ন মন। রাধাকৃষ্ণ সুখ বিনা নাহি অন্য মন॥
স্থূল দেহে শুদ্ধবৈধি ভক্তি আচরণ। সিদ্ধ দেহে রাধাকৃষ্ণে লীলার স্মরণ॥
ভক্তি অধিকারী হইয়া যে করে শ্রবণ। রাধা কর্ত্তৃক শ্রীকৃষ্ণের প্রেম পরীক্ষণ॥
সেই জন ভাগ্যবান্ সংসার ভিতরে। তাহার চরণ ধরু মস্তক উপরে॥
শ্রীগৌরাঙ্গ নিত্যানন্দ অদ্বৈত চরণে। বিলুঠিত মনোভৃঙ্গ রহু অনুক্ষণে॥
শ্রীপাদ বৈষ্ণব পদ সদা করি আশ। বৈদগ্ধ বিলাস কহে মনোহর দাস॥

ইতি শ্রীবৈদগ্ধবিলাস সপ্তম প্রকাশঃ।

Scanned by TapScanner

অথ দাসীলীলা অষ্টম প্রকাশঃ

দাসীরূপেণ যঃ পূর্ব্বং শ্রীরাধাং সেবতে ক্বচিৎ।
সোহয়ং গৌরাঙ্গরূপঃ সন্ গদাধরং তদীয়তি॥১॥

জয় গৌরহরি জয় নিত্যানন্দ রাম। জয়াদ্বৈত মহাবিষ্ণু চিদানন্দ ধাম॥
জয় গদাধর জয় গৌর-ভক্তবৃন্দ। কৃপা করি দেহ সবে চরণারবিন্দ॥
সদানন্দময় সদা নিত্য বৃন্দাবন। বন উপবন আদি পরম শোভন॥
রসকলানিধি যুবদ্বন্দ্ব সদা স্থিতি। নানা লীলা-রঙ্গরসে বিহরয়ে নিতি॥
নানা ভাব রসে আর সদা মত্ত মন। মহানন্দ সুখ তাহে করে আস্বাদন॥
আনন্দ বিলাস সব সর্ব্বানন্দ ধাম। সে দ্বারে ভক্তের পরিপূর্ণ মনস্কাম॥
নব নব লীলা নব নব বৃন্দাবন। নব যুবদ্দ্বন্দ্ব নব রসে রসায়ন॥
পরস্পর প্রীতে দোহে আপন না জানে। পরস্পর সুখে দোহ হন নিমগনে॥
পরম পীরিতি যাহা তাহা এই রীতি। সুরসিক ভক্ত বিনা নাহি পায় গতি॥

অচিন্ত্যাঃ খলু যে ভাবা ন তাংস্তর্কেণ যোজয়েৎ।
প্রকৃতিভ্যঃ পরো যস্ত তদচিন্ত্যস্য লক্ষণমিতি॥২॥ সিদ্ধান্তরত্নং

একদিন নন্দীশ্বরে সুবল সঙ্গেতে। শ্রীরাধার প্রেম কৃষ্ণ লাগিল বলিতে॥
সখাহে এরূপ কভু দেখি শুনি নাই। কোন বিধি কিবা দিয়া গঠেছেন রাই॥
যেই ভাব তার আমি আস্বাদিতে চাই। বিন্দুমাত্র স্পর্শি তার সুখে মাতি রই॥
কত সুখ পাই আমি তার অন্ত নাই। ক্ষণে না দেখিলে কল্পসম দুঃখ পাই॥
তার মুখে মৃদু হাসি মধুর বচন। দর্শন শ্রবন লাগি কাঁদে মোর মন॥
রাধার মূরতি যদি দরশন পাই। অন্য কিছু নাহি দেখি সব ভুলি যাই॥
রাধার মূরতি যদি দেবতা হইত। মন্দির করিয়া আমি সতত সেবিত॥
তাহা না হইল মোর সাধ না পূরিল। কৃতজ্ঞতা শূন্য মোর জগতে রহিল॥
যার প্রেম গুরু মোর হইয়া বিখ্যাত। সর্ব্ব রসকলা বিদ্যা করিল সাক্ষাত॥
যাহার গুণেতে আমি হইলাম গুণী। যার প্রেমধনে আমি হইলাম ধনী॥

তথাহি শ্রীগোপীপ্রেমামৃতে—

সহায়া গুরবঃ শিষ্যা ভূজিষ্যা বান্ধবাঃ স্ত্রিয়ঃ।
সত্যং বদামি তে পার্থ গোপ্যঃ কিং মে ভবন্তি ন॥৩॥

আমার সেবায় তার অষ্টকাল যায়। নিজ দুঃখ নাহি গণে মোর সুখ চায়॥
বল সখে আমা হইতে কিছু না হইল। পুরুষ জনম আমি বৃথা যে ধরিল॥

Scanned by TapScanner

রমণী হইত যদি সঙ্গেতে রহিত। মন সাধে কত সেবা থাকিয়া করিত॥
ভাবিতে ভাবিতে কৃষ্ণের তদাকার ভেল। রাধা-দাসী করি যেন আপনা জানিল॥
সুবলের প্রতি তবে বলেন বচন। গরিবিনী দাসী বেশ করহ রচন॥
পরম করুণাময়ী রাধা বিনোদিনী। অবশ্য দিবেন সেবা দেখিয়া দুঃখিনী॥
ক্ষণকাল যদি আমি রাধা সেবা পাব। নানা মণি রত্ন দিয়া সে ক্ষণ বান্ধিব॥
তাহার উপরে মোর রাখিয়া যে মন। চিরকাল সুখে মুই করিব যাপন॥

তথাহি গ্রন্থকারস্য—

যদা প্রাপ্তো রাধাসুখময়মিদং সেবনমহং
তদাবদ্ধা ক্ষিপ্রং কনকনিবহৈস্তৎক্ষণমপি।
মুদা ধৃত্বা তস্যোপরি মম মনঃ খেদনগতং
সদা ধৎস্যে কালং সুখপরিণতং জীবনযুতং ॥৪॥

সুবল বলেন ভাল পরাইব সাজ। এক পন্থ মিলিবেক তুহু দোন কাজ॥
এতেক বলিয়া কৃষ্ণের দাসী বেশ করে। কি অপূর্ব্ব শোভা তার জগমনোহরে॥
নির্জ্জন গৃহেতে দুজন যাই। সুবল দেওত বেশ বানাই॥
পাটল রঙ্গের মোটালি সাড়ি। সুবল পরায় দুহাতে ধরি॥
বক্ষেতে সকুচ কাচলী দেল। উপরে উড়নি উড়ই পিল॥
মস্তকে কৃত্রিম কেশের খোপা। ঘুঁঘুর বালাতে শোভিত দুপা॥
হাতে বলয়া কঙ্কন চুড়িকা। ঝুটা মুকুতা শোভিত নাসিকা॥
কাঁচের মালিকা দেওল গলে। রাঙ্গের টিকলি দেওল ভালে॥
অঙ্গুলে অঙ্গুরি বাজু বাহুতে। কিঙ্কিণী শোভিত ক্ষীণ কটিতে॥
গমন মধুর চাহনি স্থির। দাসী বলি শ্যাম ভেল বাহির॥
বস্ত্রের পুটলি এক হাতেতে ধরিল। চিরণী দর্পণ মালা তাহাতে পুরিল॥
স্ত্রীবেশের আর কত দ্রব্য তাতে ধরে। গোপনে যাবট পথে চলে ধীরে ধীরে॥

তথাহি তত্রৈব—

অগ্রীকৃতং বামপদং হি তেন কৃষ্ণেন দাসীবররূপকেণ।
দৃষ্টেন কেনাপি সচাতুরেণ ভাবেন বাক্যেন চ গোপিতেন॥৫॥

রূপ দেখি পথিমধ্যে কেহ জিজ্ঞাসয়। চাতুরী বাক্যেতে বঞ্চি সুখে চলি যায়॥
পরে ক্রমে উপস্থিত যাবট নগরে। যাবট যুবতি দেখি হরিষ অন্তরে॥
কোথা হতে এলে তুমি যাবে কোন স্থানে। সঙ্গে সঙ্গে চলে কেহ করিয়ে পুছনে॥
বামা স্বরে তাদের প্রতি সুমিষ্ট বচন। বলে মথুরাতে ঘর যাব রাধা-স্থান॥

Scanned by TapScanner

পরে উপস্থিত হন শ্রীরাধা-মন্দিরে। এক সখী দেখি কৃষ্ণ জিজ্ঞাসেন তারে॥
অতিমৃদু বামাস্বরে দুঃখিনীর প্রায়। কোথায় রাধিকা গৃহ আছেন কোথায়॥
কোন কার্য্যে তার স্থানে আইলাম আমি। বিদেশিনী হই তাঁকে দেখাও আপনি॥
সে শব্দ শ্রবণে রাই জিজ্ঞাসে সখীরে। কে মোরে পুছয়ে সখি রাধানাম করে॥
সখী বলে শ্যামবর্ণ কন্যা বিদেশিনী। রাই বলে এথা আন বৃত্তান্ত যে জানি॥
সখী বলে এথা আইস শ্যাম চলি যায়। সখী মধ্যে বৈসে রাধা দেখিবারে পায়॥
তথাপি না জানি ভাবে জিজ্ঞাসে সবারে। কে রাধিকা হয়েন সবে দেখাহ আমারে॥
সখী বলে এই রাধা মধ্যেতে বৈসয়। এস্ত ব্যস্ত হয়ে শ্যাম প্রণাম করয়॥

তথাহি শ্রীগীতগোবিন্দে—

বিরচিতচাটুবচনচরনং চরণে রচিতপ্রণিপাতং ॥৬॥

শ্যাম সুচিকন রূপ দেখি চমৎকার। আদর করিয়া রাই বলে বসিবার॥
সখী দিলেন আসন শ্যাম তাহে না বসিয়া। ভূমিতে বসেন যেন দুঃখিনী হইয়া॥
রাই বলে কি নাম তব কোথা তব গৃহ। কোন বর্ণ কি হেতু এলে বিবরিয়া কহ॥
ভর্ত্তা কর্ত্তা কে তোমার একা কেনে ফির। প্রথম যৌবনী তুমি রূপ মনোহর॥
বিশেষ্যের অন্যথা স্থিতি শ্লিষ্ট বিশেষণে। সমাসোক্তি অলঙ্কারে বলেন বচনে॥
ভর্ত্তা কর্ত্তা শূন্য আমি হই বহু দিন। রক্ষিতা শূন্যতা হয়ে করি যে ভ্রমণ॥
বৈশ্য বর্ণ হয় মোর ভাবের কারণ। মথুরাতে সদা স্থিতি করি নিবেদন॥
রমিকা করিয়া নাম হয়ত আমার। পিতা মাতা গৃহে বাস প্রায় চিরকাল॥
গরিব বৈশ্যার কন্যা কষ্টে দিন যায়। দেহের নির্ব্বাহ হেতু চিন্তিনু উপায়॥
তোমার মহিমা আমি লোক মুখে শুনি। দাসী কার্য্য লাগি তবে আইলাম আমি॥
ইহ পরকালে হিত মনেতে জানিনু। তোমার চরণ আমি শরণ লইনু॥
দাসী করি রাখ মোরে নিজ সেবা দেহ। সকল সঙ্কট হইতে মোকে উদ্ধারহ॥
লোক মুখে রূপ গুণ করিনু শ্রবণ। যে যাহা বাঞ্ছয়ে তাহা করহ পূরণ॥
গুণ হীনা গরিবিনী কুরুপিণী হও। নিজগুণে মোর প্রতি সদয়তা রও॥
মৃদু স্নিগ্ধ দৈন্য বাক্য শুনি রাধারানী। স্নেহেতে পুরল অন্তর তাহে কহে বাণী॥
রহ মোর কাছে তব কোন চিন্তা নাই। কিরূপে থাকিবে বল কিবা তব চাই॥
রমিকা বলয়ে আমি কিছু নাহি চাই। দেহ মাত্র নির্ব্বাহ করি তোমারে সেবই॥
রাই বলে দাসী বল কি সেবা করিবে। দাসী বলে যখন যাহা উপস্থিত হবে॥
রাই বলে সকল সেবা কিরূপে জানিবা। শ্যাম বলে সব হবে চাহি তব কৃপা॥
ভাব ভক্তি দেখি রাই সবা প্রতি বলে। অনুগ্রহ করি একে রাখহ সকলে॥

Scanned by TapScanner

দুঃখিনী দাসিটী দেখি স্নেহ হয় মন। শ্যামবর্ণ সর্ব্ব অঙ্গ সুন্দর গঠন॥
আর সখি দেখ দুটি সুন্দর নয়ন। শ্যাম নেত্র তুল্য কিনা বঙ্কিম শোভন॥
আর দেখ ওষ্ঠ যুগ্ম পক্কবিম্ব প্রায়। নাথ ওষ্ঠ তুল্য দেখি হয় কি না হয়॥
পদের ভঙ্গিম আর ক্ষীণ কটি দেখ। শ্যামের সারূপ্য দাসী দেখি পাই সুখ॥
উৎপ্রেক্ষালঙ্কারে দাসী প্রশংসিয়া রাই। সখী প্রতি বলে কিছু হর্ষতা ধরই॥
যত্ন বেশ ভূষা বিনা না হয় প্রকাশ। দেখা যাবে সখি যদি থাকয়ে সকাশ॥
এত বলি রাখিলেন নিজ দাসী করি। সেবা করি বাঞ্ছা পূর্ণ করেন শ্রীহরি॥

তথাহি গ্রন্থস্য–

কেয়ং বামং বদতি সখি হে বৈশ্যকন্যা কিমর্থং
প্রাপ্তা দাস্যং তব মৃগয়তে চানয়ামুং মমাগ্রে।
দৃষ্ট্বা হৃষ্টা মুহরিতি তথা কুর্ব্বতী তাং বিদিত্বা
দাসীবেশো হরিরূপযযৌ সেবনে সৌখ্যরাশিং॥৭॥

কেহ কিছু না বলিতে সেবা কাল জানি। পরম প্রীতিতে সেবে সেবা চতুরিনী॥
যখন রাধার হয় শয়ন সময়। দিব্য শয্যা করি শ্যাম পূর্ব্বেতে ধরয়॥
দিব্য বস্ত্র পুষ্প দিয়া শয্যা শোভা করে। সম্পুটাদি নানা দ্রব্য ধরে থরে থরে॥
নিজ হস্তে নানা শিল্প করিয়ে নির্ম্মাণ। অপূর্ব্ব করিয়া শ্যাম শয্যাকে সাজান॥
শয্যার সুগন্ধি ছটায় নাসা নেত্র ভরে। শয়নে আহ্লাদ চিত্তে আনন্দ শরীরে॥
নির্ম্মাণ করিয়া শয্যা সুবর্ণ পাদুকা। রাই পাদপদ্মে দেন হয়ে সমুৎসুকা॥
ধীরে ধীরে করেন রাই পদের চালন। ব্যজন করিয়া চলেন রসিকা তখন॥
শয্যা দেখি সকলে হন চমৎকার। শয়নে আহ্লাদ মন সুখের নাহি পার॥
বিস্ময় হইয়া রাধা সখী প্রতি কয়। গরিবিণীর এই কার্য্য কভু নাহি হয়॥

তথা সখীং প্রতি রাধাবাক্যং–

বরকুসুমনিবেশ প্রক্রিয়াসৌষ্ঠবেন প্রকটিতসুখশয্যাদিব্যবস্ত্রোজ্জ্বলশ্রীঃ।
হৃদি বিনিহিতকম্পা দুষ্টিনীতা বরেষা ন সখি গরিবিণীয়ং হ্যাগতা চিত্তশঙ্কা॥৮॥

জানে পাছে মনে ভয় এস্তে ব্যস্তে কয়। কংসরাণী-দাসী কার্য্যে মোর স্থিতি হয়॥
তাহাতে যে কিছু জানি তোমার কৃপায়। এত বলি ধীরে ধীরে ব্যজন বীজয়॥
কিঞ্চিৎ বিশ্রাম করি উঠিলেন রাই। বসিবার আসন দাসী করেছেন যাই॥
মুখ প্রক্ষালন লাগি সুবাসিত জল। মুখ মার্জ্জনের বস্ত্র রেখেছে সকল॥
আসনে বসিয়া রাই মুখ প্রক্ষালন। রাই হস্তে জল দেন করিয়া যতন॥
সূক্ষ্ম বস্ত্র দিয়া রাধার শ্রীমুখ মার্জ্জন। অঙ্গ নাহি স্পর্শ হয় এরূপে করেন॥

Scanned by TapScanner

রচয় কুচয়োঃ পত্রং চিত্রং কুরুষ্ব কপোলয়ো-
র্ঘটয় জঘনে কাঞ্চী মঞ্জুস্রজা কবরীভরং।
কলয় বলয়শ্রেণীং পাণৌ পদে কুরু নূপুরা-
বিতি নিগদিতঃ প্রীতঃ পীতাম্বরোঽপি তথাকরোৎ॥৯॥ (শ্রীজয়দেব)

অঙ্গস্পর্শ গুণে রাই আমাকে জানিবে। এ সুখের সেবা মোর নাহিক হইবে॥
এই হেতু সাবধানে করেন সেবন। সেবাতে পরম সুখী শ্রীরাধিকা হন॥
বৈকালিক ভোগ দাসী করে আয়োজন। সে সেবার পরিপাটী না হয় বর্ণন॥
সিতোপলা মৎস্যণ্ডীর পানা করি ধরে। নানা দ্রব্য দিয়া তাহে কতেক প্রকারে॥
তর্মুজা খর্মুজা খিন্নি নানাজাতি ফল। দিব্য সংস্কার করি রাখিল সকল॥
তাহাতে যে কত মিষ্ট সংযোগ করিলা। এক ফলের অন্যাস্বাদ তাহাতে ধরিলা॥
নানা মেবা ফল রস বাহির করিয়া। পৃথক্ পৃথক্ ধরেন পাত্র ভরিয়া॥
সেহ রস কোন রস-সহ যোগ করি। মিষ্ট সুগন্ধিত করি রাখে পাত্র ভরি॥
ভোজনের কালে দ্রব্য পরীক্ষা করিতে। নানাদি কৌতুক হয় সখীর সহিতে॥
ক্ষীরৎকথি মিষ্টান্নাদি কতেক প্রকার। রাখিলেন অগ্র পশ্চাৎ করিয়া বিচার॥
স্বর্ণপাত্র ভরি তবে রাখে দিব্য বারি। দিব্যাসন দিয়া পরে ডাকে আইস প্যারী॥
সখী সহ তবে রাই আসিয়া বসিলা। এক এক দেখাই ভোজন করাইলা॥
ভোজনেতে পরিতৃপ্ত সখী সহ রাই। আচমন করি বৈসে সিংহাসনে যাই॥
তাম্বুলবীটিকা দাসী রাধা মুখে দেন। যাহার আস্বাদ সুখে সদা তৃপ্ত মন॥
চর্ব্বণের কালে মুখে সুগন্ধি উদয়। সর্ব্বদিকে সর্ব্বচিত্তে গন্ধে আমোদয়॥
সখীর সহিত রাই বসি সিংহাসনে। সেবা চরিত্ররূপ করয়ে বর্ণনে॥
মুখ নহে চন্দ্র যেন পঞ্চ উপচারে। পূজিয়া ধরিল বিধি আনন্দ অন্তরে॥
গন্ধ সুলাবণি, ওষ্ঠ বান্ধুলির ফুল। ধূপ সুসৌরভ্য, দীপ নয়ন চটুল॥
নৈবেদ্য অমৃত বাক্য স্বাদু অতিশয়। অপহ্নুতি অলঙ্কার করিয়া উদয়॥
সখি কোথা হইতে এই দাসীটী আইল। সেব্য চরিত্রেতে আমার পাগলী করিল॥
অধরোষ্ঠে মৃদু হাসি মৃদু কথা কয়। সুনম্র চাহনী মোর প্রাণ কাড়ি লয়॥
কতই দীনতা বাক্য ভাব ভঙ্গি করে। সেই সব সখী মোর জাগয়ে অন্তরে॥
সখি কি বলিব দশা জাগরে স্বপনে। রমিকা দাসীটী মোর সদা পড়ে মনে॥

যথা গ্রন্থস্য—

এষা কিং মোহিনী সখি কিম্বা দাসী কৃতাগতা।
কিম্বা মে হৃদয়ং ভিত্ত্বা প্রেমমূর্ত্তির্বহির্গতা॥১০॥

কত প্রীতে স্নেহে সখি মোর সেবা করে। নিজ দুঃখ নাহি গণে যত্ন না শরীরে॥
সখী বলে সুসাত্ত্বিক দাসীর স্বভাব। তব সেবা যাতে তাতে কি আর অভাব॥

তথাহি স্তবাবল্যাং—

লক্ষ্মীর্যদঙ্‌ঘ্রিকমলস্য নখাঞ্চলস্য সৌন্দর্য্যবিন্দুমপি নার্হতি লব্ধুমীশে।
সা ত্বং বিধাস্যসি নচেন্মম দাস্যদানং কি জীবিতেন মম দুঃখদবাগ্নিদেন॥১১॥

শ্রীরাধা বলেন সখি করহ গমন। ভূষণ পেটারি মোর কর আনয়ন॥
পীত দিব্যবস্ত্রের যে আর এক পেটারি। যত্ন করি আন সখি অতিত্বরা করি॥
শ্রীরাধার বাক্যে সখী আনি ত্বরা করি। রাধার নিকটে তবে রাখিলেন ধরি॥
রমিকার প্রতি তবে বলেন বচন। উতারিয়া ভেল যত অঙ্গ আভরণ॥
বস্ত্র মোটা উতারিয়া পীত সাড়ি পর। বেশ ভূষা করি বহু সুন্দরতা ধর॥
রমিকা বলেন না না নাহি প্রয়োজন। এ বড় সুন্দর মোর বসন ভূষণ॥
বস্ত্র পুটলিতে মোর আছে কত আর। বিবাহের কালে পেয়েছি ব্যবহার॥
শ্রীরাধা বলেন খোল পুটলি তোমার। দেখি কি পেয়েছে তুমি বস্ত্র অলঙ্কার॥
খোলেন রাধিকা দেখেন কাষ্ঠের চিরণী। কাচের দর্পণ মালা ছিন্ন একোড়নি॥
রাই দেখি হাসি বলে দুরেতে ক্ষেপন। করি দিব্য পর এই বস্ত্র আভরণ॥
সখী সহ রাই বলে রমিকা না মানে। শ্রীরাধার সুখসেবা যাবে মনে গণে॥
শ্রীরাধিকা বলে এই গরিবিণী হয়। লজ্জা শঙ্কা করে মনে জানিনু নিশ্চয়॥
নিজে না পরিবে এহ বলেতে পরাও। তুচ্ছ অলঙ্কার বস্ত্র খুলিয়া ফেলাও॥
শ্রীরাধা-বচনে দুই সখীজন ধরে। অঙ্গ আভরণ সব উতারণ করে॥
কাঞ্চলী খুলিতে দেখে কৃষ্ণ বক্ষস্থল। নাহি খুলি ঢাকি তথা লজ্জাতে চলিল॥
রঙ্গদেবী সুদেবী তবে বলে দুই জন। মোরা না খুলিতে পারি কাচলী বন্ধন॥
চিত্রা ইন্দুলেখা বলে হায় বড় কায। কাচলী খুলিতে নার নাহি পাও লাজ॥
এত বলি খুলিবারে করেন গমন। কুচে হাত দিয়া শ্যাম করে নিবারণ॥
বলে খুলি দেখে তবে কৃত্রিম কাচলী। কুচ হাত লজ্জা পেয়ে দুরে চলি গেলি॥
খুলিতে না দেয় বলে কঠিন বন্ধন। ললিতা বিশাখা যাই খোলে দুই জন॥
সাড়ি অগ্রে খুল পরে কাচলি খুলিবে। মনে জানি তবে বুঝি খুলিতে পারিবে॥
চিত্রা ইন্দুরেখা যদি এতেক বলিল। হেলা প্রকাশিয়া তবে দুজন চলিল॥
ললিতা বিশাখা বলে হায় কি হইল। দাসীটীকে ধরি বেশ খুলিতে নারিল॥
এত বলি তবে যান খুলিবার তরে। সর্ব্ব অঙ্গ স্পর্শি শ্যাম নিষেধ যে করে॥
বলেতে কটির বস্ত্র করে উদ্‌ঘাটন। শ্যামের শ্রীঅঙ্গ দেখি লাজে ভরে মন॥

Scanned by TapScanner

ক্রোধাবেশে রাধা প্রতি বলয়ে বচন। তব দাসী মোদের নাহি করয়ে গণন॥
স্বয়ং যাই খোল নিজ দাসীর বসন। বড় ভাল বাসা নাহি করিবে রোধন॥
শ্রীরাধা বলেন সখি হদ্দ যে করিলে। এক দাসীর বস্ত্র সবে খুলিতে নারিলে॥
এত বলি দাসী ধরি খোলয়ে বন্ধন। রসিক শেখর করে রসের ক্রন্দন॥
রাই বলে রোগী দুঃখী দুই সম হয়। দ্রব্যের পশ্চাৎ গুণ নাহিক জানয়॥
এত বলি বল করি বস্ত্র উঘারয়। অঙ্গ দেখি দেখে নিজ নাথ শ্যামরায়॥
রাই বলে ভাল ভাল রসিক নাগর। কে তোমাকে শিখাইল এই ব্যবহার॥
জন্মে জন্মে দাসী আমি তব শ্রীচরণে। তুমি দাসী হলে নাথ কিসের কারণে॥
পদে ধরি পাদুকা নাথ পরালে চরণে। স্মরিয়া তোমার কার্য্য লাজ পায় মনে॥

তথাহি গ্রন্থস্য কৃষ্ণং প্রতি রাধাবাক্যং-

ধন্যো ধন্যো রসিকসুমণিঃ শিক্ষণস্তে কুতস্মাৎ
গাঢ়ং গূঢ়াকৃতিরপি তয়া সেবনাকুতশালী।
হস্তে ধৃত্বা মম পদযুগং পাদুকাং যোজয়ংস্তৎ
কার্য্যং চিত্তে স্মরণপদগংলজ্জিতা রাধিকেয়ং॥১২॥

ভাল সে কথার আর নাহি প্রয়োজন। এত বলি সেবে রাধা গোবিন্দ-চরণ॥
গৃহ মধ্যে দিব্যাসনে নাথে বসাইল। দিব্য স্বচ্ছ জলে পরে স্নান করাইল॥
দিব্য সূক্ষ্ম পীত বস্ত্র মণি অলঙ্কার। পরাইল শোভে শ্যাম পরম সুন্দর॥
দিব্য চূড়া পুষ্প মালা চন্দনে চর্চ্চিত। কোটিকাম চন্দ্র জিনি শোভা পায় কত॥
নানা দ্রব্য করি নাথে করান ভোজন। সিংহাসনে বসি করে তাম্বুল চর্ব্বণ॥
শ্যাম বামে স্থির বিজুরী রাধিকা শোভিলা। নানা সেবা সেবাপরা করিতে লাগিলা॥
নানা নর্ম্ম পরিহাস সহ সখীগণ। পরম প্রমোদ পুর্ণ সবাকার মন॥
শ্রীরাধামন্দিরে রাত্রি করি বিলসন। প্রাতঃকালে নিজ গৃহে করেন গমন॥
শ্রীগোবিন্দ শ্রীরাধার হয়ে প্রেমাধীন। দাসী হয়ে শ্রীরাধাকে করেন সেবন॥
ইহা পর সুখ পরমার্থ নাহি আর। সর্ব্ব পুরুষার্থের এই হয়েন আধার॥

তথাহি শ্রীবারাহে—

তবাস্মি রাধিকাকান্ত কর্ম্মণা মনসা গিরা।
কৃষ্ণকান্তে তবৈবাস্মি যুবামেব গতি র্মম॥
কৃষ্ণপ্রিয়াদাসীভাবং সমাশ্রিতঃ প্রযত্নতঃ।
তৎপরা পরমাগতিঃ যা সদানন্দরূপিণী॥১৩॥

রাধাদাসী মাত্র যেই করে অভিমান। তার সর্ব্ববাঞ্ছা কৃষ্ণ করেন পূরণ॥
রাধার দাসিকা শ্যাম লীলা অনুপম। শুদ্ধভাবে এক চিত্তে যে করে শ্রবণ॥

Scanned by TapScanner

স্বয়ং দাসী হই সেবা সিদ্ধ দেহে করে। আত্যন্তিক সুখ প্রাপ্তি তাহার অন্তরে॥
কৃষ্ণ-রাধাদাসী লীলা যে করে পঠন। রাধাদাসী হই কৃষ্ণ পায় সেই জন॥
শ্রীগৌরাঙ্গ নিত্যানন্দ অদ্বৈত চরণে। বিলুঠিত মনোভৃঙ্গ রহু অনুক্ষণে॥
শ্রীপাদ বৈষ্ণব পাদ পদ্ম করি আশ। বৈদগ্ধ বিলাস কহে মনোহর দাস॥

ইতি শ্রীবৈদগ্ধবিলাসে অষ্টম প্রকাশঃ।

কুসুমবিহার নবম প্রকাশঃ

কুসুমস্য বিলাসে যচ্চতুর্ভূর্জাত্মতা ব্রজে।
তদাবিষ্টো গদাধরেণোদ্যানে সম্বিভাতি সঃ॥১॥

জয় গৌরচন্দ্র জয় নিত্যানন্দ রাম। জয়াদ্বৈত মহাবিষ্ণু চিদানন্দ ধাম॥
জয় গদাধর জয় গৌরভক্তবৃন্দ। কৃপা করি দেহ সবে চরণারবিন্দ॥
জয় জয় ব্রজধাম সদা সনাতন। অনন্ত অখণ্ড জ্ঞান পূর্ণ পুরাতন॥
অচ্ছেদ্য অভেদ্য ব্রহ্মমণ্ডল শোভন। অসীম অপরিচ্ছেদ স্বরূপ লক্ষণ॥
লীলা হেতু হন ধাম সুমাধুর্য্য মূর্ত্তি। চতুরশিক্রোশ করি শাস্ত্রে করে কীর্ত্তি॥
ব্রজ চারি দিকে চারি দ্বার উচ্চতর। কোটিচন্দ্র সূর্য্য জিনি অতি প্রভাধর॥
মণিস্তম্ভ দিব্য রত্ন খচিত রচিত। রাধাকৃষ্ণ-নানালীলা তাহাতে চিত্রিত॥
চারিদ্বার শিখরেতে দিব্য চারি ঘড়ি। ঘন্টা শব্দ করে রাধা কৃষ্ণ-নামোচ্চারি॥
অনন্তাংশ দেব দ্বারী সহস্র বদন। সহস্র হস্তেতে শোভে অস্ত্র শস্ত্রগণ॥
বদন সহস্রে করে কৃষ্ণ গুণ গান। দ্বার রক্ষা করে সদা হয়ে সাবধান॥

সহস্রপত্রকমলং গোকুলাখ্যং মহৎ পদং।
তৎকর্ণিকারতদ্ধাম তদনন্তাংশসম্ভবং॥২॥ (শ্রীব্রহ্মসংহিতা)

ব্রজ মধ্যে বিংশক্রোশ স্থান বৃন্দাবন। পদ্মাকার ব্রজ মধ্যে দ্বিপদ্ম শোভন॥
বন উপবন কুঞ্জ মন্দির শোভিত। চারি দ্বার নিত্য লীলা চিত্র সুনির্ম্মিত॥
দিব্য চারি গোপ মুর্ত্তি চারিদ্বারে রয়। দ্বার রক্ষা করে সদা নিত্য লীলা গায়॥
তার মধ্যে পঞ্চক্রোশ কর্ণিকার স্থল। চারিদিকে চারিদ্বার করে ঝলমল॥
রতন প্রাচিরে ঘেরা মণিতে খচিত। যোগপীঠ রহোলীলা যাহাতে চিত্রিত॥
পরম রূপিণী দেবী গোপের সুন্দরী। দ্বার চারে চারি জন স্বর্ণ বেত্র ধরি॥
মধ্যে কল্পলতা ফল ফুলে শোভা পায়। আরাম কানন কুঞ্জ দিব্য জ্যোতির্ম্ময়॥
তার মধ্যে যোগপীঠ দিব্য শ্রীমন্দির। কোটিশশি জিনি প্রভা শোভে চারি দ্বার॥

Scanned by TapScanner

মন্দিরের চারি দ্বারে গোপিনী সুন্দরী। মধ্যে পদ্ম যোগপীঠ শোভে ঝলমলি॥
তার মধ্যে রত্নাসন সুযন্ত্রে স্থাপিত। নানা মণি মুকুতাতে সুতান খচিত॥
মন্দির বেঢ়িয়া অষ্ট মন্দির শোভিত। সুমেরু পর্ব্বত যেন পর্ব্বতে বেড়িত॥
ব্রজ বৃন্দাবন পঞ্চক্রোশ যোগপীঠ। নৈমিত্তিক নৃত্য স্থিত লীলার সুঘট॥

অনন্তপ্রকাশান্তরে লীলাভিশ্চ স দীব্যতি।
তথাপি দৃশ্যতে কৃষ্ণো বৃন্দাবনবনান্তরে॥৩॥ (বৃন্দাবন লীলামৃত)

যোগপীঠে স্থিতলীলা সহ পরিকরে। বৃন্দাবনে চল লীলা নিত্য যে বিহরে॥
ব্রজেতে নৈমিত্ত লীলা সেই পরিকরে। লীলাসুখে এক ধাম ত্রিধা রূপ ধরে॥
শ্যাম কলানিধি· ধীর ললিত নাগর। কেলি বিলাসেতে রত যাহার অন্তর॥
পরোঢ়া সমর্থারতি রাধাবিনোদিনী। ভাব হাব হেলা নানা ভাব বিভূষিণী॥
শ্রীগোবিন্দ-সুখ হেতু সহ সখীগণ। নানা লীলা কুঞ্জ সজ্জা করে আয়োজন॥
এক দিন জাবটেতে সখীগণ সঙ্গে। কৃষ্ণ নবসুখ লীলা করয়ে প্রসঙ্গে॥
সখীগণ প্রতি রাধা বলেন বচন। সখী এক কহি বাণী করহ শ্রবণ॥
সখিহে ফুলের সব করিয়ে নির্ম্মাণ। প্রাণনাথে সাজাইব হেন লয় মনং॥
সখী বলে এই কৃত্য পরম সুন্দর। শ্রীগোবিন্দ সুখ ইথে জানিনু বিস্তর॥
পুষ্প প্রিয় শ্রীমাধব ভাল করি জান। মন্দির মণ্ডন ফুলে করিব রচন॥
শ্রীরাধা বলেন সখি ভালত বচন। যাহা কিছু দ্রব্য ফুলে করহ রচন॥
এরূপে করহ যাহা কভু নাহি হয়। দেখি ভোগ করি নাথ নব সুখ পায়॥
এরূপ করিব তবে বলে সখীগণ। বনদেবীগণে তবে করেন আহ্বান॥
বৃন্দা বৃন্দারিকা বীরা বনদেবী যত। জলদেবী আসি সবে হন উপস্থিত॥
সবাকার প্রতি সখী বলেন বচন। যড় ঋতু বন পুষ্প কর আয়োজন॥
যুগ্ম ঋতু নব ফুল যত পরকার। পাত্র ভরি বর্ণে বর্ণে ধর থরে থর॥
জলদেবীগণ ঐছে পাইয়া বচন। শত শত দাসী সঙ্গে করে আয়োজন॥
সহচরী সঙ্গে যত বনদেবীগণ। বনে বনে পুষ্প তোলে করি অন্বেষণ॥
সখী বনদেবী দাসী যত সব জন। বনে বনে ফুল তোলে অতি হৃষ্ট মন॥
কেহ তোলে কেহ ধরে কেহ লয়ে যায়। ফুল তোলা মহারঙ্গ বৃন্দাবনে হয়॥
লীলার সহায় পৌর্ণমাসী সখাগণ। পুষ্পোৎসবে সবাকার আনন্দিত মন॥
চন্দ্রাবলী সখী পদ্মা শৈব্যা দুই জন। গৌরী তীর্থে বনপথে করয়ে গমন॥

চন্দ্রাবল্যাঃ পিতা চন্দ্রভানু র্বিন্দুমতী প্রসূঃ।
পদ্মাশৈব্যাসুবেলাদ্যাঃ সখ্যো গোবর্দ্ধনঃ পতি॥৪॥ (যামল)

Scanned by TapScanner

হেন কালে দেখে রাধাসহচরীগণ। পুষ্প ডালা দাসী মাথে করয়ে গমন॥
কেহ তুলে কেহ ধরে কেহ লয়ে যায়। এইরূপ সর্ব্বত্রতে দেখিবারে পায়॥
দেখিয়া বিমর্ষ চিত্তে রাধাসখী প্রতি। জিজ্ঞাসে কি জন্য এত পুষ্পের সঙ্গতি॥
জানিলে অনর্থ হবে মনে ভয় পাই। অর্থান্তর অলঙ্কারে বলে চতুরাই॥
কংসরাজ পুষ্প রথ সজ্জার কারণে। আয়ানের প্রতি বলে পুষ্প আয়োজনে॥
আয়ান আসিয়া জটিলার প্রতি বলে। জটিলা প্রেরণ করে আমা যে সকলে॥
কি করি বৃদ্ধার কর্ম্ম না করিলে নয়। সে কারণে ফুল তুলি মোরা যে ফিরয়॥
শ্রীরাধার সখী যদি এতেক বলিল। মনের সন্দেহ তাদের নাহিক ঘুচিল॥
চন্দ্রাবলী প্রতি যাই করেন প্রকট। রাধিকার পুষ্প তোলা মহা যে সংঘট॥
চন্দ্রাবলী বলে ইহা না রবে গোপন। কার্য্যতেই ব্যক্ত হবে সকল কারণ॥
এইরূপ চন্দ্রাবলী সখীর সহিতে। বিতর্ক করুণ নানা শ্রীগৌরী তীর্থেতে॥
এথা বৃন্দাবনে পুষ্প করি আয়োজন। বনদেবী লয়ে সখী করেন নির্ম্মাণ॥
সূর্য্যদেব পূজা ছলে রাধিকা সত্বরে। বৃন্দাবনে উপস্থিত সহ পরিকরে॥
শ্রীকৃষ্ণ নিকট করি সঙ্কেতে প্রেরণ। বৃন্দাবনে পুষ্প সজ্জা করেন রচন॥
প্রথমত শ্রীমন্দির করে আরম্ভণ। সকলেই পুষ্প শিল্পে অতি যে নিপুণ॥
শত শত দাসী সঙ্গে সখী কার্য্য কর। কেহ আনে কেহ দেয় অদ্‌ভুত ব্যাপার॥
প্রথমত চিত্র পুষ্পে দিব্য আয়তন। তদুপরি স্তম্ভসহ ভিত্তি উত্তোলন॥
শরকাণ্ডে পত্র পুষ্প করিয়ে গ্রন্থন। খম্বা ভিত্তি ক্রম করি করে উত্তোলন॥
ভিত্তি গায়ে কৃষ্ণলীলা করয়ে রচন। রাসাদিক করি যত কালীয় দমন॥
শ্যাম পুষ্পে শ্যাম মূর্ত্তি গৌরেতে গৌরাঙ্গ। রক্ত শুক্ল পুষ্পে করে যে স্থানে যে রঙ্গ॥
হস্ত পদ নখ নেত্র যে স্থানে যেরূপ। সে স্থানে সে পুষ্প দিয়া গঢ়য়ে স্বরূপ॥
এই রূপ পুষ্পে করি বিবিধ স্বরূপ। লীলা সাজাইয়া শিল্পি করে অপরূপ॥
চারি দিকে চারি দ্বার অতি সুশোভন। কবাট চৌকাট পুষ্পের অতি সুগঠন॥
জাল রন্ধ্র গবাক্ষাদি দিব্য করি রাখি। মন্দির শিখর করে যত্ন করি সখী॥
শিখরেতে চক্র স্বর্ণ কলস স্থাপন। ধ্বজা পতাকাদি পুষ্পে করেন রচন॥
বিচিত্র পুষ্পেতে কোষ্ঠ তোরণাদি করি। মধ্যে পুষ্প সিংহাসন অতি যত্নে ধরি॥
মন্দিরের অষ্টদিকে পুষ্পাষ্ট মন্দির। শোভিয়াছে দিব্য যেন সুমেরু আকার॥
লতাসুত্রে পুষ্প সূচি করিয়ে যোজন। চাঁদোয়া নির্ম্মাণ করে অতি মনোরম॥
খণ্ডিত কেতকী মল্লি সিন্ধুবার ফুলে। মুক্তার ঝালর তাতে ধরে কৌতুহলে॥
মধ্যে তার বরাম্ভোজ দিব্য শোভা করে। গৃহে সিংহাসনোপরি বান্ধে যত্ন ধরে॥

Scanned by TapScanner

চম্পক অশোক পুষ্প চারি দিকে দিয়া। মল্লিকা পুষ্পের বালিশ করে হর্ষ হৈয়া।
নব মল্লিকাতে গদি করি সুনির্ম্মাণ। কোমল পুষ্প পত্রে করে শয্যার বসন॥
পুষ্পের প্রাচীর সিংহদ্বার আর যত। নির্ম্মাণ করিয়া ধরে দাসী শত শত॥
এইরূপে পুষ্প মহল করি সুনির্ম্মাণ। পাত্র নির্ম্মাণ ফুলে করে গোপীগণ॥
বিচিত্র পুষ্পের থালি গেলাস কোটরা। ভৃঙ্গার সম্পুট করে অতি মনোহরা॥
আর যত পাত্র ফুলে করয়ে নির্ম্মাণ। পুষ্পের ভূষণ করে করিয়ে যতন॥
রঙ্গন হেমযুথী নবমালিকাদি ফুলে। চুড়া করে সুমালিকা ফুল অনুকুলে॥
মকর আকৃতি ফুলে মকর কুণ্ডল। মুক্তা ফুলে নাসা মুক্তা রচনা করিল॥
আজানুক বৈজয়ন্তী পঞ্চবর্ণ ফুলে। পত্র ফুলে বনমালা আপাদক দোলে॥
বিনাসুতের হার মালা করিয়ে গ্রন্থন। চতুষ্কোণ ফুলে গ্রৈবেয়কের রচন॥
পুষ্পের কোরকে করি কিঙ্কিণী নির্ম্মিত। অঙ্গদ বলয়া লতা সু ত্রতে গ্রথিত॥
লতা সুত্রাদিতে বৃন্তশূন্য পুষ্পাদিক। নূপুর আকৃতি করে পদের কটক॥
রঙ্গনাদি পঞ্চফুলে কিরীট নির্ম্মাণ। হেম কেতকীতে সপ্ত শিখা তাতে দান॥
সপ্তশিখার মধ্যে শিখা বামে বক্রাকার। দিব্য মনোহর শ্যামের আকার চুড়ার॥
এইরূপ বহুবিধ কৃষ্ণ অলঙ্কার। করিয়া ভূষণ তবে করে রাধিকার॥
রঙ্গনাদি ফুলে করি মুকুট রচন। পঞ্চবর্ণ ফুলে পঞ্চশিখার করণ॥
মুকুটের মধ্যে পুষ্প মনির স্থাপন। যাহা দেখি চমৎকার হয় সর্ব্ব মন॥
বিচিত্র কোরক গাথি কেশবন্ধ সূতে। শিখি পাটি করে গোপী অতি হরষিতে॥
স্বর্ণ কেতকীর দলে তাড়ঙ্ক নির্ম্মাণ। সঝল্লরী পঞ্চ পুষ্পে কাঞ্চীর রচন॥
নানা বর্ণ পুষ্পলতা তন্তুতে গাঁথিয়া। কঙ্কন চুরিকা করে প্রমোদে মাতিয়া॥
ছয় বর্ণের পুষ্পে করে কাঞ্চুক নির্ম্মাণ। পাদের ভূষণ করি যতনে ধরেণ॥

মণি স্বর্ণাদি ক্লীপ্তস্য মণ্ডনস্যাত্র যাদৃশঃ।
আকারশ্চ প্রকারশ্চ-কৌসুমস্যাপি তাদৃশঃ॥৫॥ (কৃষ্ণগণোদ্দেশ)

পুষ্পের সৌরভে আমোদিত বৃন্দাবন। দর্শন ঘ্রাণেতে সবার হরে নেত্র মন॥
গুণ গুণ রবে ভৃঙ্গ ভ্রমরে চৌদিকে। ঘোষণা পড়িল সুমধুর রস লোকে॥
স্বপক্ষ বিপক্ষ সুহৃৎ পক্ষ গোপীজন। হৃষ্ট রুষ্ট কার মিষ্ট শুনি দেখি মন॥
যথা সাঙ্কেতিক কালে নর্ম্মসখা সঙ্গে। বৃন্দাবনে কৃষ্ণ আসেন নানা কথা রঙ্গে॥
পুষ্পোৎসবে রাধা নর্ম্মসখা নিমন্ত্রণ। ভোজ্য চর্চ্চা করি বটু পথি আগমন॥
সুবলাদি প্রতি বটু বলেন বচন। ভোজন করিহ সবে যথা ইচ্ছা মন॥
দক্ষিণা লইয়া সবে আমাকে অর্পিবে। বিপ্র বিনা গ্রহণেতে অমঙ্গল হবে॥

Scanned by TapScanner

শুনিয়া সুবল বলে দিব মোরা ভাল। তব ভোজন মোদে অর্পিবে সকল॥
বটু বলে বিপ্র থুয়ে কি করিয়া খাবি। সেহ বলে দক্ষিণাতে ঘরে কিনে লবি॥
বটু বলে এরূপ লাড্ডু কোথা না পাইব। সর্ব্বস্ব যাউক ভোজন নাহি যে ছাড়িব॥
এই রূপ কথা রঙ্গে কৃষ্ণের সহিত। বৃন্দাবনে আসি সবে হন উপস্থিত॥
ফুলের নির্ম্মাণ সব করিয়ে দর্শন। সিংহ দ্বার প্রাচীরাদি গৃহ মনোহর॥
পথের দুধারে ভিত্তি পুষ্পের নির্ম্মাণ। পুষ্প নর নারী তাতে দিব্য চিত্রায়ন॥
চুম্বনালিঙ্গন ভঙ্গি চিত্র সব ভাসে। শ্যামে দেখাইয়া নর্ম্ম সখা পরিহাসে॥
বিদগ্ধ নামেতে সখা বলেন বচন। বড়ই আশ্চর্য্য গোপী শিল্পের সন্ধান॥
বটু বলে তাহা নহিলে কি মোর সখা। অতি ব্যস্ত হয় গোপী না পাইয়া দেখা॥
গুণেতে উত্তম ভুলে রূপেতে মধ্যম। মায়াতে কামেতে ভুলে পুরুষ অধম॥
বিদগ্ধ বলেন বটু সত্য কহ তুমি। ইহা পর কিছু আছে কহ তুমি জানি॥
বটু বলে হাঁ হাঁ অকৈতব প্রেম ভাব। যাহাতে সখার মনে উঠে মনোভাব॥

গোপীনাং পশুপেন্দ্রনন্দনজুষো ভাবস্য কস্তাং কৃতী
বিজ্ঞাতুং ক্ষমতে দুরূহপদবী সঞ্চারিণঃ প্রক্রিয়াং।
আবিষ্কুর্ব্বতি বৈষ্ণবীমপি তনুং তস্মিন্ ভুজৈ র্জিষ্ণুভি-
র্যাসাং হন্ত চতুর্ভিরদ্ভুতরুচিং রাগোদয়ঃ কুঞ্চতি॥৬॥ (শ্রীললিতমাধব)

বটু মুখে গোপী ভাব করিয়ে শ্রবণ। আনন্দেতে মগন হয়েন শ্যাম মন॥
চত্বর উপরে দিব্য পুষ্প চন্দ্রাতপ। দিব্য ছায়া না প্রবেশে সূর্য্যের আতপ॥
সখা সঙ্গে দেখি সুখে নাথ আগমন। শ্রীরাধিকা সাজাইছেন পুষ্প সিংহাসন॥
সিংহাসনোপরি পুষ্প গদির স্থাপন। তদুপরি দিব্য পুষ্প পত্রের বসন॥
পুষ্প উপাধান পাশ পদের বালিস। চাঁদোয়া মসারি ধরে হইয়া হরিষ॥
পুষ্পের সম্পুটে তাম্বুল বীটিকা রাখিয়। সিংহাসনে যথাস্থানে রাখে সাজাইয়া॥
পুষ্প পাদ চৌকি আর দ্রব্যাদিক যত। সিংহাসন চৌদিকেতে ধরে দাসী শত॥
এই রূপ পুষ্প সজ্জা শ্রীরাধা করিল। কৃষ্ণ অঙ্গ গন্ধ পেয়ে বাহির হইল॥
সখীর সহিত রাই পদের চালন। বাহিরে আসিয়া শ্যামে করে দরশন॥
দোঁহ দোঁহ দরশনে আনন্দ অপার। চন্দ্র দরশনে যেন ভুখিল চকোর॥
দোঁহ আসি দোঁহ হস্ত করিল ধারণ। জয় রাধা কৃষ্ণ শব্দে ভরে বৃন্দাবন॥
বনদেবীগণ করে পুষ্প বরিষণ। পরে সখী সহ রাই সখা সম্মানন॥
কৃষ্ণের সুরঙ্গ শুক তাণ্ডব ময়ুর। রাধার রঙ্গিণী শারী মেল তাণ্ডবীর॥
সখাসঙ্গে গৃহসজ্জা শয্যা পাত্রাসন। ভূষণাদি দেখি শ্যাম অতি হৃষ্ট মন॥

Scanned by TapScanner

প্রশংসা করয়ে শ্যামসহ সখাগণ। সর্ব্ববিদ্যা নিপুণ সুন্দরী গোপীজন॥

তথাহি পদ্যাবল্যাং—

প্রতি নবনবকুঞ্জং প্রেমপুরেন পূর্ণা প্রচুরসুরভিপুষ্পৈর্ভূষয়িত্বা ক্রমেণ।
প্রণয়তি বত বৃন্দা তত্র লীলোৎসবং যা প্রিয়গণবৃতরাধাকৃষ্ণয়োস্তাং প্রপদ্যে॥৭॥

বনদেবী প্রতি কৃষ্ণ সুপ্রসন্ন মন। গোপী দত্ত পুষ্পাসনে বৈসে সর্ব্ব জন॥
পুষ্পের ব্যজনে দাসী করয়ে বীজন। শ্রীরাধিকা পুষ্পমালা শ্যাম গলে দেন॥
পুষ্পরস পরাগেতে অঙ্গ বিলেপন। অপুর্ব্ব অঙ্গের শোভা তাহাতে ধারণ॥
ঐছে সখাগণে দিয়া পুষ্প গৃহ মাঝে। আহ্বান করেন তবে ভোজনের কাযে॥
পক্বান্ন মিষ্টান্ন আর পিষ্টান্নাদি যত। ফল মূল পুষ্প থারি ভরি রাখে কত॥
পুষ্পের গেলাস পাত্র গোপীজন ধরে। সখা সহ শ্যাম বৈসেন ভোজনের তরে॥
ললিতা পরিবেশে রাই দেন বাঢ়াইয়া। পুষ্পোৎসব ভোজনে সবে হৃষ্ট হিয়া॥
পুষ্পমধু পানা দিয়া বলে পরীক্ষণ। বটু বলে রহ আমি করি যে গণন॥
এত বলি বাম করে গণনা করেন। দক্ষিণ করেতে নাহি ভোজন ছাড়েন॥
বটু রীতি দেখি সখীসহ রাই হাসে। এক সখা বটু প্রতি কহে ক্রোধাভাসে॥
আস্বাদে জিহ্বাতে দেখ ভিক্ষুক ব্রাহ্মণ। গণনাতে কি জানিবে রসের ভেদন॥
বটু বলে চুপ রহ মুর্খ তোরা সব। পুষ্প গণা বিনা রস কিরূপে পাইব॥
অগ্রেতে উদ্দেশ্যে করি দ্রব্যের গণন। লক্ষণ বিচারি তার পৃথক করণ॥
পরীক্ষা করিয়ে পাছে দ্রব্য সব জান। দ্রব্য ভিন্ন রসাস্বাদ ভিন্ন কি কখন॥
দ্রব্যেতে রসেতে হয় সমবায় স্থিতি। পশ্চাতে পরীক্ষা তার শাস্ত্রের সঙ্গতি॥
গণনাতে কত দ্রব্য স্থির না করবি। কোন দ্রব্য রস বল কি করিয়া পাবি॥
এত বলি বিজ্ঞভাব করি প্রকাশন। গৌরব অন্বিত হয়ে করেন ভোজন॥
ভোজন কৌতুক লাগি রাধা সখীগণ। কৃত্রিমিক পুষ্প লড্ডু করেছে রচন॥
হিরামন চন্দ্রমন মগন মতিচুর। মোহন কলিন্দ সখী পরশে প্রচুর॥
লড্ডু পাই বটু অতি আনন্দ হইয়ে। মাথা নাড়ি ভাল বলি ভোজন করয়ে॥
পৌষ্প দিব্য লড্ডু সখী পরিবেশ করে। সুন্দর দেখিয়া বটু হরিষ অন্তরে॥
মুখে ধরি দন্তে দংশে পুষ্প সব ঝরে। হাস্য রসে মগ্ন ভেল গোপী সহচরে॥
সখা জানিলেন লোভি বটু যে ঠগিল। খাও খাও রাখ কেনে সখা যে বলিল॥
বটু বলে আনি তোদের ভাল যে লাগিয়ে। দেখিলাম অগ্রে আমি পরীক্ষা করিয়ে॥
না খাইবি তোরা আমি করি সাবধান। আমি নাহি বলে তোরা পেতে অপমান॥
পুষ্প লড্ডু এহ আমি ভাল মতে জানি। এই দেখ সখা পাত্র হইতে আমি আনি॥

এত বলি না চিনিয়া সত্য লড্‌ডু ধরে। সখীগণ সহ দেখি রাই হাস্য করে॥
অন্য সখা বলে তোর গেল যে বড়াই। সর্ব্ববিদ্যা গুরু করি বিপ্রদেবে গাই॥
কৃষ্ণ অঙ্গুলির বলে পুষ্প লড্‌ডু ভাঙ্গে। দেখিয়া বলেন বটু করি কত রঙ্গে॥
আমি জানি পুষ্প লড্‌ডু না লইলাম তায়। এ লড্‌ডু ভোজনে মোর বড় সুখ হয়॥
বটুর ভঙ্গিতে বাক্যে সবে সুখ পায়। ধীরে ধীরে সুখে সবে ভোজন করয়॥

বসন্তাদ্যাভিধো লোলো ভোজনে কলহপ্রিয়ঃ।
বিকৃতাঙ্গবচোবেশৈ হাস্যকারী বিদুষকঃ॥৮॥ (শ্রীউজ্জ্বল)

ভোজন সমাধি সবে বৈসেন আসনে। পুষ্প সম্পুটেতে বীড়ি দেন গোপীজনে॥
সখীগণ সহ রাই করেন ভোজন। বনদেবী আদি দাসী ক্রমে যত জন॥
ভোজন করিয়া করে তাম্বুল সেবন। পরে নিজস্থানে সবে করেন গমন॥
পুষ্পের মন্দিরে দিব্য পুষ্প সিংহাসনে। শ্যাম-বামে বৈসে রাই আনন্দিত মনে॥
তাম্বুল যোগায় কেহ বীজন বীজয়। আলাপ সংলাপ কত নাথ সঙ্গে হয়॥

প্রশ্নোত্তরাভ্যামথ নর্ম্মভঙ্গ্যা তত্তৎস্বভাবস্তুতিগর্ব্বপদ্যৈঃ।
রাধাচ্যুতৌ তৎপ্রণয়াতিনিঘ্নৌ বিলজ্জয়ামাসতুরালিপালীঃ॥৯॥ (গোবিন্দলীলামৃত)

তবে সখীগণ অতি করিয়ে যতন। রাধা শ্যামের পুষ্প বেশ করেন রচন॥
সখী মঞ্জরিক আদি নর্ম্ম দাসীগণ। সুবল আসেন দোহার বেশের কারণ॥

॥*॥ কিরীট পুষ্পের, উপর চূড়ার, আকার বামেতে হেলে।
ছয় শিখা তার, মধ্যে চূড়াকার, সপ্তম শিখাটি ধরে॥
গৈরিক ধাতুতে, হয়েছে চিত্রিতে, সকলের মনোলোভা।
পুষ্পের রচন, মণিযুথ হেন, শ্যাম শিরে কত শোভা॥
পুষ্পের কুণ্ডল, মকর আকার, যুগল কর্ণেতে দোলে।
নাসা মুক্তাফুল, কোরক দেওল, পত্রের তিলক ভালে॥
বিনা সুত-হার, গলেতে শ্যামের, আর বিনাসুত মালা।
পঞ্চবর্ণ ফুলে, বৈজয়ন্তী দোলে, জানুর অবধি লোলা॥
পুষ্প পত্র কায়, বনমালা হয়, চরণ অবধি দোলে।
ফুলের পদকে, বক্ষেতে ঝলকে, ফুল বেশে মন ভুলে॥
ফুলের অঙ্গদ, বাহুতে সঙ্গত, বলয় কঙ্কণ হাতে।
কটি বিভুষিণী, ফুলের কিঙ্কিণী, কোমর পেটিকা সাতে॥
ফুলের অঙ্গুরি, শোভিত অঙ্গুলী, সুপীত বসন কটি।
পদেতে ফুলের শোভিত নূপুর, লতাসুত্রে গাথি আটি॥

Scanned by TapScanner

পদাঙ্গুরি দিয়া, রূপ নিরখিয়া, সকলে মুরছা পায়।
রাধা ফুল বেশে, সকলে আবেশে, সুবেশ করল তায়॥
স্বর্ণ মণি অলঙ্কার, খুলি তবে রাধিকার, পুষ্পের মণ্ডন পহিরায়।
ফুলপঞ্চ শিখা যার, ফুল মুকুট সুন্দর, সখী যত্নে রাই শিরে দেয়॥
কেশের বিন্যাশ ফুলে, দেখি শ্যাম মনোভুলে, পুষ্পের কোরকে শিখী পাটি।
তাড়ঙ্ক পুষ্পি কুণ্ডল, কর্ণবেড়ে কার্ণিকা আর, কর্ণেতে পরায় পরিপাটি॥
নাসা অগ্রে মুক্তাফুল, ললাটিকা শোভে ভাল, ফুলের কাচলী কুচে দেল।
হার চিক গলে দিয়া, পুষ্পমালা পরাইয়া, সুকাঞ্চী নিতম্বে পরাইল॥
বাজুবন্ধ সুকঙ্কণ, বলয়া চুড়ি শোভন, অঙ্গুলীতে অঙ্গুরী যোজন।
পুষ্প পদ বালা পদে, ঘুঙ্ঘুর যে অঙ্গুলিতে, পরায়েন করিয়ে যতন॥
আর পুষ্প অলঙ্কার, যথাযোগ্য দোহাকার, সখীগণ পরায় যতনে।
পুষ্পবেশ শ্যাম বামে, শোভে রাধা অনুপমে, মতি রহু নেত্র ভৃঙ্গগণে॥
বেশ করি সখী বনদেবী পানে চায়। পুষ্প পাত্রে পুষ্পমধু দেবী আনি দেয়॥
মধুপান করি দোহে বৈসেন সুধীর। পুষ্পের আরতি সখী করে সুমধুর॥
কেহ নৃত্য করে কেহ সুমধুর গায়। কেহ বাদ্য করে কেহ পুষ্প বরিখয়॥
পুষ্পের সৌরভে মত্ত সবাকার মন। কত সুখ ফুল বিহার না হয় বর্ণন॥
মধু পানে মত্ত দোহ ঢুলু ঢুলু আঁখি। উয়ল মদনরাজ সখীগণ দেখি॥
পুষ্পের ভবনে তবে রাখি দোহ জন। পুষ্প কবাটিকা দিয়া সবার গমন॥
প্রমোদিত অঙ্গ দোহার করে ঢোলা ঢুলি। পুষ্প শয্যা পর দোহে সুখে করে কেলি॥

যথাহি শ্রীপাদগ্রন্থে—

দ্রাগ্ দোর্মণ্ডলপীড়নোদ্ধুরধিয়ঃ প্রাদ্দামবৈজাত্যয়া
নির্ব্বন্ধাদধরামৃতানি পিবতঃ সীৎকারপূর্ণাস্যয়া।
কন্দর্পোৎসবপণ্ডিতস্য মণিতৈরাক্রান্তকুঞ্জান্তয়া
সার্দ্ধং রাধিকয়া হরের্নিধুবনক্রীড়াবিধির্বর্দ্ধতে॥১০॥

রতিকেলি-গুরুবর্য্য রসিক সুজন। কত রূপ ভাব তাতে করে প্রকটন॥
মহানন্দ সুখে দোহে হন বিলসিত। যথাকালে সেবাপরা আসি উপস্থিত॥
দোহাকার সেবা করি সবে হৃষ্ট মন। কত নর্ম্ম পরিহাস করে সখীগণ॥
সখী বলে পুষ্প বেশ করিল এখন। ভিন্ন ছিন্ন ভেল বল কিসের কারণ॥
রাই বলে যেই কর্ত্তা সেইত কারণ। না বুঝি আমি যে কিছু নাহি কিছু জান॥
সখী বলে পরম কারণ তব দক্ষে। নিজ অঙ্গ রাগ দেখ আপনার চক্ষে॥

Scanned by TapScanner

এই রূপ নর্ম্ম করি বেশের পূরণ। যত্ন করি পুনঃ করে যত সখীজন॥
পূর্ব্ববৎ বেশে তবে শোভে দোহজন। কত শোভা সিংহাসন করিয়া ভূষণ॥
মহানন্দ সুখে সবে হন নিমগন। মনে নাহি হয় কার বিপদ কারণ॥
চন্দ্রাবলী সখী পদ্মা শৈব্যা দুই জন। ছিদ্র অন্বেষণ করি করয়ে ভ্রমণ॥
অলক্ষিতে আসি দুই জন বৃন্দাবন। পুষ্পের রচনা দেখি করয়ে গমন॥
চন্দ্রাবলী নিকটেতে যাইয়া বলেন। পুষ্প বিহার শ্যাম সহ রাধা বৃন্দাবন॥
দ্বার প্রাচীরাদি গৃহ দেখি পুষ্পে সব। ভিতরে শুনিনু মোরা সখীদের রব॥
লাজে দেখা নাহি দিয়া পালটি এলাম। অপূর্ব্ব পুষ্পের সব করিয়াছে কাম॥
অগ্রে যদি ফুলসজ্জা মোরা করিতাম। কত সুখ হইত তবে কৃষ্ণ আনিতাম॥
বিপক্ষের কার্য্য যদি উপায়ে ভাঙ্গা যায়। তবে সুখ হয় নহে স্বকার্য্য নাশয়॥
চন্দ্রাবলী বলে আর উপায় কি হয়। পদ্মা শৈব্যা বলে দেখ করিব নিশ্চয়॥
এত বলি ইর্ষা ভরে করেন গমন। করিয়া মনেতে তার উপায় চিন্তন॥
উপায় অন্য নাহি দেখি জাবটে ভ্রমণ। জটিলা কুটিলা দেখে পথি দুই জন॥
দেখিয়া সম্ভ্রমে দোহে করয়ে প্রণাম। জটিলা কুটিলা বলে কোথায় গমন॥
পদ্মা শৈব্যা বলে তব বধূ পাশে যাব। চন্দ্রাবলীর অসুস্থতা তাকে জানাইব॥
তারা বলে বধূ মোর নাহিক গৃহেতে। সখী সহ সকালে গেছে দেবের পূজিতে॥
তারা বলে শীঘ্র যাবার কিবা প্রয়োজন। জটিলা বলয়ে তবে শুনহ কারণ॥
ক্ষীরসিন্ধু মাঝে হয় বৈকুন্ঠ ভবন। চতুর্দ্দিকে পদ্মবনে করে আচ্ছাদন॥
পদ্মগন্ধে আমোদিত সর্ব্বদিক গণ। নারায়ণ পদ্মোপরি করেন শয়ন॥
চারি মাস নিদ্রা যাই পরে জাগরণ। শয়নের কালে লক্ষ্মী পাদ সম্বাহন॥
পাদপদ্ম সেবে লক্ষ্মী পরম যতনে। অলসাঙ্গ দেব করে নেত্র নিমিলনে॥
নিদ্রিত নাথকে জানি নারায়ণ ক্রোড়ে। শুইলেন অদ্য লক্ষ্মী মাস যে আষাঢ়ে॥
অদ্য লক্ষ্মী নারায়ণ যেই পূজা করে। অতুল ঐশ্চর্য্য তার দিনে দিনে বাড়ে॥
আয়ু গবাদির বৃদ্ধি সদা সুখে রয়। অচলা হইয়া লক্ষ্মী গৃহেতে বসয়॥
এই পৌণমাসী আজ্ঞা পাইয়া যতনে। আর শুক্ল বিপ্র পুত্রের নিগম শ্রবণে॥
সকালেতে স্নান বেশ করাই যতনে। বধূ পাঠায়াছি দেব পূজার কারণে॥
দ্রব্য সখী সহ সকালেতে বধূ মাতা। গেছে গৃহে না পাইবা শুনহ বারতা॥
লক্ষ্মী নারায়ণ আর সূর্য্য নারায়ণ। দুই পূজা করি বধূ গৃহে আসিবেন॥
পদ্মা শৈব্যা বলে কত স্থানে অন্বেষিল। রাই না পাইল আর পূজা না দেখিল॥
সম্প্রতিক লোকমুখে করিনু শ্রবণ। শ্রীকৃষ্ণের সঙ্গে রাই আছে বৃন্দাবন॥

Scanned by TapScanner

ফুলের বাসক ঘর শয্যাদিক আর। করি কৃষ্ণ সহ করে ফুলের বিহার॥
যাইতাম তথা কিন্তু তব দেখা পাই। দৃঢ় হেতু মনে করি সুধাইয়া যাই॥
জানিলাম এবে এবার সেই হয় সত্য। গিয়া জানাইব চন্দ্রাবলীর বৃত্তান্ত॥
জটিলা কুটিলা শুনি বড় ক্রোধমন। তর্জন গর্জন করি করয়ে গমন॥
হাতে লাঠি লম্বা বুড়ি কুটিলার সহ। বৃন্দাবন মুখে চলে কাক কৃষ্ণ দেহ॥
পৌর্ণমাসী দেবী শুনি বিপদ কারণ। পত্র লিখি দুতীহাতে করেন প্রেরণ॥
সংক্ষেপে লিখিয়ে কিছু বিপদ কারণ। জটিলা কুটিলা যায় শুনি বৃন্দাবন॥
ঐশ্বর্য্য প্রকাশ কিছু তথা দোহজন। প্রকাশিহ সুবল রাই পূজুক চরণ॥
বিপদ না হবে সুখের হইবে উদয়। পত্র লয়ে দুতী তবে শীঘ্র চলি যায়॥
দুতী যাই দেবী-পত্র সখী হস্তে দিল। পাঠ করি সকলেতে বৃত্তান্ত জানিল॥
শঙ্কিত চকিত হয়ে সকলেতে রয়। হেনই সময়ে তারা বনে প্রবেশয়॥
দাসী দেখি শীঘ্র আসি সবা প্রতি কয়। জটিলা কুটিলা দেখ নিকট আসয়॥
জটিলা কুটিলা দেখি সুসজ্জা পুষ্পের। ক্ষণেক বিস্ময় ক্ষণে করে তিরস্কার॥
বিস্ময় হইয়া বলে ফুলপুরী কার। মানবের নহে বুঝি হয় দেবতার॥
শিব ব্রহ্মা ইন্দ্র গন্ধর্ব্বাদি দেবগণ। বৃন্দাবন বাস ইচ্ছা করে সর্ব্বজন॥
তাহারাই পুষ্পপুরী নির্ম্মাণ করিয়া। দেবী বিদ্যাধরী সহ সুখে করে ক্রিয়া॥
ক্ষণে পদ্মা শৈব্যা বাক্য করিয়ে স্মরণ। বধু সখীদের গুণে প্রবেশিল মন॥

যথা শ্রীরাধাবিদগ্ধতা শ্রীউজ্জ্বলে—

আচার্য্যা ধাতুচিত্রে পচনবিরচনা চাতুরীচারুচিত্তা
বাগ্‌যুদ্ধে মুগ্ধয়ন্তী গুরুমপিচ গিরাং পণ্ডিতা মাল্যগুম্ফে॥
পাঠে শারী শুকানাং পটুরজিতমপি দ্যূতকেলিষু জিষ্ণু-
র্বিদ্যাবিদ্যোতবুদ্ধিঃ স্ফুরতি রতিকলাশালিনী রাধিকেয়ং॥১১॥

নিশ্চয় জানিনু এই কার নাহি হয়। ফুল বিহার কৃষ্ণ সহ তারা সত্য কয়॥
যা শুনিলাম তা দেখিলাম আর কি দেখিব। বড় কুলে বড় দাগ কি করি সহিব॥
ধিক্ রহু পর বাক্যে ধিক্ রহু মোরে। বাক্যে ভুলি হস্ত মণি দিনু চোর করে॥
অদ্যাবধি হইল মোর ব্রজ দরশন। ঘর হইতে বাহির না হব কদাচন॥
গৃহে নজরের বন্ধি বধূকে রাখিব। যথোচিত বলি এবার গৃহে লয়ে যাব॥
বৃদ্ধা বলি কেহ মোরে গণনা না করে। তার পরাক্রম অদ্য দেখাব সবারে॥
এত বলি গর্জ্জে বুড়ি কুটিলা সহিত। পৃথ্বী তলে শব্দ ধরে যষ্টির আঘাত॥

Scanned by TapScanner

শ্যাম বামে রাই শুনি শ্বশ্রুর গর্জ্জন। অতি ভয়ে নিজ অঙ্গ হয় যে কম্পন॥
নিকটে আইল বৃন্দা নাহি অন্যোপায়। কি করিব কি হইবে রাই ব্যস্ত হয়॥
তাহা দেখি কৃষ্ণ বাম হাতে ধরি রাই। সিংহাসন মধ্যে শোভে দুজনে দাড়াই॥
দেবীর লিখন কৃষ্ণ করিয়ে স্মরণ। চতুর্ভুজ রূপ কৃষ্ণ করেন ধারণ॥
শঙ্খ চক্র গদা পদ্ম চারি ভুজি শোভে। সুবিশাল নেত্র মূর্ত্তি সর্ব্ব মনো লোভে॥
কিরীটাদি পুষ্প বেশ পরম শোভন। কোটি সূর্য্য জিনি তেজ মহানারায়ণ॥
চতুর্ভুজ হয়ে রূপ করেন গোপন। নীল অঙ্গে কত শোভে পুষ্পের মণ্ডন॥
নিজ নাথে দেখি রাই মহানারায়ণ। চতুর্ভুজ দিব্য রূপ হয়েন তখন॥
সুবিশাল মূর্ত্তি হয়ে বামে দাড়াইল। মহালক্ষ্মী রূপে মহা শোভা যে পাইল॥
কোটি চন্দ্র জিনি তেজ পরম উজ্জ্বল। তাতে পুষ্প অলঙ্কারে রূপ ঝলমল॥
চারি ভুজে পদ্ম মণি কৌস্তুভ প্রধান। অষ্ট নিধি দিব্য রত্ন করেন ধারণ॥
মুকুটাদি পুষ্পবেশ পরম শোভন। মহালক্ষ্মী রূপ রাধার না হয় বর্ণন॥
সিংহাসন আলো করি দোহে দাড়াইল। বংশী পাবিকাদি সখী লুকাই ধরিল॥
তাহা দেখি শ্রীসুবল ত্বরান্বিত মন। রাধিকার বেশ ভূষা করে পরিধান॥
সখীগণ তাহে শীঘ্র করিয়ে যতন। সুবল রাধিকা বেশ করে সমাপন॥
রাধার ভঙ্গিকা ভাব সুবল ধরিল। এই রাধা বলি সবার প্রতীতি হইল॥
দেব পূজা যত্ন চতুর সুবল ধরিল। রাধা কৃষ্ণ অগ্র করি আসনে বসিল॥
সুচতুরা সখী তবে করিয়ে যতন। গন্ধ পুষ্প ধুপ দীপ করেন স্থাপন॥
ফুল পত্রে দিয়া সুবল সুগন্ধ চন্দন। নমো নারায়ণ মন্ত্রে করেন অর্পণ॥
চতুর্দ্দিকে সখীগণ যোড় হস্তে ঠারি। জটিলা কুটিলা যায় মন্দির ভিতরি॥
দেখি সিংহাসনে মহালক্ষ্মী নারায়ণ। মোর পুত্র বধূ পুষ্পে করেন পূজন॥
যোড় হাত স্থিত দেখি যত সখীগণ। চমক লাগিল রূপ করি দরশন॥
মহা ভয়ে ভক্তি ভাবে ভরিলেক মন। গলে বস্ত্র যোড় করে দাড়ায় দুই জন॥
ক্ষণে উঠি ক্ষণে পড়ি করয়ে প্রণাম। নেত্র অশ্রু বহে প্রেমে করয়ে স্তবন॥

যথা গ্রন্থস্য জটিলা স্তুতি—

দৃষ্ট্বা দিব্যং দিনমণিদহং দৈবতং দীনবন্ধুং
বৃদ্ধা বৃদ্ধে বিপুলবিনয়ে ব্যাকুলা বাক্ ব্রুবাণা।
নত্বা নত্বা নমননিগমৈ নিশ্চলা নির্ম্মলৈনং
স্তুত্বা স্তুত্বা স্তবনতিলকৈ স্তোযতাং তস্য নীতা॥১২॥

সত্য সত্য সত্য সত্য সত্য সত্য তুমি। তোমার মহিমা বৃদ্ধা কি জানিব আমি॥
কত রূপে কত ভাবে কত মুর্ত্তি ধরি। কত লীলা কর কত বিশ্বের ভিতরি॥
তুমি পরাৎপর পর পুরুষ রতন। পরাবর সর্ব্বভূতের করহ পালন॥
তুমি পতি তুমি গতি হর্ত্তা কর্ত্তা তুমি। মুনি জন মুখে তব তত্ব শ্রুত আমি॥
সকল শক্তির তুমি পরম আশ্রয়। তোমাতে আমার মতি সদা যেন রয়॥
তুমি সত্যা নিত্যা নিত্যানন্দ স্বরূপিণী। সর্ব্বপূজ্যা জগন্মাতা বিষ্ণুর ঘরণী॥
শ্রীবিদ্যারূপিণী তুমি বিদ্যাময় লোকে। সাম্রাজ্যা রূপিণী হও জগৎ মায়িকে॥
ত্রিশক্তি রূপিণী তুমি বিশ্বের জননী। স্বযং লক্ষ্মী শ্রীবৈকুন্ঠ পুর নিবাসিনী॥
মহা বৈকুন্ঠেতে মহালক্ষ্মীরূপা তুমি। গোলোক নাথের তুমি প্রধান গৃহিণী॥
তোমার প্রসাদ লেশ যার প্রতি হয়। সর্ব্বসুখ সুসম্পত্তি সর্ব্বলোকে জয়॥
এই রূপে দোহ জনে করিয়ে স্তবন। শ্রীকৃষ্ণ নিকটে তবে করেন প্রার্থন॥
একে আমি স্ত্রী বৃদ্ধা বুদ্ধি শুদ্ধি হীনা। বধু গুণে মোরে প্রভু করহ করুণা॥
স্তব স্তুতি পূজনাদি কিছুত জানিনা। হিতাহিত কিছু মোর নাহি বিবেচনা॥
প্রার্থনা করিয়া দৈন্য করি কিছুক্ষণ। পুনঃ দৈন্য নিজদোষ করিযে স্মরণ॥
মোর পুত্র বধূ তুল্য নাহি ভাগাবতী। রূপ গুণশীল সতী দেব ভক্তিমতী॥
মনেতে সুদৃঢ় করি জানি সুনিশ্চয়। খল লোক বাক্যে মোর কৌটিল্য জন্মায়॥
তাহাতে বধূকে করি তাড়ন ভৎর্সন। তোমার সেবাতে হয় তাহে বিড়ম্বন॥
সে সকল দোষ মোর কর ক্ষমাপন। এত বলি বৃদ্ধা প্রেমে করেন রোদন॥
তাহা দেখি সখীগণ নিকট আইল। পূজা দেখ বলি যে সান্ত্বনা করাইল॥
পুষ্প হস্ত করি সুবল ক্ষণ করি ধ্যান। মহালক্ষ্ম্যৈ নমো বলি করেন অর্পণ॥
ধূপ দীপ দিয়া পরে ভোগ লাগাইল। বৃদ্ধাদিকে লয়ে সখী বাহিরে বসিল॥
আচমন দিয়া পঁরে আরতি করিল। পরে শ্রীরাধিকা স্তব করিতে লাগিল॥
তুমি পতি, মোর মতি, রহ তব পায়। দোহ বিনা, মোর নানা, নাহি কিছু ভায়॥
মোর হিত, আচরিত, কর সর্ব্বকাল। তাহাতেই, সুখে রই, কাটাই জঞ্জাল॥
এই কর, দেববর, যেন সর্ব্বকাল। সেবা বিনা, গুণ হীনা, না হয় বিফল॥
সক্ষেপে বধূর স্তব করিয়ে শ্রবণ। দোহার যুগল স্তব বৃদ্ধা যে করেন॥
মুনি মুখে আমি শ্রুত। মায়াদি রহিতে, অনাদি কালেতে, অদ্বয়, রূপেতে স্থিত॥
দোঁহেতে একাঙ্গী ভূত। শক্তি শক্তিমান, তোমরা দুজন, পরেতে বেকত জাত॥
দোহ একই স্বরূপ। বিলাস কারণ, অর্দ্ধাঙ্গ করণ, প্রকৃতি পুরুষ রূপ॥

Scanned by TapScanner

স কৃষ্ণঃ সর্ব্বসৃষ্ট্যাদৌ সিসৃক্ষুরেক এব চ।
সৃষ্টীন্মুখস্তদংশেন কালেন প্রেরিতপ্রভুঃ॥
স্বেচ্ছাময়ঃ স্বেচ্ছয়াচ দ্বিধারূপো বভুব হ।
স্ত্রীরূপা বামভাগাংশা দক্ষিণার্দ্ধঃ পুমান্ স্মৃতঃ॥১৩॥ব্রহ্মবৈবর্ত্ত পুঃ

*॥ সুখের বিভুতা লাগি। নিজ দোহাকার, রূপের বিস্তার, কর হয়ে অনুরাগী॥

দোহ সমবায় স্থিতি। যাহা শক্তিমান, তাহা শক্তিস্থান, শক্তিতে পুরুষ গতি॥
পীরিতি মুরতি দেহ। তুমি নারায়ণ, রমার রমণ, রমণী তোমার এহ॥
রসের কারণ দোঁহ। এক বিনা এক, না হয় রসিক, রসবতী পাবে কেহ॥
সর্ব্ব কারণ কারণ, হও তোমরা দোহজন, কার্য্য কর্ত্তা যত কিছু আর।
তোহা দোহ রূপ ভিন্ন, অন্য কিছু নাহি জান, জনক জননী সবাকার॥
সুখারাধ্য দোহ জন, যেই করে আরাধন, তার হয় ভববন্ধ নাশ।
ক্লেশ বিলয় হয়ে, নিত্য সুখ তনু পেয়ে, মহানন্দে রহে দোহ পাশ॥
নিরুপাধি পিতা মাতা, নিরুপাধি প্রীতি ভূতা, নিরুপাধি সুখের সদনে।
জন্ম মৃত্যু শূন্য হয়ে, আত্যন্তিক সুখ পেয়ে, সদা রহে যুগল চরণে॥
তারে ভাল নাহি জানি, যে পূজয়ে না জননী, জনক পূজয়ে নারায়ণ।
লক্ষ্মী পূজে না জনকে, সেহ লোক নিন্দ্য লোকে, দোহ পুজে যে জন সুজন॥
আমি বৃদ্ধা মূঢ়মতী, নাহি জানি স্তব স্তুতি, মুনি মুখে যা কিছু শ্রবণ।
করিয়াছি বাল্য কালে, পর্জ্জন্যের বর দিলে, লক্ষ্মীনাথ তুমি নারায়ণ॥
তদবধি ব্রজভূমি, শ্রীবৈকুন্ঠ লোক জিনি, শ্রীপদে সম্পদে শোভা পায়।
মহালক্ষ্মী নারায়ণ, সদা করে বিহরণ, সাক্ষাতে দেখিনু পরিচয়॥

পর্জ্জন্যো নারদোদ্দেশে লক্ষ্মীভর্ত্তুরুপাসনং।
কৃত্বা পঞ্চসুতং প্রাপ্তঃ শ্রিয়া বিভুর্বসেদ্ব্রজে॥১৪॥ (নারদীয় পুঃ)

বধূর ভাগ্যের ফলে, মোর দৃষ্ট দেব হলে, রেখ মোরে দোহার শরণে।
না করিহ সঙ্গ হীন, যদি হই ভক্তি হীন, এই মোর প্রার্থনা চরণে॥
নিজাভীষ্ট দেব বৃদ্ধা করিয়ে স্তবন। দৈন্য করি প্রেমে বৃদ্ধা করয়ে রোদন॥
সখী বলে শান্ত হও না কর ক্রন্দন। তব পুত্রবধূ করু বর সে প্রার্থন॥
শান্ত হয়ে বৃদ্ধা হয় অতি হৃষ্ট মন। কি বর লইবে তাকে পুছে সখীজন॥
শ্রবণে আনন্দা বৃদ্ধা বলেন বচন। অচলা হইয়া লক্ষ্মী মোর গৃহে রন॥

পুত্র পুত্রবধূ আয়ু বৃদ্ধি যে গোগণ। এই বর বধূমাতা করুণ প্রার্থন॥
তবে শ্রীসুবল বর করেন প্রার্থন। গম্ভীর স্বরেতে দেন শ্রীকৃষ্ণ তখন॥
বর প্রাপ্তা হয়ে বৃদ্ধা কুটিলা সহিত। বধূসহ সখীগণে করে আপ্যায়িত॥
ধীরে ধীরে সর্ব্ব কার্য্য করি সমাপন। বধূমাতা সহ গৃহে কর আগমন॥
মোরা চলিলাম এই বলিয়ে বচন। কুটিলাকে সঙ্গে করি করেন গমন॥
তবে নিজ ভাব রূপ করিয়ে স্মরণ। মহৈশ্বর্য্য রূপ দোহে করেন গোপন॥
সুবল আপন বেশ করে পরিধান। পুষ্প মহোৎসব তবে করে সমাপন॥
কাল মায়াতীত রাধাকৃষ্ণ দেহ হয়। কালে পুষ্ট বৃদ্ধি তার নাহি কভু পায়॥
নিজ অন্তরঙ্গ ভক্তের ভাব প্রবলিত। তাহাতেই পুষ্ট বৃদ্ধি হয় সম্বলিত॥

তথাহি শ্রীউজ্জ্বলে আনন্দচন্দ্রিকায়াং–

শান্তে ব্রাহ্মণ এব স্যাৎ প্রীতে দাসঃ প্রকীর্ত্তিতঃ।
প্রেয়সি স্যুঃ সখায়ো হি যশোদা বৎসলে স্মৃতা॥
মধুরে রাধিকা জ্ঞেয়া হাস্যে স্যান্মধুমঙ্গলঃ।
সখীযূথোহদ্ভুতে জ্ঞেয়া, বীরে চারণগোবৃষাঃ॥
করুণে বৎসবৃক্ষাদি জটিলাদ্যাস্ত রৌদ্রকে।
গোবর্দ্ধনোহভিমন্যুশ্চ ভয়ানকাবুদাহৃতৌ॥
তপস্বিন্যাদয়ো হ্যত্র বীভৎস্যে পরিকীর্ত্তিতাঃ।
ব্রজস্থা নিয়তা জ্ঞেয়া আলম্বনবিভাবকাঃ॥
বিষয়ালম্বনঃ কৃষ্ণো রসরূপঃ সনাতনঃ।
রসেন রস্যতাং প্রাপ্তো ভক্তানাং ভগবান্ হরিঃ॥১৫॥

যে কালেতে রাধাকৃষ্ণের মহৈশ্বর্য্য ভাব। পৌর্ণমাসী দেবী মনে ভেল আবির্ভাব॥
ভক্তভাবাধীন রাধাকৃষ্ণ দোহ জন। চতুর্ভুজ রূপ তাহে করেন ধারণ॥
সেহ ভক্তভাব যবে পূরণ হইল। অখণ্ড ভক্তের ভাবে দ্বিভুজতা ভেল॥
ভক্ত ভক্তি রসে দোহার দেহ রস ময়। ভাব আকৃতিতে মিলি একীভূত রয়॥
তাহাতে ঐশ্বর্য্য সদা না হয় স্ফুরণ। নরজাতি নর জন্য করেন মনন॥
ঐশ্বর্য্য স্বরূপ তদা স্বপ্ন প্রায় হয়। সিংহাসনে বসি পরস্পর আলাপয়॥
পৌর্ণমাসী দেবী অদ্য বিপদে রাখিল। মোদের দেখিয়া বৃদ্ধা সব ভুলি গেল॥
সখীগণ বলে পৌর্ণমাসী মায়া জানে। একে অন্য অন্যে আন দেখায়েন জনে॥

Scanned by TapScanner

যথা রাধাং প্রতি পৌর্ণমাসী বাক্যং–

সরলেন বিধেহি পুত্রি চিন্তাং বশগস্তে ভবিতা ব্রজেন্দ্রসূনুঃ।

যদহং চতুরাত্র সিদ্ধমন্ত্রা জরতী প্রব্রজিতা তবাস্মি দুতী॥১৬॥

বিপদে উত্তীর্ণ হয়ে হাস্য কেলি করি। সূর্য্য পূজা করিতে যান সখী সঙ্গ ধরি॥
শ্রীকৃষ্ণ সখ্যাদি সঙ্গে গোস্থানে গমন। ওথা পথি বৃদ্ধা কুটিলার প্রতি কন॥
সাক্ষাৎ ভগবতী হন দেবী পৌর্ণমাসী। খল লোক কি জানে তার মহিমার রাশি॥
খল লোক সঙ্গে আর কথা না কহিব। দেখিলেও দূর দিয়া মোরা চলি যাব॥
মোদের ভাল যে কেহ দেখিতে না পারে। এত দিনে মোরা ভাল জানিনু অন্তরে॥
এত কহি দুই জন করেন গমন। পদ্মা শৈব্যা পথি স্থিত জানিতে ঘটন॥
জটিলা কুটিলা দেখি তারা দুই জন। নিকটে গমন করে জানিতে কারণ॥
পদ্মা শৈব্যা দেখি তবে তারা দুইজন। ক্রোধে হেট মুখে দুরে করেন গমন॥
বৃত্তান্ত জানিতে তারা কিছু বাক্য কয়। শুনিয়া না শুনে ক্রোধে দ্রুত চলি যায়॥
নিজ মনে তবে পদ্মা শৈব্যা যে জানিল। উপায় সৃজিয়া এরা বিপদ কাটিল॥
কাটিয়া বিপদ ফেলে মোদের উপরে। এহি বড় দুঃখ অগ্নি জ্বলয়ে অন্তরে॥
এত বলি দুই জন করিয়া গমন। চন্দ্রাবলী নিকটেতে উপস্থিত হন॥
সকল বৃত্তান্ত তেহ করিয়ে শ্রবণ। দুঃখিত হইয়ে কিছু বলেন বচন॥
সে সকল লীলা কথা হইবে পরেতে। এস্থানেতে এ প্রকাশ করি সমাপতে॥
শ্রদ্ধা করি ফুল লীলা যে করে শ্রবণ। অবিচিন্ত্য মহৈশ্বর্য্য করয়ে মনন॥
এ ঐশ্বর্য্য সত্বে যেই নরবৎ লীলা। মাধুর্য্য করিয়া তাকে হৃদয়ে ধরিলা॥
সুদৃঢ় বিশ্বাস প্রেমে করয়ে পঠন। মোর শিরে ধরু তার যুগল চরণ॥
শ্রীগৌরাঙ্গ নিত্যানন্দ অদ্বৈত চরণে। বিলুঠিত মনোভৃঙ্গ রহু অনুক্ষণে॥
শ্রীপাদ বৈষ্ণব পদ সদা করি আশ। বৈদগ্ধ বিলাস কহে মানোহর দাস॥

*** ইতি শ্রীবৈদগ্ধ বিলাস নবম প্রকাশঃ ***

Scanned by TapScanner

অথ চন্দ্রাবলী-প্রীতিলীলা দশম প্রকাশঃ

পূর্ব্বে চন্দ্রাবলী নীতা প্রীতে রাধা স্বতীর্থকে।
তদাবিষ্টঃ সদাশিবকবিরাজ গৃহং প্রভুঃ॥১॥

জয় গৌরহরি জয় নিত্যানন্দ রাম। জয়াদ্বৈত মহাবিষ্ণু চিদানন্দ ধাম॥
জয় গদাধর জয় গৌর-ভক্তবৃন্দ। কৃপা করি দেহ সবে চরণারবিন্দ॥
নিত্যসুখ প্রীতিময় ধাম বৃন্দাবন। মায়াময় দুঃখ সব না করে স্পর্শন॥
মায়াময় সুখ দুঃখ মায়াময় লোকে। নিত্য সুখানন্দ প্রীতি নিত্য অমায়িকে॥
চৈতন্য বাস্তব বস্তু প্রীতি সুখময়। জড়মায়া অবিদ্যাদি সব দুঃখ প্রায়॥
জড় চেতন যবে হয় সম্মিলন। দোহ গুণ দুঃখ সুখ হয় প্রকটন॥
চিজ্জড় প্রদেশে দুঃখ সুখের প্রচার। চিৎ প্রদেশে শুদ্ধ সুখ প্রীতের আকর॥
চিদানন্দ ধাম হন শ্রীবৃন্দাবন। প্রীত সুখময় দুঃখের নাহিল স্পর্শন॥
দুঃখ হেতু দুঃখ বলি প্রতীতি যে হয়। অবিদ্বৎ প্রতীতি সেই হয় মায়াময়॥
বিদ্বৎ প্রতীতি যার সেই সুখময়। কৃষ্ণ পরিকর ধাম সকলি দেখয়॥
নরের সাদৃশ্য লীলা করে ভগবান্। সুখ তার হেতু সুখ দেখয়ে সমান॥
দিব্য দৃষ্টি যার সেই দেখে শুনে জানি। চিচ্ছক্তি বিলাস করি ধরয়ে মননে॥
ধুম এক জাতি দেখ আকৃতি সমান। কেহ দুঃখ অগৌরিক সুখ করে দান॥
কর্ম্মনাশা নদীজল আর গঙ্গাজল। পাপদ ধর্ম্মদ দেখ গুণ যে ধরল॥
পুত্র অলঙ্কার ভার প্রিয়ের ভৎর্সন। সুখ অধিকতা প্রীতি করয়ে ধারণ॥
বৈবর্ণ রোদনাদিক হরি সঙ্কীর্ত্তনে। বিজ্ঞে মহাসুখ অজ্ঞে মহাদুঃখ জানে॥
প্রতীতির দোষে কেহ জানিতে না পারে। শুদ্ধ প্রীতি প্রতীতি যার সে জানে তাহারে॥

তথাহি ভবিষ্যপুরাণে—

সখায়ঃ পিতরো গোপা গাববৃন্দা বনং মম।
নিত্যমেব সর্ব্বমেতচ্চিদানন্দরসাত্মকং॥
ইদমানন্দকন্দাখ্যং বিদ্ধি বৃন্দাবনং মম।
যস্মিন্ প্রবেশমাত্রেণ ন পুনঃ সংসৃতিং ব্রজেৎ॥২॥

বিজ্ঞ অনুগত যেই সুবিশ্বাস মন। সেই জানে তর্কে নাহি জানে তার্কী জন॥
তর্কনাতে জড় শুদ্ধি করিতে যে নারে। জড়াতীত তর্ক করে অজ্ঞ বলি তারে॥
যে জলেতে অগ্নি সদা হয় নির্ব্বাপণ। সে জল মধ্যেতে বাড়বানলের জ্বলন॥
এই রূপ কত জড়তর্কে কি জানিবে। বিশ্বাসেতে সুখ প্রীতি হবে অনুভবে॥

Scanned by TapScanner

তথাহি সিদ্ধান্তরত্নধৃতকাঠকশ্রুতৌ–
নৈষা তর্কেণ মতিরাপনেয়া।
প্রোক্তান্যেন সুজ্ঞানায় শ্রেষ্ঠঃ॥৩॥

সাক্ষাতে সে সুখ প্রীতি করহ শ্রবণ। কৃষ্ণ সুখে বিপক্ষতা সুখের কারণ॥
চন্দ্রাবলী সখী প্রতি শ্রীগৌরীতীর্থেতে। সখী প্রতি তবে কিছু লাগিল বলিতে॥
যদ্যপি রাধিকা হয় আমার বিপক্ষ। তথাপি জানি যে আমি পূর্ণ যে স্বপক্ষ॥
পক্ষ বিনা পক্ষী যৈছে উড়িতে না পারে। কনিষ্ঠা ভগিনী মোর স্নেহ যে অন্তরে॥
এত ঈর্ষা তাকে করা উপযুক্ত নয়। মোদের খলতা তার অন্তরে জাগয়॥
জটিলা কুটিলা আর হইল দুঃখিত। উপযুক্ত নহে এই মোর আচরিত॥
মোর মনের ভালবাসা না জানেন রাই। সবারে আনিয়া তাহা দেখাইতে চাই॥
কিন্তু এক দুঃখ পুনঃ হয় মোর মনে। হৃদয় সম্পুট হতে কাঢ়িব কেমনে॥
যাহা তাহা হউক আমি গৌরীতীর্থোৎসব। আরম্ভণ করি রাধা সগণে আনিব॥
এত বলি চন্দ্রাবলী সজল নয়ন। দেখিয়া সকলে অতি বিস্ময়তা হন॥
সবে পরস্পর বলে না হবে এমন। চন্দ্রাবলী রাধা দুটি ভগিনী যেমন॥
অন্তরে দোহার প্রীতি দোহে রাখি ঢাকি। অনুমানে কার্য্যে কভু তাহা মোরা দেখি॥
চন্দ্রাবলী সখী প্রতি বলয়ে বচন। গৌরীতীর্থ সজ্জা কর করি নিমন্ত্রণ॥
চন্দ্রাবলী আজ্ঞা পেয়ে যত সখীজন। নানা পুষ্পে মণি রত্নে করেন শোভন॥
সগণ সহিত রাধা কৃষ্ণ দোহ জনে। চন্দ্রাবলী পত্র লেখে অতি হর্ষ মনে॥

**॥ মিনতি সহিত শত, করি নাথ প্রণিপাত, নিবেদন করহ গ্রহণ।*

গৌরীতীর্থোৎসব অদ্য, আগমন করি সদ্য, মম বাঞ্ছা করহ পূরণ॥
আমি তব কৃতদাসী, নর্ম্ম সখা সহ আসি, সর্ব্বকার্য্য কর সমাধান।
কার্য্যে ব্যস্ত যেতে নারি, অবশ্য আসিবে হরি, দেখ দাসী না ত্যজে জীবন॥
সংক্ষেপে লিখন কর, দূতী মুখে সবিস্তার, মোর দশা আশা সব জানি।
ক্ষুদ্র তব দাসী গৃহ, নিজ গৃহ জানি সেহ, ধর আসি চরণ দুখানি॥
কৃষ্ণ প্রতি লিখি ইতি, হইয়ে পরম প্রীতি, রাধা প্রতি করয়ে লিখন।
শিরে তব হস্ত ধরি, শত আশীর্ব্বাদ করি, প্রিয় ভগ্নি করহ শ্রবণ॥
গৌরীতীর্থোৎসব অদ্য, সগণ সহিত সদ্য, আমি তব করি নিমন্ত্রণ।
তব নিমন্ত্রিত আমি, ইহা তুমি মনে জানি, নিজকার্য্য কর সমাধান॥
তোমাকে আশ্রয় ধরি, এই কার্য্য আমি করি, দেখ যেন ভাঙ্গি নাহি পড়ে।

Scanned by TapScanner

যদি ভগ্ন হবে তবে, নিশ্চয় আমি মরিবে, প্রাণ রেখ তুমি দয়া করে॥
যাবৎ না দেখা পাব, তাবৎ ব্যাকুল রব, বিদেশিনী যৈছে বিরহিণী।
মোর দশা আশা জানি, সখীগণ এথা আনি, সুখী কর প্রাণের ভগিনী॥
দূতী হাতে পত্র দিয়া করেন প্রেরণ। দোহ জনে দুই পত্র দূতী যাই দেন॥
সখা সহ কৃষ্ণ বলে করিব গমন। অপূর্ব্ব দেখি যে অদ্য রাধা নিমন্ত্রণ॥
দূতী বলে মোর সখীর কি ভাব অধুনা। রাধা ভগিনী বলি করয়ে ক্রন্দনা॥
অপ্রকট পুর্ব্বে এই ভাব আয়োজন। যোগমায়া মোহে কেহ না জানে কারণ॥
কৃষ্ণ স্থান হইতে দূতী রাধা পাশ গিয়া। চন্দ্রাবলী-পত্র দেন বৃত্তান্ত বলিয়া॥
রাধে তব রূপ গুণ বর্ণনা করিয়া। মোর সখী রোবে ছোট ভগিনী বলিয়া॥
শেষ লীলায় হইল এই ভাবের উদয়। তাহা শুনি শ্রীরাধার নেত্রে অশ্রু বয়॥
সখী সহ তবে রাই বলেন বচন। অবশ্য যাইব যাই করাহ শ্রবণ॥
দূতী যাই শুভ বার্ত্তা সকলি কহিল। চন্দ্রাবলী শ্রবণেতে আনন্দিত ভেল॥
তবে শত শত দাসী সঙ্গেতে ধরিয়া। দিব্য করি তীর্থ ধরে রচনা করিয়া॥
গৌরীতীর্থ মধ্যে করি পুষ্প অট্টালিকা। দিব্য সিংহাসন শয্যা পুষ্পের ঝড়কা॥
চাঁদোয়া তোরণ ভিত্তি বিচিত্র চিত্রিত। দিব্য মণি স্তম্ভোপরি করয়ে নির্ম্মিত॥
তীর্থ চতুর্দ্দিকে দিব্য রতন মন্দির। চক বন্দি শোভে মধ্যে সুন্দর চত্বর॥
নানা পুষ্প দিয়া সব করেন সজ্জিত। সিংহাসন চন্দ্রাতপ দ্বারাদিক যত॥
রাধা কৃষ্ণের সখী সখা যাহার যে রূপ। দিব্য করি সেই রূপ করয়ে স্বরূপ॥
মার্গ রাজমার্গ আর দ্বার সিংহদ্বার। পুষ্পেতে মণিতে সজ্জা করে যে সুন্দর॥
ধ্বজা পতাকাদি কত করেন রোপণ। পুষ্প বাটি স্থানে স্থানে পরম শোভন॥
এই রূপ গৃহ সজ্জা করি সুসজ্জিত। মণি রত্ন অলঙ্কার যত্নে ধরে কত॥
পুষ্প মালা অলঙ্কার আর কত করি। দিব্য পাত্রে রাখিলেন সেই সব ধরি॥
তবে সখী দাসী সহ দেবী চন্দ্রাবলী। ভোজ্য দ্রব্য নানাবিধ করে হর্ষ ধরি॥
চব্য চোষ্য লেহ্য পেয় যত পরকার। যত্ন করি ধরি সব রাখে থরে থর॥
এই রূপ সম্ভারাদি করিয়ে স্থাপন। রাধা কৃষ্ণ আগমন করে প্রতীক্ষণ॥
হেনই সময়ে রাই সখীর সহিত। গৌরীতীর্থোপরি আসি হন উপস্থিত॥
রাই আগমন বার্ত্তা শুনি চন্দ্রাবলী। শীঘ্র করি শ্রীরাধার পাশে চলি গেলি॥
অনুচরী সহচরী সঙ্গে চলি যায়। সখী সহ রাই আইসে দেখিবারে পায়॥
মণিহারা ফণী যৈছে মণি দেখি ধায়। ব্যাকুলের পারা তৈছে চন্দ্রাবলী যায়॥

Scanned by TapScanner

কত স্নেহে দুই হস্তে রাই স্নেহে ধরে। রাই প্রণাম করে তারে নত করি শিরে॥
চন্দ্রাবলী বক্ষে ধরি রাধার বিগ্রহ। লালন করেন কত করিয়া সস্নেহ॥
রাই সখী প্রতি অতি স্নেহ প্রকাশিয়া। গৃহেতে আনিয়া বসান যতন করিয়া॥
পাদ ধৌত ব্যজনাদি করে অনুচরী। শুভবার্ত্তা পুছে ধীরে ধীরে বলে প্যারী॥
হেনই সময়ে শ্যাম সখাগণ সঙ্গে। গৌরীতীর্থে আগমন হন কত রঙ্গে॥
কৃষ্ণ আগমন জানি সবে হরষিত। রাই সহ চন্দ্রাবলী হন আগুলিত॥
রাধা চন্দ্রাবলী এক সঙ্গে দেখি শ্যাম। মনে বলে এত দিনে পুর্ণ মনস্কাম॥
একদা উদয় রবি শশী দুই জন। পুষ্পবন্ত কাল হয় আনন্দ বর্দ্ধন॥
সেই কাল বুঝি আমি ভাগ্যেতে পাইল। উভয়ের মাধুর্য্যেতে আমাকে মোহিল॥
এই রূপ মহাহর্ষে হন নিমগন। পরস্পর মিলিত হই গেহেতে গমন॥
শত শত অনুচরী করেন সেবন। পাদ ধৌত আদি করি আসন ব্যজন॥
মহানন্দে চন্দ্রাবলী কৃষ্ণ সেবা করে। সেবাতে সন্তোষ সবে আনন্দ অন্তরে॥
ক্ষণে সুস্থ হই তবে সবা সঙ্গে করি। সর্ব্ব শোভা চন্দ্রাবলী দেখান চলি চলি॥
রাই বামে মধ্যে কৃষ্ণ অগ্রে চন্দ্রাবলী। চতুর্দ্দিকে শোভে সখী সখার মণ্ডলি॥
কি শোভা হইল কিছু বর্ণন না যায়। চিত্র শোভা দেখি নর্ম্ম করিয়া হাসয়॥
বটু বলে দেখ এই চিত্র মনোরম। রমণীর মুখ চুম্বে পুরুষ অধম॥
সখা বলে তুমি অরসিক ব্রহ্মচারী। রস নাহি জান কহ অধম যে করি॥
বটু বলে তোরা হইল গুড়ের রসিক। রসজ্ঞান নাহি তাতে মহা অরসিক॥
রসিকের সঙ্গ বিনা রস কোথা পাবি। মোর সঙ্গ কর তবে কিছু যে জানবি॥
দেখ হে রমণী এই পরম সুন্দরী। চক্রবাক জিনি কুচ যুগ মনোহরি॥
তাহে কুচে বাস অদ্য করয়ে মদন। তাহা ছাড়ি মুখ চুম্বে পুরুষ অধম॥

তথাহি কোকশাস্ত্রে—

কলাঃ কিয়ত্যো বদ পুষ্পধন্বনঃ কিমাত্মিকাঃ কিঞ্চ পদং সমাশ্রিতাঃ।
পূর্ব্বে চ পক্ষে কথমন্যথা স্থিতিঃ কথং যুবত্যাং কথমেব পুরুষে॥৪॥

বটু রস কথা শুনি সহ সখীবৃন্দ। সকলে হাসিয়া পান পরম আনন্দ॥
এই রূপ শোভা দেখি চলি চলি যায়। চন্দ্রাবলী স্থানে স্থানে রহিয়া দেখায়॥
কোন স্থানে দেখে এক রমণীর পদে। যোড় হাত শিরে ধরি করে প্রণিপাতে॥
সেই ত রমর্ণ করে রতির প্রার্থন। কি রূপ রসিক এহ বলে সখাগণ॥
বটু বলে রসিক বটে ধৃষ্ট জড় হয়। পদে পড়ি রহে যাতে হয়ে জড় প্রায়॥

Scanned by TapScanner

শুষ্ক মুখ নর্ম্ম দৃষ্টি সরস নয়ন। দীন চকিত ভাবে রতির প্রার্থন॥
বলে বা না বলে বাক্য ওষ্ঠ প্রফুল্লিত। তাতে দ্রবীভূত প্রাপ্ত সুরমণীচিত॥
রসিক সুজন যেই রস ভাবে ভরা। অপ্রাকৃত রসাস্বাদে পরম চতুরা॥
অর্দ্ধজীবিত কেহ জীবিত জড় প্রায়। অজড় সুজন কোটি মধ্যে কেহ হয়॥
জীব জীবন নহে রসই জীবন। রস বিনা জীব যেন অজলের মীন॥
তারে আত্মঘাতী কহে ক্লেশ কারণ। সদা শুদ্ধ সদা সুখ রসিক জীবন॥
বিদগ্ধ নামেতে সখা বলেন বচন। বটু রস মুল তত্ত্ব করহ বর্ণন॥
বটু বলে বলি কিছু করহ শ্রবণ। যার অন্ত নাহি পায় সহস্র বদন॥
ভাগবতী অকৈতব শুদ্ধা রতি নাম। রসের নিদান সেই হয় রস ধাম॥
সে স্বচ্ছ রতিতে বিভাব আর অনুভাব। সাত্ত্বিক সঞ্চারি ভাব হয় সমুদ্ভব॥
তাহাতে আনন্দ রূপ মহারস হয়। ভগবান্ তার নিত্য ভক্ত আস্বাদয়॥
ভগবান্ নিত্য সিদ্ধ তার ভক্তজন। লীলা পরিকর রসের পরম কারণ॥
অখণ্ড পরমানন্দ রসের সদন। "রসো বৈ সঃ" করি কহে শ্রুতিগণ॥
বিভাব দ্বিবিধ আলম্বন উদ্দীপন। আলম্বন দ্বিধা বিষয় আশ্রয় হয়েন॥
ভগবান্ হয়েন রতির বিষয়ালম্বন। আশ্রয় আলম্বন তার লীলা পরিজন॥
রতির আধার তাতে আশ্রয়ালম্বন। ভগবান্ বিষয় তার উদ্দেশে প্রবর্ত্তন॥
রতির উদ্দীপক তাতে নাম উদ্দীপন। বিভাব এ তিনে রস কহে শাস্ত্রগণ॥
অনুভাব সাত্ত্বিক তার কার্য্য রূপ হয়। সহায় সঞ্চারি ভাব রস প্রতি রয়॥
নিত্য লোকে নিত্য মূর্ত্তে নিত্য যে রতিতে। নিত্য রস নিত্যোদয় নিত্য বিভাবিতে॥
নিত্যানন্দ রস তার নাহি পারাবার। নিত্য রসিক নিত্য সন্তরে অপার॥
জগজ্জীব যদি নিত্য অনুগত হয়। ভগবৎ কৃপাতে রতি বিন্দু কিছু পায়॥
তাতে ভাগ্যে বিভাবাদি সংযোগতা হয়। ভাগবত ভক্ত রসিক রস আস্বাদয়॥
নিত্য সুখময় তনু রস যার নাম। আনন্দ চিন্ময় রস অতি অনুপম॥
পরম চেতন সর্ব্ব করায় চেতন। সুখদাতা নাহি কেহ যাহার সমান॥

তথাহি শ্রীরসামৃতসিন্ধৌ—

বিভাবৈরনুভাবৈশ্চ সাত্ত্বিকৈ র্ব্যভিচারিভিঃ।
স্বাদ্যত্বং হৃদি ভক্তনামানীতা শ্রবণাদিভিঃ॥
এষা কৃষ্ণরতিঃ স্থায়ী ভাবো ভক্তিরসো ভবেৎ॥৫॥

উত্তমাদি ভেদে ভক্ত রসিক বিভেদ। জড়স্পর্শী রসাভাসী রস পরিচ্ছেদ॥

Scanned by TapScanner

বটুর মুখেতে শুনি রসের বাখান। সবে মৃদু হাসি চলে করি দরশন॥
তীর্থের চৌদিকে সবে করি দরশন। সেতু দিয়া তীর্থ মধ্য গৃহেতে গমন॥
রাধা কৃষ্ণ সুখ লাগি দেবী চন্দ্রাবলী। রতি উদ্দীপনে করিয়াছে চিত্রাবলী॥
মহল উপরে করি দ্বিতীয় মহল। দিব্য শয্যাদিক তাহে রেখেছে সকল॥
পুষ্পের কবাট তার সিঁড়ি দ্বারে রয়। না জানালে কেহ দ্বার জানিতে নারয়॥
ইঙ্গিতে ললিতাকে দেখান চন্দ্রাবলী। রাধাকৃষ্ণ লয়ে করাও উপরেতে কেলি॥
আর সবালয়ে চন্দ্রাবলী হৃষ্ট মন। নীচের মহলে চিত্র করে দরশন॥
অলক্ষিতে শ্রীললিতা লয়ে দোহ জন। দর্শন চাতুরী ছলে উপরে গমন॥
পুষ্প শয্যাপরে বসায়েন দোহ জন। ঈষৎ ঈঙ্গিতে করেন শ্রীকৃষ্ণ প্রেরণ॥
দ্বার বদ্ধ করি তবে বাহিরে আসেন। গৌরীতীর্থে পরে জল কেলি আরম্ভণ॥
যদ্যপিহ জল কেলি রাধিকা নিপুণা। চন্দ্রাবলী অগ্রে শঙ্কা লজ্জিত আননা॥
তাহা দেখি চন্দ্রাবলী জল মগ্ন হয়ে। বহুক্ষণ রহি পুনঃ উঠেন জাগিয়ে॥
মহারঙ্গে তবে সবে জল লীলা করি। উপরেতে উঠিলেন স্নানাদি আচরি॥
তবে বেশ ভূষা সবে করে পরিধান। শ্রীরাধিকা বেশ চন্দ্রাবলী যে করেন॥
শ্রীরাধার কেশ পাশ পৃষ্ঠে ছাড়ি দিল। অতি অল্প কেশে দিব্য বেণী যে রচিল॥
বেণীতে গ্রন্থন করি সূক্ষ্ম নানা ফুল। নানা যন্ত্র পদ্ম তাহে রচনা করিল॥
মণি মুক্তা দিয়া অগ্র করিল সাজন। শিখী পাটী কেশ ফুল কেশেতে সন্ধান॥
সুবর্ণ মুকুট মণি মুক্তাতে জড়িত। দিব্য সূক্ষ্ম নানা ফুল তাহাতে খচিত॥
মুকুটাগ্রে সূক্ষ্ম মালা বক্র ঘুড়াইয়া। যত্ন করি রাই শিরে দেন পরাইয়া॥
দিব্য কাম যন্ত্র কর্ণভূষা তিলকিনী। কন্ঠ চিক ললান্তিকা বিন্দু চিবুকিনী॥
শত যষ্টি হার বক্ষে শোভে স্তরে স্তরে। অঙ্গদ বলয়া চুড়ি যত্নে দেন করে॥
কিঙ্কিণী মেখলা কটি পদের ভূষণ। নীল সাড়ি বেলোড়নী উড়াইয়া দেন॥
পুষ্প স্বর্ণ মণি মুক্তা যত অলঙ্কার। অতি সূক্ষ্ম কৌশলেতে পরান রাধার॥
সে বেশের সন্নিবেশ অপূর্ব্বতা দেখি। দৃষ্ট করি পুনঃ পালটিতে নারে আঁখি॥
বেশ ভূষা করি কৃষ্ণ সুবলাদি সনে। গৃহ মধ্যে বসি আছেন রত্ন সিংহাসনে॥
সখী প্রতি ইঙ্গিতে তবে বলে চন্দ্রাবলী। কৃষ্ণ অগ্র দিয়া রাই লহ পদে চালি॥
সখীর বশেতে রাই করেন গমন। ভূষণের ধ্বনি গন্ধে করে রসায়ণ॥
ধ্বনি গন্ধে সর্ব্বদিক করিয়ে শোভন। কৃষ্ণ অগ্র দিয়া রাই করয়ে গমন॥
অপূর্ব্ব রূপ শ্যাম করি দরশন। মোহ প্রাপ্ত হন শ্যাম মদনমোহন॥

Scanned by TapScanner

ইনি কে কাহার বধূ কোথায় গমন। এরূপ বেশিনী নাহি করি দরশন॥
বৃত্তান্ত জানিয়া সখা আইসহ তুমি। ব্যাকুল করিয়া গেল আমার পরাণি॥
সুবল বলেন সখা না জানিলে তুমি। চন্দ্রাবলী রাই বেশ করেছে আপনি॥
কৃষ্ণ বলে সখে তবে আন দেখি রাই। সুবল বলে অসময়ে কি করিয়া যাই॥
বিনা আজ্ঞা আদেশ বিনা তব নাহি গতি। গোপীর মণ্ডলে সখে কি মোর শকতি॥
কৃষ্ণ বলে সখে তব কিছু ভয় নাই। চন্দ্রাবলী সখী কাছে কহ তুমি যাই॥
শ্যামের উৎকন্ঠা দেখি সুবল গমন। গোপীর সভাতে যাই উপস্থিত হন॥
সুবলের প্রতি চন্দ্রাবলী সখী কয়। কি হেতুক আগমন হইল এথায়॥
সুবল বলয়ে সখা মোরে পাঠাইল। শ্রীরাধা দর্শনে তার অতি ইচ্ছা ভেল॥
সখী চন্দ্রাবলী তবে বলেন বচন। পরে দেখা যাবে সবে করিয়ে ভোজন॥
সুবল বলে সখা তাতে না ধরে বচন। আন আন বলি মোকে করয়ে প্রেরণ॥
সে বাক্য শ্রবণে রাধার লজ্জা উপজিল। সবার অগ্রেতে মোর দেখা যে চাহিল॥
যাদের মর্য্যাদা করি আমি লুকি থাকি। সে স্থানেতে ব্যক্ত করেন সখা দ্বারে ডাকি॥
কুলবতী লজ্জা শঙ্কা মর্য্যাদা না জানে। নিজ কার্য্য প্রতি সদা হন সাবধানে॥
পীরিতি কুরীতি বড় মর্য্যাদা না রাখে। এরূপ পীরিতি আমি না রাখিব লোকে॥
ভাঙ্গিয়া পীরিতি আমি জলে ভাসাইব। পীরিতির মুখ আমি আর না দেখিব॥
কি ছিলাম কি করিল এই যে পীরিতি। এত দিন মন সাধ না হয় পুরতি॥
কর্ণে শুনি লজ্জা শঙ্কা যে সবে হইত। স্বপনেও যে সকল মনে না জাগিত॥
সে সব পীরিতি মোর বেকত করিয়া। সাধ নাহি পুরে তার কামাতুর হিয়া॥
কে বলে পীরিতি সুখ সুখের মুরতি। হইলে এরূপ হয় সুপুরুষ রীতি॥
ভাল ভাল সুখে থাক সে জনার কাছে। কপটী বলিয়া তোকে কে না জানিয়াছে॥
এতেক শ্রীরাধা মনে করি তিরস্কার। অন্তরে হইল তার মানের সঞ্চার॥
মানাশ্রয় করি তবে শ্রীরাধা বসিল। সুবলের প্রতি কিছু ললিতা বলিল॥
বল তার খেলিবার পুত্তলিকা নয়। মোর সখী রাজকন্যা কুলবতী হয়॥
শুনি মৃদু হাসি সুবল করেন গমন। উভয়ের সর্ব্বচেষ্টা যাহার সমান॥
সুবলে দেখিয়া শ্যাম বলেন বচন। রাধিকা না দেখি কেনে একা আগমন॥
সুবল বলয়ে আমি তখনি বলিল। শীঘ্র কি মিলয়ে কভু অকালের ফল॥
পরেতে মিলিতে পারে করি অন্বেষণে। প্রত্যাখ্যান হইলাম শুনহ কারণে॥
অতি ইচ্ছায় অতি বাদ করিয়ে শ্রবণ। অতি বিষাদিত প্রাপ্ত শ্রীকৃষ্ণের মন॥

Scanned by TapScanner

কাকু বাদ সহ দুঃখ করি উদ্‌ঘাটন। আপনি আপনা প্রতি বলেন বচন॥
সাধ ছিল সুখী হব পীরিতি করিয়া। তাহা না হইল মরি দুঃখেতে জ্বলিয়া॥
যে সখী অগ্রেতে মোরে কত বুঝাইল। সুখী হবে বলে মোর হাতে যাকে দিল॥
এখন দেখিনু তার কিছু লেশ নাই। মোর দুঃখ একবার না দেখিল রাই॥
জানিনু পীরিতি কেবল দুঃখের কারণ। পীরিতি নিকট আর না যাব কখন॥
এত বলি মান করি করেন শয়ন। সিংহাসনে পীতবস্ত্র করি আচ্ছাদন॥
এদিকেতে মান করি শ্রীরাধা বসিল। ও দিকেতে মান করি শ্যাম যে শুইল॥

তথাহি শ্রীউজ্জ্বলে—

অহেরিব গতিঃ প্রেম্নঃ স্বভাব কুটিলা ভবেৎ।
অতো হেতোরহেতোশ্চ যুনোর্মানমুদঞ্চতি॥৬॥

চন্দ্রাবলী ললিতাদি সখীর সহিত। ভোজনের সজ্জা তবে করে আয়োজিত॥
দাসীরে পাঠান তবে সবার আহ্বানে। শ্রীকৃষ্ণ নিকটে দাসী করয়ে গমনে॥
ভোজনের তরে করে বহুত আহ্বান। শুনিয়া না শুনে কৃষ্ণ না বলে বচন॥
বহু যত্ন করি কৃতকার্য্যতা নহিল। সবার নিকট আসি দাসী যে বলিল॥
ললিতাদি সখী সহ চন্দ্রাবলী যাই। পীতাম্বর উঠাইয়া শ্যাম মুখ চাই।
নয়ন বিকাশে তভু না বলে বচন। জানিলেন শ্রীগোবিন্দ করিয়াছে মান॥
না দেখাইলাম রাধা তাতে মান করি। চন্দ্রাবলী বলে সখি শুতিয়াছে হরি॥
সখী বলে ভাল আনি দেখাইব তায়। এ সময়ে মান নাথ উপযুক্ত নয়॥
এত বলি তারা রাই নিকটেতে যাই। দেখিলেন মান করি বসি আছেন রাই॥
চন্দ্রাবলী বলে সখি এহ সত্য হয়। সবার অগ্রেতে শ্যাম দেখিবারে চায়॥
লজ্জাতে শঙ্কাতে রাধার মান যে হইল। ভালই হইবে শান্ত নহে দীর্ঘ কাল॥
দোহাকার মান পরস্পর দোহে শুনি। বিচার করেন মনে গুণ দোষ গুণি॥
সখী বলে ভাল হইল রহ দোঁহ জন। এই আমরা সকলে করি গৃহেতে গমন॥
যদ্যপি অন্তর ইচ্ছা হয় দরশনে। বাহিরেতে মানাগ্রহ না করে ত্যজনে॥
সুচতুরা সখী শ্যাম নিকট গমন। রাই পাঠাইল ছলে বলেন বচন॥
ভোজনের কালে ভাল হইবে দর্শন। নাথে এ স্থানেতে শীঘ্র কর আনয়ন॥
তাহার প্রেরিত হইয়া আইলাম মোরা। এক পন্থ দোহ কার্য্য চলহ সত্বরা॥
সুবল বলেন ভাল ভোজনেতে চল। যথা ইচ্ছা তথা দেখা হইবেক ভাল॥
তবে সখাসহ কৃষ্ণ ভোজনে গমন। রাই জানি নিজমান করিল ত্যজন॥

Scanned by TapScanner

পরস্পর দরশনে আনন্দ হইল। জয়ধ্বনি দিয়া সবে ভোজনে বসিল॥
বটু বলে বহু দিনে পেয়েছি ভোজন। চন্দ্রাবলী ভেল মোর এক যজমান॥
বাক্যে সুখী চন্দ্রাবলী সহ সখীগণ। নানা দ্রব্য পরিবেশে যার যত মন॥
অন্য সখা বলে তুমি পেটু বিপ্র হও। ভোজন পাইলে তথা সম্বন্ধ ঘটাও॥
বটু বলে মূর্খ তোরা কি জানহ তত্ত্ব। শুন কিছু কহি বিপ্র ভোজন মাহাত্ম্য॥
যাজকের কার্য্য যদি করে শতবার। বিপ্রদেব পেট ভরি না পায় আহার॥
তবে কার্য্যফল সম্বন্ধতা লোপ হয়। সর্ব্ব পূর্ণ বিপ্রতুষ্টি পেট ভরি খায়॥
সর্ব্বেশ্বর যজ্ঞেশ্বর দেব নারায়ন। শ্রাদ্ধে যজ্ঞে অগ্রে যদি করেন ভোজন॥
তাবৎ ভোজনে তার পেট নাহি ভরে। খেয়ে তুষ্ট বিপ্র হাত না দেন উদরে॥
এত বলি পেটে হাত বোলাইয়া বলে। দেখ চন্দ্রাবলী মোর ভোজনের ফলে॥
বহু যত্নে আরাধনে যাহা সাধ্য নয়। হেন নীলচিন্তামণি হাতে হাতে পায়॥
বটু বাক্যে সুকৌতুকে সুখেতে ভোজন। ভোজনেতে পরিতৃপ্ত সবাকার মন॥
আচমন করি পরে বৈসেন আসনে। তাম্বূল যোগায় কেহ করয়ে ব্যজনে॥
তবে রাই সখীসহ দেবী চন্দ্রাবলী। ভোজন করেন সবে হয়ে কৌতুহলী॥
ভোজনেতে পরিতৃপ্ত হই সর্ব্বজন। আচমন করি তবে বৈসেন আসন॥
সখার গৃহেতে সখা করেন গমন। মধ্য শ্রীমন্দিরে কৃষ্ণ করেন বিশ্রাম॥
সুবেশিনী রাই শ্যামের মনে জাগরণ। কিরূপে কে মিলাইবে ভাবে মনে মন॥
চন্দ্রাবলী রাই রাখি আপন গৃহেতে। শ্যামের নিকট যান সখার সহিতে॥
তাম্বূল বীটিকা দেই করেন ব্যজন। নানা সুরসেতে করে কথোপকথন॥
চন্দ্রাবলী প্রিয় কৃষ্ণ করে আচরণ। কৃষ্ণ পরিতোষী চন্দ্রাবলী আগমন॥
পরম স্নেহেতে করি রাধাঙ্গ লালন। সখীরে ইঙ্গিত করি করেন শয়ন॥
ইঙ্গিত পাইয়া সখী রাইকে লইয়ে। শ্রীকৃষ্ণ নিকট যান রাইকে ছলিয়ে॥
রাই আগমন ভাব গোবিন্দ জানিল। হারানিধি প্রাপ্ত হেন মন উল্লসিল॥
চাতুরী করিতে সখী দ্বারে রাখি রাই। গোপ্যভাব করে শ্যামে উৎকন্ঠা বাড়াই॥
শ্যাম বলে রাই কোথা সখীগণ বলে। চন্দ্রাবলী শুইলেন রাই করি কোলে॥
শ্যাম বলে রাই আগমন গন্ধ পাই। সখী বলে ছিল অঙ্গে অঙ্গ যে লাগাই॥
শ্যাম বলে আমি তবে দেখি বাহির হয়ে। সখী বলে রাই লয়ে যাব যে চলিয়ে॥
শ্যাম বলে তোমা সবা দৈন্যেতে সন্তোষে। তবে সখী রাই লয়ে দেন শ্যাম পাশে॥
সখীগণ দ্বার দিয়া করয়ে গমন। নানা রসকথা কেলি করে দোহজন॥

Scanned by TapScanner

যথাকালে জাগরিত হয়ে চন্দ্রাবলী। সবাকে জাগান তবে হয়ে কুতুহলী॥
সখী যাই রাধাশ্যামে দোহে জাগাইল। সখী সহ রাই চন্দ্রাবলীরে মিলিল॥
মুখ ধৌত জলপান তাম্বুল সেবন। করি সুখী হইলেন তবে সর্ব্বজন॥
পরিতৃপ্ত আলিঙ্গিত যথোচিত ভাবে। করি নিজ নিজ গেহে চলিলেন সবে॥
গৌরীতীর্থে চন্দ্রাবলী প্রীতিতে মিলন। শ্রীরাধাগোবিন্দ লীলা যে করে শ্রবণ॥
সর্ব্ব পরিকরে করে প্রীতির ভাবন। পূর্ণ প্রীতি রাধাকৃষ্ণে পায় সেই জন॥
স্বয়ং রূপ পূর্ণতম শ্রীনন্দনন্দন। সাক্ষাৎ স্বরূপ তার গিরিগোবর্দ্ধন॥
ভগবান্ হয়ে ভক্তরূপ হন তিনি। ভক্তিরস আস্বাদন অধিকতা জানি॥
নিজ পরিকরে আর যত ভক্তজনে। কতরূপে কত দিয়া করেন পালনে॥
তার তট মনোরম অতি সুশোভন। শ্রীগোবিন্দ কুণ্ড তাতে দিব্য ভ্রাজমান॥
কুণ্ডের দক্ষিণ তীর বটে সুশোভিত। শীতে উষ্ণ গ্রীষ্মকালে পরম শীতল॥
অশ্বথে মিলিত হয়ে কত শোভা পায়। পাপ তাপ দূর করেন আপন ছায়ায়॥
মুই অধম তার পদতলে বাস। পাইয়া মনেতে কিছু ভেল অভিলাষ॥
সেহ নিজ সাধ্য নহে প্রভুর অধীন। যারে যৈছে নাচায় তৈছে করয়ে নর্ত্তন॥
তাতে লিখিলাম কিঞ্চিৎ বৈষ্ণব কৃপায়। অদোষ দরশি তারা কৃপালু হৃদয়॥
এই প্রার্থনা মোর বৈষ্ণব চরণে। কৃপা দৃষ্টে কর মোর সর্ব্ব সংশোধনে॥
শ্রীগৌরাঙ্গ নিত্যানন্দ অদ্বৈত চরনে। বিলুণ্ঠিত মনোভৃঙ্গ রহু অনুক্ষণে॥
শ্রীপাদ বৈষ্ণব পদ সদা করি আশ। বৈদগ্ধ বিলাস কহে মনোহর দাস॥

ইতি বৈদগ্ধ বিলাসে চন্দ্রাবলী-প্রীতিলীলা দশম প্রকাশ সম্পূর্ণ।

Scanned by TapScanner

যুথেশ্বরী সর্ব্ব প্রীতিলীলা একাদশ প্রকাশঃ

সর্ব্বপ্রীতিময়ো গৌরো ভক্তানাং ভাববিহ্বলঃ।
পরলীলারসে মগ্নং সর্ব্বভূমিং চকার হ॥১॥

জয় গৌরহরি জয় নিত্যানন্দ রাম। জয়াদ্বৈত মহাবিষ্ণু চিদানন্দ ধাম॥
জয় গদাধর জয় গৌর-ভক্তবৃন্দ। কৃপা করি দেহ সবে চরণারবিন্দ॥
নিত্যসুখ প্রীতিময় ধাম বৃন্দাবন। সর্ব্ব পুরুষার্থ সার প্রেম বিলসন॥
বৃন্দাবনেশ্বর সর্ব্ব প্রীতিময় হরি। সর্ব্ব প্রীতিময়ী রাধা বৃন্দাবনেশ্বরী॥
পরকীয়া লীলারস করিতে আস্বাদন। যোগমায়া আশ্রয় করি হন প্রকটন॥
নিজ মহৈশ্বর্য্য তাতে করি আচ্ছাদন। নরবৎ নরলীলা করে দোঁহজন॥
মোহন মোহিনী হই সবার উপরে। আপনি মোহিত হন নিজমায়া করে॥
তাহাতে বিচিত্র লীলা হয়ত উদয়। নব নব রসানন্দে দোঁহ বিলসয়॥

তথাহি শ্রীমদ্ভাগবতে মুনিস্তবে—

তস্মৈ নমো ভগবতে কৃষ্ণায়াকুন্ঠমেধসে।
স্বযোগমায়য়া চ্ছন্নমহিম্নে পরমাত্মনে॥২॥

পরিপূর্ণ সর্ব্বরসে কৃষ্ণ সুখ দিতে। স্বপক্ষাদি ভেদ রাধা হন প্রকাশেতে॥
স্বপক্ষ বিপক্ষ সুহৃৎপক্ষ গোপীগণ। তটস্থ যে পক্ষ আর হন যত জন॥
অংশিনী রাধিকা হন সবার কারণ। বহু কৃষ্ণে পূর্ণ রস করাইতে পান॥
তৎসুখে সুখিতা রাধা লয়ে সবগণ। নিজ ধামে নাথ সহ নিত্য বিলসন॥
আদি মধ্য অন্তলীলা ত্রিবিধ প্রকারে। অন্তের শেষেতে আসি সে প্রীতি প্রচারে॥
প্রীতি ভাবে অপ্রকটে স্থিত সর্ব্বগণ। তাতে সবে করে সেই লীলা আয়োজন॥
শ্যামলা বিমলা লীলা আদি যূথেশ্বরী। সুহৃৎপক্ষ রাধিকার হন হিতকারী॥
বিপক্ষের হিত প্রায় করে আচরণ। তটস্থা যে যূথেশ্বরী ভদ্রাদিক হন॥
যূথের মধ্যেতে ভেদ অবান্তর হয়। লক্ষ লক্ষ বরাঙ্গনা এক যূথে রয়॥
এইরূপ লক্ষ লক্ষ যূথ বৃন্দাবনে। তার অধীশ্বরী হন যূথেশ্বরীগণে॥

তথাহি শ্রীউজ্জ্বলে—

তাসাং যূথানি শতশঃ খ্যাতান্যাভীরসুভ্রুবাং।
লক্ষসংখ্যাশ্চ কথিতা যূথেযূথে বরাঙ্গনাঃ॥৩॥

যূথেশ্বরীগণ সবে করেন শ্রবণ। চন্দ্রাবলী গৌরীতীর্থে রাধা আনিলেন॥
কত স্নেহ প্রীতিভাবে করিয়ে যতন। নিজ হস্তে বেশ করি কৃষ্ণ মিলায়েন॥

Scanned by TapScanner

শ্রবণে সবার প্রীতি ভাব রাধিকায়। কালেতে আসিয়া তাহা করিল উদয়॥
তাতে পরস্পর যত যূথেশ্বরীগণ। রাধারূপ গুণগণ করেন বর্ণন॥
শ্রীরাধাতে স্নেহ প্রীতি উপযুক্ত হয়। রাধাসম রূপে গুণে আর কেহ নয়॥
লজ্জাশীলা সুমর্য্যাদা করুণা বিনীতা। ধৈর্য্য গাম্ভীর্য্যাদি গুণে রাধিকা পূরিতা॥
দেখ যেই চন্দ্রাবলী কত পরকার। রাধা প্রতি বিপক্ষতা করেছে প্রচার॥
মাধবী রঙ্গণ যূথী লতা আরোপণ। যত্নে করেছেন কৃষ্ণ মালার কারণ॥
চন্দ্রাবলী নিজ ছাগী প্রেরণ করিয়া। খাওয়ায়েন সেই লতা অতি মূঢ়াইয়া॥
আর দেখ কৃষ্ণ অগ্রে কুঞ্জেতে গমন। করিয়া প্রতীক্ষা করে রাধা আগমন॥
চন্দ্রাবলী জানি তাহা শারী শিখাইয়া। জটিলা গৃহেতে পাঠায় ছলতা করিয়া॥
রাধা অভিসার কালে সেই শারী বলে। কৃষ্ণ অভিসারে তব পুত্রবধূ চলে॥
চকিত হইয়া বৃদ্ধা করে অন্বেষণ। দেখিলেন সত্য বধূ করয়ে গমন॥
ভৎর্সনা করিয়া গৃহে করে অবরোধ। কৃষ্ণ অভিসারে তাঁর পড়িল বিরোধ॥
তবে চন্দ্রাবলী নিজ বেশভূষা পরি। শ্রীকৃষ্ণ নিকটে যান অভিসার করি॥
নিজে অভিসারে বিঘ্ন দিয়া চন্দ্রাবলী। নিজ কুঞ্জে কৃষ্ণ সহ সুখে করে কেলি॥
জানি শুনি রাই কিছু না বলে বচন। আর এক দেখ তাঁর সখী আচরণ॥
বৃন্দাবনে সুখে করে ফুলের বিহার। পদ্মা শৈব্যা যাই দেখ বলে জটিলার॥
এই রূপে রাধা শুভ কার্য্যে কতবার। চন্দ্রাবলী করিয়াছে বিঘ্নের প্রচার॥
মোরা দেখ কৃষ্ণ অভিসারে চলে রাই। ব্যাঘ্র জটিলার শব্দে বিঘ্নতা ঘটাই॥
জটিলা আবদ্ধ করি রেখেছেন রাই। কৃষ্ণে বলি কৃষ্ণ লয়ে মোরা বিলসই॥
আর দেখ এক দিন নাথকে লইয়ে। নানা সেবা করি মোরা কুঞ্জে প্রবেশিয়ে॥
নিজ কুচে শ্যাম পদ করিয়ে মর্দ্দন। নিজ কেশ চামরেতে করিয়ে ব্যজন॥
সে সেবাতে সুখী হয়ে শ্যাম মোদে বলে। কি তুমি যাচহ প্রিয়ে দিব মুই বরে॥
সখী সহ যুক্তি করি বলিল বচন। যদা মোর ইচ্ছা তদা করিবে পূরণ॥
তথাস্তু বলিয়া কৃষ্ণ করেন স্বীকার। সে বর রহল জাগি মোদের অন্তর॥
দিব্য বসন্তের নিশি অতি সুখময়। কামিনীজনার মন কান্ত অন্বেষয়॥
শ্রীরাধিকা শ্যামচন্দ্রে সঙ্কেত করিল। কৃষ্ণ নিকট যাই তার দাসী যে বলিল॥
বৃন্দাবনে বাসন্তীর কুঞ্জ মনোরম। অদ্য নিশি নাথ তথা করিহ গমন॥
সম্বাদ পাইয়া কৃষ্ণ মহাসুখ পান। স্বীকার করিয়া সুখে দাসীরে পাঠান॥
দাসী মুখে রাই শুনি অতি সুখী হন। অভিসার সজ্জা দ্রব্য করে আয়োজন॥

Scanned by TapScanner

বাসন্তিক বেশভূষা করি সখী সঙ্গে। রজনী প্রথমে রাই চলিলেন রঙ্গে॥
হেন কালে মোর সখী সহ দেখা হয়। রাধা সখী ছল করি তাদিকে কহয়॥
বরষাণ হইতে রাধার আত্মবন্ধু জন। সহ পরিবারে তারা করে আগমন॥
আসিতে হইল রাত্র সে সম্বাদ পাই। বৃদ্ধা আজ্ঞা পেয়ে মোরা আগুলিতে যাই॥
এত বলি স্থির হই রহিল সকলে। মোর সখী আসি তাহা মোর কাছে বলে॥
জানিলাম তবে মোরা কৃষ্ণ অভিসার। কি রূপেতে পাব শ্যাম করিনু বিচার॥
সখী বলে বেশ পর না করহ দেরি। দেখ অদ্য নিশি নাথে নিব মোরা ফিরি॥
তবে বসন্তের দিব্য বেশ মোরা করি। কৃষ্ণ অভিসার পথ কুঞ্জের উপরি॥
স্থিত হয়ে কুঞ্জ সজ্জা করি মনোরম। সখী মোর কৃষ্ণ পথ করে নিরীক্ষণ॥
হেন কালে শ্যাম চলে দেখে সখীগণ। অগ্রে আগুলিয়া পথ বলয়ে বচন॥
কোথায় গমন মোর সখীরে বঞ্চিয়ে। এ তব উচিত নহে ধরমে জানিয়ে॥
কৃষ্ণ নানা ছল করি বলয়ে বচন। রাধা স্থানে পূর্ণ ইচ্ছা করিতে গমন॥
সখী সহ বাক্য দ্বন্দ্ব তার উপজিল। এক সখী শীঘ্র আসি মোকে লয়ে গেল॥
মুই বলিলাম নাথ দ্বন্দ্ব কেনে কর। অদ্য মোকে দেই তুমি সে দিনের বর॥
মোর কুঞ্জে আগমন কর অদ্য নিশি। তব বাক্য পূর্ণ এই মনে অভিলাষী॥
না আইসে উত্তর আর আনিলাম ধরি। শ্যামসহ কুঞ্জে মোরা সুখে করু কেলি॥
এ দিকেতে শ্রীরাধিকা সখীর সহিত। কুঞ্জ সজ্জা করি মধুযামিনী উচিত॥
উৎসাহ কতই মনে শ্যাম সুখ তরে। সে বাসক সজ্জার শোভা কে বর্ণিতে পারে॥

তথাহি শ্রীউজ্জ্বলে—

স্ববাসকবশাৎ কান্তে সমেষ্যতি নিজং বপুঃ।
সজ্জীকরোতি গেহঞ্চ যা সা বাসকসজ্জিকা॥৩॥

বাসকসজ্জিতা রাধা কৃষ্ণ না দেখিয়া। উৎকন্ঠাতে মহাতাপ জ্বলে তার হিয়া॥
কি হইল কোথায় কিবা বিপত্তি পড়িল। কিম্বা কোন কুঞ্জে কেহ ছলেতে লইল॥
বড় সুখে বড় দুঃখ দিল কোন জন। কত খেদ করি নিশি করে জাগরণ॥
শ্রীকৃষ্ণ বঞ্চিতা তাতে বিপ্রলব্ধা রাই। ব্যথমানান্তরা নির্ব্বেদ উগারই॥
সখি কি যামিনী এই সতিনী কামিনী। কুহু কুহু বাক্যে মোরে করিতেছে গ্লানি॥
দেখ দেখ তার মুখ উপরেতে রয়। ছি ছি বস্ত্র দিয়া ঢাক দেখা নাহি যায়॥
তার অঙ্গের গন্ধ কেনে মম গাত্রে দেখি। ছি ছি ধৌত করি উঠাইয়া ফেল সখী॥
এই রূপে কত দুঃখে করে প্রলাপন। মোর মন ঈর্ষা কথা করহ শ্রবণ॥

Scanned by TapScanner

শ্যাম লয়ে সুখভোগ করিল রজনী। এ মোর সৌভাগ্য রাধা দেখুক আপনি॥
এত চিন্তি মোর অঙ্গের কুঙ্কুম কজ্জ্বল। শ্যাম অঙ্গে শোভা করি মুই লাগাইল॥
মোর হস্তের কৃত মালা শ্যাম গলে দিয়া। রাধার কুঞ্জেতে পাঠাইলাম শুনাইয়া॥
মোর মুখে রাধা নাম করিয়ে শ্রবণ। রহিতে না পারে কৃষ্ণ করিল গমন॥
নিশি শেষে রাধিকার কুঞ্জের দ্বারেতে। স্থিত হই শ্যাম বাক্য বলে সুচরিতে॥
প্রিয়ে দ্বার উন্মোচন কর স্থিত আমি। রাই বলে নাহি জানি কেবা হও তুমি॥
কৃষ্ণ বলে আমি কৃষ্ণ কেনে নাহি জান। রাই বলে কাল রঙে কিবা প্রয়োজন॥
কৃষ্ণ বলে কাল বর্ণ নহে আমি হরি। রাই বলে সিংহ তুমি খাবে বুঝি মারি॥
কৃষ্ণ বলে প্রিয়ে আমি হিংস্র জন্তু নই। পশুপতি নাম সবায় পালন করই॥
রাই বলে পার্ব্বতী কোথা ছাড়িয়ে আসিলে। বাঞ্ছা পূর্ণ কর তথা শীঘ্র যাও চলে॥
কৃষ্ণ বলে প্রিয়ে আমি হই রাধানাথ। রাই বলে যাহ বার্ত্তা কর তার সাথ॥
অশ্বিনী ভরণী তব কান্তা বহু হয়। দুঃখে আছে তারা শীঘ্র গতি যোগ্য হয়॥
কৃষ্ণ বলে প্রিয়ে মিথ্যা দোষ মোরে দেহ। কার্য্যে ব্যস্ত ছিনু আমি আপনার গৃহ॥
তাতে রাত্র্যধিকে মোর অলসাঙ্গ হয়। নিদ্রা ভঙ্গে চমকি আমি এই আইসয়॥
তবে সখী কুঞ্জদ্বার করে উদ্‌ঘাটন। ভোগাঙ্কিত অঙ্গ দেখি বলয়ে বচন॥
আই আই কে করিল এমন সুবেশ। মস্তকে যাবক দিল কজ্জ্বল ওষ্ঠদেশ॥
বক্ষেতে কুঙ্কুম ভুজে কঙ্কণেরি দাগ। সর্ব্ব অঙ্গে শোভা দেখি তার অঙ্গরাগ॥
পলাও পলাও শীঘ্র নহে পাবে লাজ। বড় হাস্য করি মোর আলির সমাজ॥
কৃষ্ণ বলে প্রিয়ে তুমি একে বল আর। শয্যা কাছে ছিল এক মসীর আধার॥
আর গৈরিকাদি নিদ্রা বেশেতে অঙ্গেতে। লাগিল মোর যে কাহে দেহ অপবাদে॥
রাই বলে ধৃষ্ট শঠ-বাক্য ঐছে হয়। কার হস্ত ম্লান মালা গলে দেখা যায়॥
যাও তব সঙ্গে মোর বাক্য যোগ্য নয়। এত বলি মান করি রাধিকা বৈসয়॥
কৃষ্ণ বহু বিনতিতে চরণে পড়িল। তথাপি রাধার মান ভঙ্গ নাহি ভেল॥
তবে কৃষ্ণ বিমুখ হই করেন প্রয়াণ। কৃষ্ণ গুণ স্মরি পুনঃ উৎকন্ঠিত হন॥
কলহন্তরিতা রাই কৃষ্ণ আনিবারে। দূতীকে পাঠান অতি করিয়ে সত্বরে॥
তাহা জানি মোর সখী আমি পাঠাইল। শ্রীকৃষ্ণ যাইতে নারে সে বাধা সাধিল॥
দূতী যাই রাধা স্থানে সে বাধা কহিল। কমলার সখী কৃষ্ণ পাশেতে রহিল॥
কৃষ্ণ তারে আঁখি ঠারি করেন বিদায়। পশ্চাতে আসিবে শ্যাম জানিহ নিশ্চয়॥
তাঁর সুখে বহু বিঘ্ন দিনু তা জানিল। তভু রাই দেখি মোকে ঈর্ষা না করিল॥

কোথা হইতে এস বৈস কহে মিষ্টবাণী। রাধা গুণ স্মরি মোদের বিদরয়ে প্রাণী॥
এই রূপ রাধা প্রতি বিঘ্ন আচরণ। সবে কত করিয়াছি নাহিক গণন॥
কিন্তু দেখ রাই কার প্রতি যে কখন। স্বপনেও নাহি করে বিঘ্ন আচরণ॥
মোদের খলতা জানি শুনিয়া কখন। দ্বেষ করি কার প্রতি না বলে বচন॥
দোষ করি মোরা যদি নিকটেতে যাই। এস বৈস করি কত কহে মধুরাই॥
যার বাক্যে বশ কৃষ্ণ শ্রীগোকুল বীর। সর্ব্ব সল্লক্ষণযুক্ত যাহার শরীর॥
যার রূপ গুণ যশ ত্রিভুবন খ্যাত। এরূপ হইয়া দেখ সহ্য করে কত॥

তথাহি তত্রৈব–

তীব্রস্তর্জ্জতি ভিন্নধীর্গৃহপতিচ্ছদ্মজ্ঞয়া পদ্ময়া
হারং হারয়তে হরিপ্রণিহিতং কীশেন ভর্ত্তুঃ স্বসা।
মল্লীং লুম্পতি কৃষ্ণকাম্যকুসুমাং শৈব্যা প্রিয়া বর্ব্বরী
রাধা পশ্য তথাপ্যতীব সহনা তূষ্ণীমসৌ তিষ্ঠতি॥৪॥

রাধা সম রূপ গুণ কোথা নাহি পাই। আবৈকুণ্ঠ সব লোক যে দিগেতে চাই॥
ললিতা বিশাখা যার গুণে মুগ্ধ হয়ে। সখী হইলেন যূথনাথতা ছাড়িয়ে॥
সহচরী ভাবে সেবে কত সুখ পায়। কৃষ্ণকান্তা মোরা তার লেশ নাহি হয়॥
রাধা সুবিলাসে কৃষ্ণ যে সুখ পান। বহু কান্তা নহে তার লেশের সমান॥
আর দেখ শ্রীরাধার নামের মাধুরী। জিহ্বাতে বলিতে যেন অমৃত লহরী॥
যূথের ঈশ্বরী মোরা কৃষ্ণকান্তা হই। এই অভিমানে মত্ত সদা মোরা রই॥
এরূপ রাধারে মোরা না করিয়া প্রীতি। শ্রীগোবিন্দ সহ করি রতির সঙ্গতি॥
তাহাতে সুখের মোরা না দেখি গুরুতা। রাধা প্রীতি কৃষ্ণ রতি সুখ আধিক্যতা॥
সম্প্রতি মোদের চিত্ত রাধা প্রীতে ধায়। স্বাভাবিকী প্রীতিমূর্ত্তি শ্রীরাধিকা হয়॥

যথা ব্রহ্মাণ্ডপুরাণে রাধাহৃদয়ে–

সর্ব্বলক্ষ্মীময়ী রাধা পূর্ণব্রহ্মসনাতনী।
সর্ব্বাদ্যা সর্ব্বসংরাধ্যা সর্ব্বপ্রীতিময়ী শুভা॥৫॥

এত বলি কৃষ্ণকান্তা যূথেশ্বরীগণ। স্বাভাবিকী প্রীতি রাধায় করেন ধারণ॥
তবে পরস্পর বলে যত যূথেশ্বরী। রাধাকৃষ্ণ মিলাইব মোরা যত্ন করি॥
এত বলি মুখ্য মুখ্য যূথেশ্বরীগণ। পৌর্ণমাসী দেবী স্থানে করেন গমন॥
পৌর্ণমাসী দেবী দেখি হন আনন্দিত। যূথেশ্বরীগণ সবে হন প্রণমিত॥
আশীর্ব্বাদ করি দেবী বলেন বচন। বড় শুভ অদ্য কৃষ্ণকান্তা আগমন॥

Scanned by TapScanner

যূথেশ্বরী সবে বলে তব কৃপা যার। শুভ সুখাদির আর বাকি কিবা তার॥
শুভের মূরতি তুমি শুভের নিদান। শুভময় দেখি তব যত সমাধান॥
দুর্ঘট দুঃখের যেই পরম আকর। তব শুভ দৃষ্টে সেই সুখের সাগর॥
তব ভক্তি করি তব অনুগ্রহ পায়। তার শুভ সুখ আর সর্ব্ব স্থানে জয়॥
যে বাঞ্ছা করিয়ে যেই তব শ্রীচরণ। পুজয়ে তাহার হয় বাঞ্ছিত পূরণ॥
বাক্য শুনি দেবী তুষ্ট হইয়া বলেন। সর্ব্বাদাধ্যা হও সবে কৃষ্ণকান্তাগণ॥
তোমাদের বাঞ্ছায় মোর বাঞ্ছিত পূরণ। যাহা করি বল তাহা সত্য করি মান॥
যে কার্য্য করিয়ে তোমাদের আলম্বনে। তাহাতেই সুখে করি জীবন যাপনে॥
এই কর যাতে মুই সর্ব্ব সুখী হয়ে। বৃন্দাবনে বিলসই তোমাদের লয়ে॥
তাহা শুনি সখী সবে বলেন বচন। শুন দেবী মোদের যে মনের প্রার্থন॥
চন্দ্রাবলী প্রীতি করি শ্রীরাধা লইল। কৃষ্ণে মিলাইয়া কত সুখ যে পাইল॥
মোদের মনেতে বড় সাধ হয় এই। রাধাকৃষ্ণ মিলাইয়া মোরা বিলসই॥
রাধা বিনা কৃষ্ণসহ মোরা বিলসই। সুখ বটে কিন্তু তাহে অপূর্ব্বতা নাই॥
রাধিকা লইয়ে করি গায়ন নর্ত্তন। সুপ্রীতিতে রাধাকৃষ্ণ করি আমন্ত্রণ॥
শুনি পৌর্ণমাসী বলে বড় ভাল ভাল। সম্প্রতির সমসুখ নহে কোন কাল॥
পক্ষতা সাধিয়া নানা সুখ যদি হয়। পরিণামে পরিপূর্ণ প্রীতিতে উদয়॥
ভাল ভাল রাধাপ্রীতি করি সর্ব্বজন। শ্রীগোবিন্দ সহ সুখে কর বিলসন॥
প্রকটলীলার শেষে জানি এ সঙ্গতি। পৌর্ণমাসী ইথে হইলেন যত্নবতী॥
যূথেশ্বরী প্রতি তবে বলেন বচন। সঙ্গীত বিলাসে বল হয় কোন স্থান॥
যূথেশ্বরীগণ বলে তব যে কানন। দিব্য বৃক্ষ লতা পূর্ণ পরম শোভন॥
এক বন ষড়ঋতু বন শোভা ধরে। পুষ্প পত্র ফলে অতি পরম সুন্দরে॥
মণ্ডল তখন মধ্যে করিব রচন। পদ্মবন্ধ করি যাতে অতি মনোরম॥
সর্ব্বমধ্য মণ্ডলেতে শ্রীরাধাগোবিন্দ। মোদে লয়ে করিবেন নৃত্যগীতানন্দ॥
শুনি ভগবতী দেবী আনন্দিত মন। নান্দীমুখী তাহা শুনি বলেন বচন॥
একি দেবী বল দেখি ভাব বিপরীত। অপক্ষ হইয়া কেনে পক্ষ আচরিত॥
হাসি পৌর্ণমাসী বলে গূঢ় লীলা সার। শুন বলি জানি সুখী করহ অন্তর॥
শ্রীরাধিকা হন সর্ব্বকান্তাগণ সার। রাধিকা হইতে কান্তাগণের বিস্তার॥
পরিপূর্ণ সর্ব্বরস আস্বাদিতে মন। অংশিনী রাধিকা করে অঙ্গ প্রকাশন॥
কায়ব্যূহ রূপে যবে বহুত হইল। নিজ শক্তিযোগ মায়ায় আচ্ছন্ন করিল॥

Scanned by TapScanner

তাহাতে যে মুল তত্ত্ব প্রকাশ রুধিল। বিপক্ষাদি নানাভেদ ধারণ করিল॥
সেই সব পক্ষ তবে করি সংস্থাপন। নানা রস লীলা তাতে করি উদ্ভাবন॥
সব্বরস নিজ নাথে করাই সেবন। সুখী করিলেন স্বয়ং সুখী হইলেন॥
কার্য্য পূর্ণে কার্য্যকরী মায়া শিথিলতা। তত্ত্ব প্রকাশেতে প্রীতি হয়ত উদিতা॥
নান্দীমুখী শুনি বলে বলহ-নিশ্চয়। অপূর্ব্ব দেখিনু এক প্রীতির বিষয়॥
তোমার নিকটে তাহা এলাম বলিতে। তব মুখে তত্ত্ব কথা পেলাম শুনিতে॥
দেবী বলে বল নান্দী কি দেখিলে তুমি। বিবরিয়া কহ বাছা শুনি দেখি আমি॥
নান্দী বলে অদ্য নিশি প্রহর থাকিতে। শ্রীরাধিকা স্বপ্ন দেখেন অতি যে বিস্মিতে॥
তোমায় আমার দ্বারা বৃত্তান্ত জানিতে। এক দাসী পাঠায়েন মোর নিকটেতে॥
প্রাতে আসি দাসী তবে মোকে লয়ে যায়। স্বপন সকল কথা রাধা মোকে কয়॥
তোমার নিকটে তাহা বলিবার তরে। জাবট হইতে মুই আইনু সত্বরে॥
তাহা যে দেখিনু তাহা করহ শ্রবণ। স্বপন বৃত্তান্ত পরে করিব বর্ণন॥
শ্রীরাধা দর্শনে কৃষ্ণ উৎকন্ঠিত মন। জাবট নিকটে তাতে করেন ভ্রমণ॥
জটিলা দেখয়ে কৃষ্ণ পথি চলি যায়। কোথায় যাওরে কৃষ্ণ আহ্বান করয়॥
কৃষ্ণ বলে আই বৎস করি অন্বেষণ। ছুটিয়া যে কোনদিকে করেছে গমন॥
জটিলা বলয়ে নন্দ হয়েন রাজন। সহস্র সহস্র যার দাস দাসীগণ॥
সে সব থাকিতে তোমা করয়ে প্রেরণ। কমল বালক তুমি হৃদয় কেমন॥
কৃষ্ণ বলে আই সর্ব্বদিকে দাসগণ। গেছে কার্য্য নাই মুই করি অন্বেষণ॥
জটিলা বলয়ে আনিবেক দাসগণ। মোর গৃহে আসি দুগ্ধ করহ দোহন॥
কৃষ্ণের বাসনা যাহা সেই কার্য্য পাই। সুমিষ্ট বাক্যেতে বলেন চল আই যাহ॥
অতি প্রীতে কৃষ্ণ লয়ে করেন গমন। অন্দর মহলে যাই উপস্থিত হন॥
গোদোহনে দিব্য ভাণ্ড বাহির করিল। সূক্ষ্ম বস্ত্রখণ্ডে মিছ্‌রী একেতে ধরিল॥
অন্য গোদোহনে কৃষ্ণে অন্য ভাণ্ড দেন। বৎস ধরিতে রাধায় করেন আহ্বান॥
শ্রীরাধিকা নিজ শ্বশুর শুনিয়া আহ্বান। বাহিরে আসিয়া নাথে দরশন পান॥
পরস্পর দরশনে আনন্দে মগন। জটিলা বলয়ে বৎস করহ ধারণ॥
বৎস ধরে রাই কৃষ্ণ গোদোহন করে। কত যে আনন্দ দোহার ভরিল অন্তরে॥
দুগ্ধ দোহি সেই ভাণ্ড জটিলাকে দেন। মিছ্‌রী ভাণ্ড কৃষ্ণে দিয়া জটিলা বলেন॥
উত্তমা কপিলা এই কৃষ্ণা গো জান। মিছ্‌রী পর ধারা দিয়া করহ দোহন॥
তবে সেই রূপে কৃষ্ণ দোহন করিল। দুগ্ধ ভাণ্ড জটিলার হস্তে কৃষ্ণ দিল॥

Scanned by TapScanner

দিয়া বলে আই আমি চলি যাই গৃহে। জটিলা বলয়ে যাবে একি গৃহ নহে॥
এত বলি হাতে ধরি বসাই যতনে। কত স্নেহে সেই দুগ্ধ করায়েন পানে॥
কমল বালক তুমি কমল শ্রীমুখ। না খাইলে মোর বড় হইবেক দুঃখ॥
যশোদা বালকে কিছু যত্ন নাহি জানি। এতদিন তভু কিছু না করায় পানে॥
খাও বাছা কৃষ্ণ দুগ্ধ গুণকারী হয়। পিত্ত নিবারক দেহ সদা পুষ্টি রয়॥
পুনঃ পুনঃ বাক্যে কৃষ্ণ যথেষ্ট খাইয়া। আর নারি বলি শেষ রাখেন ধরিয়া॥
জটিলা বলয়ে বধূমাতা কর পান। লজ্জিত শঙ্কিতমনা শ্রীরাধিকা হন॥
যদ্যপি অন্তরে তাঁর পরম যতন। বাহিরে তথাপি ভাব করেন গোপন॥
জটিলা বলয়ে লজ্জা শঙ্কা কেনে কর। কৃষ্ণ আমাদের জান না জানহ পর॥
দিব্য দিয়া কত স্নেহে করায়েন পান। দেহের সুস্থতা কত করিয়ে বাখান॥
কৃষ্ণ অবশেষ দুগ্ধ রাই পান করি। পুলকাঙ্গ ঢাকে রাই দিয়া নীল সাড়ী॥
যাই বলি কৃষ্ণ জটিলাকে প্রণমিল। আশীর্ব্বাদ করি তেহ গেহে পাঠাইল॥
সত্য বল দেবী যেই কৃষ্ণে করে দ্বেষ। সে জটিলা সম্প্রতি করে প্রীতি যে বিশেষ॥
শ্রীরাধিকা স্বপ্ন কথা করহ শ্রবণ। অদ্য নিশি যেরূপ তিনি দেখেছে স্বপন॥
রজনীর শেষে রাই স্বপন দেখিল। ব্রজ ত্যজি কৃষ্ণ যেন কোন দেশে গেল॥
কান্দিয়া ব্যাকুল রাধা স্বপনের মাঝে। এ প্রাণ রাকিব মুই আর কোন কাজে॥
হা হা কোথা গেলে নাথ দুঃখিনী ত্যজিয়ে। বাচিনা যে হিয়া মোর যায় বিদরিয়ে॥
কি বাদ সাধিল বিধি নাথ কোথা গেল। মরি মরি দুঃখ আর সহিতে যে নার॥

তথাহি শ্রীললিতমাধবে—

ক্ব নন্দকুলচন্দ্রমাঃ ক্ব শিখিচন্দ্রকালঙ্কৃতিঃ
ক্ব নন্দমুরলীরবঃ ক্ব নু সুরেন্দ্রনীলদ্যুতিঃ।
ক্ব রাসরসতাণ্ডবী ক্ব সখি ! জীবরক্ষৌষধি-
র্নিধির্ম্মম সুহৃত্তমঃ ক্ব বত হন্ত হা ধিক্ বিধিম্॥৬॥

হা হা হুতাশে যবে বাহিরয়ে প্রাণ। দেখা দিয়া বাক্যে মোরে স্বপনে বুঝান॥
নিকটে আছি যে আমি না দেখ আমারে। বিরহে এতেক দুঃখ কি হেতু অন্তরে॥
এস বলি মোকে লয়ে ব্রজের সহিত। অপূর্ব্ব স্থানেতে যাই হন প্রবেশিত॥
স্বপ্রকাশ সদানন্দ সর্ব্বসুখময়। দিব্য নর নারী মূর্ত্তি সকলি বসয়॥
আনন্দ মন্দির কত পরম উজ্জ্বল। দিব্য রত্নমণি মুকুতাতে ঝল মল॥
যাহা কিছু দেখ মুই সব প্রীতি ময়। দিব্য সজ্জা বাদ্যে মোকে নাথ সঙ্গে লয়॥

Scanned by TapScanner

সিংহাসনে বসাইল প্রাণনাথ সনে। স্বপ্ন মধ্যে স্বপ্ন দুঃখ করিল গমনে॥
সবা লই সুখে মুই হইনু বিভোর। হেন কালে নিদ্রাভঙ্গে হইনু জাগর॥
ভাবিয়া চিন্তিয়া রাধা ঠিক নাহি পাই। আমা হাতে শ্রীরাধিকা তোমারে সুধাই॥
নান্দী-মুখে শুনি দেবী এতেক বচন। মৃদু হাসি নান্দী প্রতি তবে কিছু কন॥
শ্রীরাধা নিকটে মোর আশীর্ব্বাদ বল। চিরসুখী হবে দুঃখ আছে ক্ষণকাল॥
সেহ ক্ষণ দুঃখ যেন জানহ স্বপন। এই রূপ বলি তাকে করহ সান্তন॥
আর বল কৃষ্ণকান্তা যূথেশ্বরীগণ। প্রীতিতে হইবে তোমা করি আমন্ত্রণ॥
মোর বনে তাঁদে লয়ে যত যূথেশ্বরী। কৃষ্ণসহ সুখে তারা করিবেন কেলি॥
গীত নৃত্যে শ্রীরাধিকা মহা সুখ পায়। করিতে হইবে বনে লইয়ে সবায়॥
সখীর সমাজে রাধায় এ লীলা বলিবে। তাঁদের প্রীতির পূর্ণ করিতে হইবে॥
ইতি সর্ব্বপ্রীতিলীলা করিয়া বাখান। পরেতে হইবে গীতাদিক আরম্ভণ॥
শ্রীচৈতন্য নিত্যানন্দ অদ্বৈত চরণে। বিলুঠিত মনোভৃঙ্গ রহু অনুক্ষণে॥
বিদগ্ধ শব্দেতে হয় রসের পণ্ডিত। তাহার বিলাস ইথে বৈদগ্ধ কথিত॥
বিদগ্ধা গোপিনী কৃষ্ণ বিদগ্ধ নাগর। যাহা হইতে প্রবাহিত রসের সাগর॥
ভাগ্যবান্ যেই সেই তাহা করে পান। মনোহর দাস তছু পদে জীব দান॥
শ্রীগৌরাঙ্গ নিত্যানন্দ অদ্বৈত চরণে। বিলুঠিত মনোভৃঙ্গ রহু অনুক্ষণে॥
শ্রীপাদ বৈষ্ণব পদ সদা করি আশ। বৈদগ্ধ বিলাস কহে মনোহর দাস॥

ইতি বৈদগ্ধ বিলাসে যূথেশ্বরী প্রীতিলীলা একাদশ প্রকাশঃ

সঙ্গীত নৃত্যলীলা দ্বাদশ প্রকাশঃ

গীতনৃত্যং ব্রজে দেবী বনে তত্রাকুলঃ প্রভুঃ।
সোদ্যানে ভক্তবৃন্দৈশ্চ তত্তল্লীলাং করোতি সঃ॥১॥

জয় গৌরহরি জয় নিত্যানন্দ রাম। জয়াদ্বৈত মহাবিষ্ণু চিদানন্দ ধাম॥
জয় গদাধর জয় গৌর-ভক্তবৃন্দ। কৃপা করি দেহ সবে চরণারবিন্দ॥
যোগমায়া পৌর্ণমাসী দেবী ভগবতী। শুদ্ধসত্ত্ব পরিণতি মোহিনী শকতি॥
যূথেশ্বরী প্রতি তবে বলেন বচন। চল বন শোভা সবে করি যে বর্দ্ধন॥
এত বলি বৃন্দা বৃন্দারিকা দেবীগণ। যূথেশ্বরী আদি লয়ে বনেতে গমন॥
আগত পূর্ণিমা তিথি অতি মনোরম। তদনুকুল যে বন করেন সাজন॥
ওদিকেতে নান্দী যাই রাধাকে বলিল। সখীসহ রাই শুনি আনন্দিত ভেল॥

Scanned by TapScanner

আর অনুচরী যাই শ্রীকৃষ্ণে বলিল। শ্রবণে গোবিন্দ অতি আনন্দ পাইল॥
সুবলের প্রতি কৃষ্ণ বলেন বচন। দেখ সখে ব্রজরমণীর ভাবগণ॥
আমার লাগিয়া রাধায় যারা দ্বেষ করে। অন্তরে দেহত তারা কত প্রীতি ধরে॥
রাধা সুখে গীত নৃত্য করে আরম্ভণ। মোর সহ শ্রীরাধাকে করাবে মিলন॥
সুবল বলয়ে গোপীর কামগন্ধ নাই। যাহা কামগন্ধ তাহা চির বিরধাই॥

তথাহি শ্রীগোপীপ্রেমামৃতে—

প্রেমৈব গোপরামাণাং কাম ইত্যগমৎ প্রথাং।
ইত্যুদ্ধবাদয়োহপ্যেতং বাঞ্ছন্তি ভগবৎপ্রিয়াঃ॥১॥

তৎসুখে সুখিতা যত ব্রজদেবীগণ। শক্তি পূর্ণ অংশে রাধা তাতে আকর্ষণ॥
লীলা অনুসারে তাহা আবৃত থাকয়। পুনঃ অনাবৃত লীলা বিশেষে করয়॥
তাহাতেই সর্ব্বপ্রীতি হয় দোঁহ জনে। শাস্ত্র অনুভবে মোরা করিয়ে প্রমাণে॥
সুবলের বাক্যে কৃষ্ণ আনন্দিত মন। বনসজ্জা সবে এবে করহ শ্রবণ॥

* দেবী পৌর্ণমাসী, হইয়ে উল্লাসী, নিজ বনে হয়ে স্থিতি।
সবে কার্য্য করে, দেখায়েন তারে, যেখানে যেরূপ রীতি॥
শ্যামলা বিমলা, ভদ্রা গৌরী লীলা, রঙ্গিণী শঙ্করী শারী।
মঙ্গলা পালিকা, সুচন্দ্রা মালিকা, রমারঙ্গা সুমাধুরী॥
শারদাক্ষী করী, যত যূথেশ্বরী, সঙ্গে বনদেবীগণ।
শত শত দাসী, কার্য্যে পটীয়সী, সাজায় দেবীর বন॥*॥

* চারিদিকে চারি দ্বার, করে নানা অলঙ্কার, মণি মুক্তা শ্রেণীর সাজনে।
দ্বারের দুধারে স্থিতা, শ্যাম স্বর্ণ দুই লতা, দ্বারোপরি শোভে আলিঙ্গনে॥
বনের দ্বারেতে চারি, এই রূপ শোভা করি, লতা পত্র পুষ্পে শোভা পায়।
মধুগন্ধে ভৃঙ্গগণ, হয়ে অতি আকর্ষণ, চারিদিক্ হইতে কত ধায়॥
বনমধ্যে বহু স্থল, সম ভূমি ঝল মল, নানা জ্যোতি তাহাতে খেলয়।
শ্বেত রক্ত নীল পীত, ভিন্ন ভিন্ন ছবি কত, বৃক্ষ লতা ধরি শোভা পায়॥
শ্যাম তমালকে ধরি, হেমলতা শোভা করি, হেমবৃক্ষে শ্যাম লতা শোভে।
সম্ভোগের প্রায় বন, যাহা তাহা সুশোভন, দর্শনে সবার মন ক্ষোভে॥
নানা পুষ্প বিকসিত, ভৃঙ্গগণ সুচুম্বিত, দাড়িম্ব ফুলেতে শুক চঞ্চু।
রসালের ফলে পিক, কমলাতে কাকাতুক, চঞ্চু দিয়া শোভে অতি মঞ্জু॥
নানা বৃক্ষ লতা কুলে, মন্দ বায়ু শির হেলে, তাহে করে নানা পক্ষি রব।

Scanned by TapScanner

দম্পতি আলাপ প্রায়, মাথা নাড়ি কথা কয়, এই রূপ ধরে বনভাব॥
প্রতি ফুল নেত্র হেন, অলিকুল তারা যেন, প্রেমে পরস্পর দরশন।
মকরন্দ জল ঝরে, যেন সবে হর্ষ ভরে, নেত্রবারি করয়ে পতন॥
আনন্দে ময়ূরগণ, বনে করে নর্ত্তন, কুরঙ্গ কুর্দ্দন করি ধায়।
চমরিকা গো চলে, চামরে মার্জ্জন করে, বন স্থল কত শোভা পায়॥
গুণ গুণ ভৃঙ্গরব, নানা পক্ষি কলরব, কোকিল পঞ্চম স্বরে গায়।
বনে প্রবেশিলে অতি, আনন্দে ভরয়ে মতি, সুশীতল অঙ্গবন ছায়॥
তবে নৃত্য মণ্ডল, করে করি কৌশল, মধ্য মণ্ডল রাধিকার।
পদ্ম সে কর্ণিকা প্রায়, সর্ব্ব মধ্যে শোভা পায়, বহুল মণ্ডলী বেঢ়ি যার॥
হেমমণি বর্ণ তার, পদ্মে পদ্মে পদ্মাকার, মধ্য দিব্য কর্ণিকা শোভয়ে।
এ কর্ণিকা মণ্ডল, হয়েন শ্রীরাধিকার, কৃষ্ণ সহ যাহে বিলসয়ে॥
হীরক কেশর তার, শোভে অতি মনোহর, নানা মণি বর্ণ স্থল ধরে।
পশ্চাতে কেশর ধারে, রত্নবেদী শোভা করে, রাধাকৃষ্ণ বসিবার তরে॥
তদ্‌পরে অষ্ট দল, শোভিত অষ্ট মণ্ডল, তার প্রতি দলে ষোল দল।
মধ্য দল কর্ণিকা হয়ে, অতিশয় শোভা পেয়ে, সুবর্ণ কেশরে ঝল মল॥
অষ্টসখী রাধিকার, ললিতাদি সবাকার, অষ্ট মণ্ডল কর্ণিকার।
নিজ নিজ সখী সনে, করিবেন নৃত্য গানে, এরূপেতে করে দিব্যাকার॥
তাহার ষোড়শ দলে, সহস্র যে দল করে, ষোড়শ মণ্ডল কর্ণিকার।
রাধার সখীর সখী, তাদের মণ্ডল লিখি, মাণিক্য কেশরে শোভা তার॥
পরেতে সহস্র দল, কেবল মণ্ডলাকার, রাধাযূথে আর সর্ব্বজন।
সকলের তরে করে, শোভা দেখি মনোহরে, শ্রীরাধা মণ্ডল সর্ব্বোত্তম॥
হীরক কীলকে ঘেরা, অতি দিব্য মনোহরা, সর্ব্ব বৃহত্তম সুশোভন।
সর্ব্ব ঋতু সুখ কর, পদ্মে পদ্মে পদ্মাকার, পদ্মবন্ধ অতি মনোরম॥
এ রাধা মণ্ডল করি, এহ কর্ণিকার ধরি, এই অষ্ট দিকে অষ্ট আর।
যূথেশ্বরীগণ তরে, অষ্ট মণ্ডল করে, পদ্মবন্ধ যেরূপ রাধার॥
দক্ষভাগে যেই দল, হইলেক মণ্ডল, চন্দ্রাবলী তার অধীশ্বরী।
শ্যামলা বিমলা করি, ভদ্রা আদি যূথেশ্বরী, আর সপ্তে সপ্ত অধিকারী॥
এ অষ্ট মণ্ডল দল, তাকে করি কর্ণিকার, অষ্টে ষোড়শ দল করে।
ষোড়শ মণ্ডল হয়, আর যূথেশ্বরী লয়, মুখ্যামুখ্য সুবিচার ধরে॥

Scanned by TapScanner

ষোড়শে সহস্র দল, করিলেক তার পর, আর যূথেশ্বীর কারণে।
যূথ লয়ে নিজ নিজ, করি সবে সুসমাজ, বসিবেন করি সে শোভনে॥
দিব্য কুঞ্জ পৌর্ণমাসী, করিলেন হয়ে খুসি, বীরা বৃন্দাসহ সুযতনে।
করি পৌর্ণমাসী বলে, কর এক সুকৌশলে, সবে সবার দর্শন কারণে॥
তবে সবে সুবৃহৎ কাচ, রত্নে বান্ধা যার সাজ, মণি স্তম্ভ উপরে স্থাপন।
রাখিলেন ঘেড়া করি, সকল মণ্ডলী বেঢ়ি, সর্ব্বদিকে অতি সুশোভন॥
সকল মণ্ডল পরে, চন্দ্রাতপ শোভা করে, কত শোভা বিচিত্র তাহার।
বন শোভা সবে দেখি, পালটিতে নারে আঁখি, সবে অতি আনন্দ অন্তর॥
এইরূপ বন শোভা করিয়ে বর্দ্ধন। সঙ্কেত করেন যত যূথেশ্বরীগণ॥
শ্রীকৃষ্ণ শ্রীরাধা চন্দ্রাবলী তিন স্থানে। প্রেরিত হইয়া দাসী যায় হর্ষ মনে॥
এদিকেতে পৌর্ণমাসী যূথেশ্বরী লয়ে। নানা খাদ্য দ্রব্য করে হরিষ হইয়ে॥
চর্ব্ব্য চোষ্য লেহ্য পেয় যত পরকার। যতনে করিয়ে সব থরে থরে থর॥
ওদিকেতে দাসী মুখে সঙ্কেত শ্রবণে। সবে হইলেন অতি আনন্দিত মনে॥
দাসীকে বলেন যাহ করাহ শ্রবণ। করিতেছি যথাকালে মোরা আগমন॥
দাসী আসি শুভবার্ত্তা সবাকে বলেন। শুনি হরষিত ভেল সবাকার মন॥
দেবী প্রতি যূথেশ্বরী বলয়ে বচন। নিজ নিজ গৃহে মোরা করি যে গমন॥
বেশ ভূষা পরি আর যন্ত্র সব লয়ে। অতি শীঘ্র মোরা সব আসি যে চলিয়ে॥
এত বলি যত সব যূথেশ্বরীগণ। গৃহে যাই দিব্য বেশভূষা পরিধান॥
যূথ সাজাইয়া নানা বাদ্য যন্ত্র লয়ে। সর্ব্ব অগ্রে দেবী বনে আসেন চলিয়ে॥
রাত্রি নবদণ্ড পরে দেবী চন্দ্রাবলী। যূথসহ শুক্লবেশে হর্ষে আসে চলি॥
আসিয়া দেবীর বনে উপস্থিত হন। পরম আদরে বসায় যূথেশ্বরীগণ॥
তবে শ্রীরাধিকা যূথ করিয়া সাজন। শুক্ল দিব্য বেশভূষা করি পরিধান॥
নানা বাদ্য যন্ত্র লয়ে যূথ সঙ্গে করি। অভিসার করি সুখে বনে আসে চলি॥
রাধা আগমনে সব আনন্দে ভরিল। যূথেশ্বরীগণ আসি আগে আগুলিল॥
শ্রীরাধা পাইয়ে সবে আনন্দে ভরিল। প্রীতে বিহ্বলিত জলে নয়ন ভরিল॥
দেবীকে প্রণমি রাই অতি যে যতনে। যূথসহ বসিলেন অতি হৃষ্ট মনে॥
বটু শুনেছেন যূথেশ্বরী আমন্ত্রণ। বিশেষ কৃষ্ণের ইচ্ছা সঙ্গে করি লন॥
বটু সুবলকে কৃষ্ণ করিয়ে সংহতি। ভগবতী বনে আসি হন উপস্থিতি॥
কৃষ্ণ আগমনে সব প্রফুল্ল হইল। আনন্দেতে বন যেন নাচিতে লাগিল॥

Scanned by TapScanner

পৌর্ণমাসী আদি করি যত যূথেশ্বরী। আদর করিয়ে মধ্যে বসান শ্রীহরি॥
সর্ব্ব মধ্যে কর্ণিকাতে কৃষ্ণে বসাইল। সবে শ্রীরাধাকে লয়ে বামেতে ধরিল॥
লজ্জা শঙ্কা হয়ে রাই বলেন বচন। মোর জ্যেষ্ঠা দেখ চন্দ্রাবলী বিদ্যমান॥
তা সবা ছাড়িয়া আমি শ্রীগোবিন্দসহ। মধ্য মণ্ডলে বসি কি করিয়া কহ॥
চন্দ্রাবলী তবে প্রীতে বলেন বচন। দোষ নাই মোদের বাক্য করহ পালন॥
তোমা বামে করি আমি মণ্ডল দক্ষেতে। বসিব বিচার কিছু না কর ইহাতে॥
শ্রীকৃষ্ণের বামে রাই সবার প্রীতিতে। যূথ সাজাইয়া বৈসে মধ্য মণ্ডলেতে॥
চন্দ্রাবলী নিজ যূথ করিয়ে সুক্রম। দক্ষিণ মণ্ডলে বৈসে করিয়ে ভূষণ॥
পরে যথাক্রমে যত যূথেশ্বরীগণ। নিজ নিজ মণ্ডলি সহ বৈসে হৃষ্ট মন॥
শ্রীরাধা মণ্ডলী ঘেড়ি মণ্ডলীর গণ। বসিলেন শত কোটি রমণী রতন॥
নবঘন শ্যাম বামে সৌদামিনী রাই। মণ্ডলীর মধ্যে শোভে কত শোভা পাই॥
কি শোভা হইল তাহা বর্ণনা না হয়। তারাগণ মধ্য চাঁদে থুৎকার করয়॥
তারাগণ সব যদি চাঁদ হয়ে যায়। চাঁদে শত চাঁদ যদি উদয় করয়॥
সূর্য্য শত সূর্য্য জ্যোতি করয়ে ধারণ। দলিত অঞ্জন আর অঙ্গেতে মাখেন॥
পুষ্পবন্ত হয়ে যদি উদয় করয়। তবে কিছু উপমার যোগ্যতা ধরয়॥
দেবী প্রণমিয়া সুখে বৈসি সর্ব্ব জন। দৃষ্ট করি বন শোভা করে প্রশংসন॥
কৃষ্ণ বলে যৈছে নাম তৈছে পৌর্ণমাসী। তৈছে তাঁর বন ত্রই সর্ব্ব সুখ রাশী॥
তবে অনুচরীগণ যূথেশ্বরীগণে। নানা যন্ত্র বাদ্য দেন ধরেন যতনে॥
নানা বাদ্য যন্ত্র লয়ে মণ্ডলীর গণ। কত শোভা পায় তার কে করে বর্ণন॥
সুমৃদঙ্গ পাখোয়াজ সারঙ্গী মন্দিরা। কিন্নরী ঝুন্নরী আর যন্ত্র শত তারা॥
সেতাঁরা তাম্বুরা বেণু বংশী সুপাবিকা। জলযন্ত্র হরমন আর কচ্ছপিকা॥
বিপঞ্চী মহতী বীণা স্বর মণ্ডলিকা। মুরজ মমক মঞ্জু করির নাসিকা॥
বাণীবীণা রুদ্রবীণা ব্রহ্মবীণা আর। এই রূপ নানা যন্ত্র ধরয়ে অপার॥
লক্ষ্মী বিজয়িনী রূপ যত ব্রজাঙ্গনা। শ্রীরাধার রূপ তাহে না হয় তুলনা॥
কোটি কাম জিনি রূপ গোবিন্দ মুরতি। সুসজ্জিত হয়ে সর্ব্ব কান্তা মধ্যস্থিতি॥
লক্ষ করি বরাঙ্গনা এক যূথে রয়। লক্ষ লক্ষ যূথ চতুর্দ্দিকেতে শোভয়॥
সর্ব্ব মধ্যে শ্রীরাধার যূথ সর্ব্বোত্তম। রূপ গুণে গণনাতে নাহি যার সম॥
সে যূথের অধীশ্বরী যূথেশ্বরীগণ। সহস্র মণ্ডলে বৈসে করিয়ে শোভন॥
যূথেশ্বরীগণাগ্রণী শ্রীরাধা লইয়ে। শত কোটি গোপী শোভে কত শোভা দিয়ে॥

Scanned by TapScanner

রূপে বস্ত্র অলঙ্কারে কত শোভা পায়। ব্রহ্মাদিক দেব দেখি হইল বিস্ময়॥
বিস্ময় হইয়া ব্রহ্মা বলেন বচন। সঙ্গীত কারণে কৃষ্ণ সভা করিলেন॥
কিন্তু এ সুখের পূর্ত্তি নহে এ রজনী। মোর লোকে গীত সভা তুচ্ছ ইথে জানি॥
তথাপি আমার রাত্রি করয়ে পুরণ। মর্ত্ত্যরাত্রি কি করি করিবে সমাধান॥
হরি অনুকম্পা বিনা মোর নাহি গতি। সেহ কৃপা কৃষ্ণ সেবার হয় অনুগতি॥
অতএব মোর সেবা উপযুক্ত হয়। এত বলি নিজ রাত্রি দেবীকে আহ্বয়॥

যথা শ্রীমদ্ভাগবতে কৃষ্ণং প্রতি ব্রহ্মবাক্যং—

তত্তেঽনুকম্পাং সুসমীক্ষ্যমাণো ভুঞ্জান এবাত্মকৃতং বিপাকং।
হৃদ্বাগ্বপুর্ভি র্বিদধন্নমস্তে জীবেত যো মুক্তিপদে স দায়ভাক্॥৪॥

ব্রহ্মাদেশ পাই রাত্রি হয়ে ত্বরান্বিত। ব্রহ্মার নিকটে আসি হন উপস্থিত॥
ব্রহ্মা বলে দিবে তুমি পুর্ণচন্দ্র লয়ে। কৃষ্ণলীলা মণ্ডলেতে করহ উদয়ে॥
ষড় ঋতু চন্দ্র লহ যাতে সর্ব্ব ফুল। বিকসিত হয়ে গন্ধে করিবে আকুল॥
ব্রহ্মরাত্রি আজ্ঞা পেয়ে হয়ে হরষিত। চন্দ্র লয়ে মণ্ডলোপরি হইলেন স্থিত॥
ষড় ঋতু বনপুষ্প অতি বিকসিত। নানা দিব্য গন্ধে বন করে আমোদিত॥
ব্রহ্মা সেবাকার্য্য পৌর্ণমাসী জানিলেন। সর্ব্ব গৃহ সমাধানে উপায় চিন্তেন॥
নিজ যোগে কান্তা রূপ করি ছায়াকার। সর্ব্ব গৃহে রাখিলেন যে হয় যাহার॥
ছায়ারূপা রাধা চন্দ্রাবলী সর্ব্বজন। নিজ নিজ গৃহে সত্য দেখে নিজ জন॥
তাহাতে লীলার সুখ অধিক হইল। যোগমায়া লয়ে কৃষ্ণ লীলা বিস্তারিল॥

তথাহি তত্রৈব—

কো বেত্তি ভূমন্ ভগবন্ পরাত্মন্ যোগেশ্বরোতীর্ভবত স্ত্রিলোক্যাং।
ক্ক বা কথং বা কতি বা কদেতি বিস্তারয়ন্ ক্রীড়সি যোগমায়াং॥৫॥

যে কালেতে চন্দ্রলয়ে রাত্রি আগমন। সপ্ত স্বর্গে জানিলেক দেব দেবীগণ॥
গান বিদ্যা নৃত্যপরা শ্রুতি বিদ্যাধরী। রম্ভা আর গান্ধর্ব্বিণী শ্রীরাগাদি করি॥
মাধবী আদিকা করি ছত্রিশ রাগিণী। ছয় রাগ সঙ্গে আসে রাগের রমণী॥
পুষ্প বিমানেতে চড়ি গগণ মণ্ডলে। আসি স্থিত হয় সবে দরশন ছলে॥
ইন্দ্র ব্রহ্মা কামদিকে কৃষ্ণ করে জয়। পরাজয় হয়ে রাগ নাহি পরিচয়॥
তাহাতে রাগের মনে আছে অভিমান। সভা করি মোদে কৃষ্ণ করিবেন গান॥
এই অভিমানে গরবে করি ভর। আসি স্থিত ছয় রাগ গগণ উপর॥
শ্রীগোবিন্দ প্রতি তবে শ্রীরাধা বলেন। অগ্রে স্বরালাপ নাথ কর আরম্ভণ॥

Scanned by TapScanner

অনিবদ্ধ নিবদ্ধ যে দুই স্বর হয়। অগ্রে অনিবদ্ধ পরে নিবদ্ধ যে রয়॥
স্বরালাপ করি গীত করহ ধারণ। তার অনুক্রম বাদ্য হইবে বাদন॥
বাদ্য অনুগত হই হইবে নর্ত্তন। সংগীত প্রধান অগ্রে কর আলাপন॥
গোবিন্দ বলেন প্রিয় কোন রাগ হবে। রাই বলে সর্ব্বরাগ গান যে করিবে॥
সর্ব্ব ঋতু এস্থানেতে অধিষ্ঠান হয়। সর্ব্ব রাগ গান তাতে সুসঙ্গত রয়॥
হেমন্ত ঋতুতে শ্রীরাগ বিলসয়। আদিরাগ করি তারে গীত শাস্ত্রে কয়॥
অনিবদ্ধ স্বরে তাহা কর আলাপন। পশ্চাতে আমরা সব করিব ধারণ॥
গোবিন্দ বলেন অগ্রে আলাপহ তুমি। পরেতে সকল সহ ধরিব যে আমি॥
মৃদু হাসি রাই বলে তাহা না হইবে। অগ্রেতে তোমায় নাথ ধরিতে হইবে॥
রাই যূথেশ্বরী প্রতি বলেন বচন। সকল মণ্ডলী মেলি হও একতান॥
স্বরে স্বরে বাদ্যে সবে সুমিল করিয়ে। গাইবে বাজিবে নাথ আরম্ভ করিয়ে॥
তবে কৃষ্ণ ষ ঋ গ ম প ধ নি সপ্তস্বর। রাইসহ আলাপয়ে অতি মনোহর॥
মূলাধারে নাদ ধরি নাভি কন্ঠ শিরে। মন্দ মধ্য তার স্বর করেন বাহিরে॥
আরোহণ অবরোহণ মুর্চ্ছনা তাতে দিয়ে। খাদে জিলে সপ্তস্বর ক্রমে আলাপয়ে॥
ষড়্জ মধ্যম আর গান্ধার গ্রাম তিনে। সপ্ত করি একবিংশ ধরি যে মূর্চ্ছনে॥
প্রথমেতে ষড়্জ স্বরে সপ্ত যে মূর্চ্ছনা। হ্রস্ব দীর্ঘ প্লুত স্বরে করে আলাপনা॥
নাভি বক্ষো নাসা তালু স্পর্শি সেই স্বর। ক্রমে খাদ জিলে কত উদয় সুন্দর॥
খাদ হইতে ক্রমে উচ্চ গাই সপ্তস্বর। উচ্চ হইতে ক্রমে খাদ অতি মনোহর॥
ষ ঋ গ ম প ধ নি যে রাগ রাগিণীতে। কতই মধুর সবে লাগে আলাপিতে॥
রাধাকৃষ্ণ সঙ্গে সব যূথদেবীগণ। পরম মধুরে সবে করে আলাপন॥
আর কেহ কেহ তাহে নানা যন্ত্র বায়। স্বরালাপে সর্ব্বলোক হয় স্বরময়॥
ষ স্বরেতে যবে খাদে সবে আলাপয়। সপ্ত পাতাল ভেদি সেই স্বর যায়॥
শেষ দেব কর্ণে যাই হয় প্রবেশন। প্রেম ভাবে শেষ দেব বিহ্বলিত হন॥
ভাবেতে সহস্র শির করেন ঘূর্ণন। ব্রহ্মাণ্ড সহিত অঙ্গ কম্পয়ে সঘন॥
হুহু তুম্বুরু তারা পাতালেতে রয়। দৈত্যনাগ কন্যাগণে সঙ্গীত শিখায়॥
স্বরালাপ ধ্বনি শুনি বিস্ময় হইয়ে। সপ্ত পাতাল তারা বেড়ায় খুজিয়ে॥
যে কালেতে ম মধ্যম করে আলাপন। ভরতাদি গীতগুরু হন বিস্মাপন॥
নি সপ্ত স্বর উচ্চ সদা আলাপয়। সপ্তস্বর্গ ভেদি স্বর বৈকুন্ঠতে যায়॥
বৈকুন্ঠেরগণে সবে আনন্দ করিয়ে। ব্রহ্মাণ্ড বাহিরে স্বর বেড়ায় ঘুড়িয়ে॥

Scanned by TapScanner

রম্ভা নারদাদি স্বর্গে গীত গুরুগণ। সুবিস্ময়ে কর্ণ পাতি করয়ে শ্রবণ॥
নাভি হৃদি শিরে দ্বাবিংশতি নাড়ী যোগ। সে নাড়ীতে সুক্ষ্মস্বর করিলে সংযোগ॥
বাইশ হইতে বাইশ শ্রুতি স্বর হয়। কান্তাগণ সহ কৃষ্ণ শ্রুতি আলাপয়॥
স্বরালাপে আনন্দ মোহ পায় সর্ব্বজন। দেব দেবীগণ করে পুষ্প বরিষণ॥
শ্রীরাগ আলাপ করি তাহা সবে গায়। বাদ্য স্বর মিশাইয়া অমৃতের প্রায়॥

তথাহি শ্রীগোবিন্দলীলামৃতে—

অনিবদ্ধং নিবদ্ধঞ্চ দ্বিধা গীতঞ্চ তে জগুঃ।
সারিগমপধন্যাখ্য স্বরানাললপুঃ পৃথক্॥
ষড়্জমধ্যমগান্ধারভেদাদ্ গ্রামাংস্ত্রিভেদকান্।
তত্র মর্ত্ত্যা গোচরং তে গান্ধারগ্রামমুজ্জগুঃ॥
শ্রুতিঃ সপ্তস্বরগতা দ্বাবিংশতিভিদাজগুঃ।
সমীরসংখ্যাং স্তানাংশ্চ মূর্চ্ছনাস্ত্রেকবিংশতিঃ॥
সপ্তস্বরাংস্ত সম্পূর্ণান্ ষট্ স্বরান্ ষাড়বাভিদান্।
পঞ্চস্বরানোড়বাংশ্চ জগুস্তে তাং স্ত্রিভেদকান্॥৪॥

মালশ্রীতে গান করি মালবাতে গান। য প গ ম ধ নি ছয় স্বরে যে সুঠান॥
তান মান শ্রুতি সব স্বরে যোগ করি। মহানন্দে গান বাদ্যে দিব্য তাল ধরি॥
হস্তে তাল দিয়া কেহ মহাসুখে গায়। কঙ্কণ বলয় শব্দ সুমধুর তায়॥
এরূপে শ্রীরাগ আর তাহার রাগিণী। গৌরী আশাবরী কত করেন গায়নী॥
অখিল রাগের হন গোবিন্দ মুরতি। সর্ব্ব রাগময়ী মূর্ত্তি ব্রজের যুবতী॥
কলাবিলাস বৈদগ্ধিতে পরম নিপুণ। ইহা বিনা অন্য কিছু না ভাবয়ে মন॥
যদ্যপি রসের মূর্ত্তি সদানন্দময়। কলাবিলাসেতে তাহা উচ্ছলিত হয়॥
রাধাকৃষ্ণ লয়ে সবে করেন গায়ন। শ্রীরাধা নিকটে পাই সবাকার মন॥
সবাকার মন জানি শ্রীরাধা তখন। নিজ রূপ বহু করি হন প্রকাশন॥

তথাহি শ্রীভাগবতামৃতে—

অনেকত্র প্রকাশতা রূপস্যৈকস্য যৈকদা।
সর্ব্বথা তৎস্বরূপৈব তৎ প্রকাশ ইতীর্য্যতে॥৫॥

সকল মণ্ডলে সব ব্রজরামা বামে। উপস্থিতা হয়ে রাই করেন গায়নে॥
শ্রীরাধা পাইয়া যত রমণীরবৃন্দ। উছলি উছলি পরে অন্তর আনন্দ॥
সকল মণ্ডলে রাই বহু রূপে গান। আবৈকুন্ঠ আনন্দে ভরল ত্রিভুবন॥

Scanned by TapScanner

বৃহৎ কাচে সবার মূর্ত্তি সবে দেখা পায়। শ্রীকৃষ্ণ দেখেন রাই সবা পাশে রয়॥
তবে বহু রূপ কৃষ্ণ করেন ধারণ। আসি রাই বামে করি মধ্যে স্থিত হন॥
রাধা বামে মধ্যে কৃষ্ণ দক্ষে রামাগণ। রাধাকৃষ্ণময় শোভে মণ্ডলীরগণ॥
মরকত মণি যেন কাঞ্চনে বেড়ল। হেম মণিগণে যেন সে মণি ঘেরল
পরম আনন্দে করে গায়ন বাদন। তাম্বুল যোগায় যত সেবাপরায়ণ॥
মল্লার মালয় আর বসন্ত হিন্দোল। কর্ণাটাদি পঞ্চ রাগ সঙ্গীত ধরিল॥
সে সকল রাগ তার রাগিণী সহিত। ক্রম করি গান সবে অতি প্রফুল্লিত॥
প্রবন্ধিত কত রস গীত করে গান। রমণী সমাজে শ্যাম মহাসুখ পান॥
রসে রমা ব্রজরমা রস গীত গায়। কৃষ্ণ সহ নিজ অঙ্গ পুলকে ভরয়॥
পশু পক্ষি বৃক্ষ লতা পুলক অঙ্গেতে। বিভোর হইল যবে গীত মাধুরীতে॥

যথা—স্বরাকৃষ্টঃ সর্ব্বে খগমৃগগণাঃ কাদ্রবমুখাঃ
স্থিতা এত্য স্থানাৎ শ্রবণপতিতা গীতমধুরে।
তথা লোকাঃ শোকা বিরহবিকলা রোদনবলাঃ
স্থিতা বলাত্তুপ্তা বিগতবিকলা বৈষমগতাঃ॥৬॥

ষড়্জস্বর ময়ুরের ঋষভ বৃষের। গান্ধার ছাগের স্বর মধ্যম বকের॥
পঞ্চম কোকিল স্বর ধৈবত অশ্বের। নিষাদ হস্তীর ক্রমে গান সপ্ত স্বর॥

তথাহি শ্রীগোবিন্দলীলামৃতে—
মল্লারকর্ণাটকনট্টসামকেদারকামোদকভৈরবাদীন্।
গান্ধারদেশাগবসন্তকাংশ্চ রাগানগায়ন্ সহ মালবাংস্তে॥
শ্রীগুজ্জরীং রামকিরীঞ্চ গৌরীমাসাবরী গোণ্ডকিরীঞ্চ তোড়ীং।
বেলাবলীং মঙ্গলগুজ্জরীঞ্চ বরাটিকাং দেশবরাটিকাঞ্চ॥
মাগধীং কৌশিকীং পালীং ললিতাং পঠমঞ্জরীং।
সুভগাং সিন্ধুড়ামেতা রাগিণীস্তাঃ ক্রমাজ্জগুঃ॥
ঘনানদ্ধততানন্তাঃ শুষিরাণাঞ্চ ভেদকান্।
বৃন্দয়োপহৃতাং তাংশ্চ ক্রমেণাবাদয়ন্মুহুঃ॥
মুরজং ডমরুং ডম্ফং মণ্ডুঞ্চ মমকাদিকং।
মুরলীং পাবিকাং বংশীং মন্দিরাং করতালিকাং॥
বিপঞ্চীং মহতীং বীণাং কচ্ছপীং করিনাসিকাং।
স্বরমণ্ডলিকাং রুদ্রবীণাঞ্চ তা অবাদয়ন্॥৭॥

Scanned by TapScanner

সবে মেলি একরূপ করিয়ে গায়ন। পৃথক্ গাইতে তবে হইলেক মন॥
সমাজ করিয়ে বৈসে শ্রোতা গাতা হয়ে। নিজ নিজ গুনগণ প্রকাশ লাগিয়ে॥
শ্রীরাধা বলেন নাথ দেখি একা গাও। তার চমৎকার কিছু মোদের দেখাও॥
শ্রীকৃষ্ণ বলেন প্রিয়ে ভাল সে গাইব। মুই গাই পরে আমি তোমা গাওয়াইব॥
তবে কৃষ্ণ ষড়্‌জ স্বর শ্রীরাগের গৃহ। পুনঃ গান কৃষ্ণ করে অনুরাগসহ॥
স্বরালাপ করি কৃষ্ণ ষড়্‌জ স্বর গায়। বন ভরি যত কিছু ভেল শ্যামকায়॥
যত গৌরাঙ্গিণী সব শ্যামকায় ভেল। শ্বেতাঙ্গিনী শ্বেত বটু শ্যামল হইল॥
বৃক্ষ লতা পশু পক্ষী যত কিছু আর। নিজবর্ণ ঢাকি সব হয় শ্যামাকার॥
সখা গানে গৌরী সবে শ্যাম যে দেখিয়া। অতি হর্ষে নাচে বটু হাতে তালি দিয়া॥
শ্রীকৃষ্ণ বলেন প্রিয়ে ধর নিজ রূপ। সবারে ধরাও দেখি আপন স্বরূপ॥
তবে মৃদু হাসি রাই আলাপি গান্ধার। রাগিণী ধরেন তার রঞ্জন আকার॥
তান মান দিয়া গান অতি মনোরম। শ্যামরূপ ক্রমে সব হয় বিলেপন॥
স্বর্ণ গৌররূপ সবে ধারণ করিল। বুঝি শ্যাম গৌর হবে স দাগ লাগিল॥
নিজবর্ণ করে রাই আপন গায়নে। পুনঃ গাই যার যেই করয়ে বরণে॥
প্রশংসিয়া কৃষ্ণ মালা রাইগলে দেন। রাই বলে যন্ত্র গান করাহ শ্রবণ॥
তবে বংশী ধরি কৃষ্ণ রাগিণী সহিত। নানা রাগ গান করে অতি মধুরিত॥
চন্দ্রগতি ঋতুগতি বিপর্য্যয় হয়। বংশী গানে শ্রীযমুনা উজান বহয়॥
চল অচলতা হয় অচল যে চল। দ্রবতা কাঠিন্য ভেল কাঠিন্য দ্রবিল॥
বংশী গানামৃতে সব অমৃত হইল। সেই জানে সেজন যেই কালেতে রহিল॥

তথাহি বংশীগানামৃতে—

বাতস্তম্ভতয়া পয়াংসি সরিতাং কাঠিন্যমাপেদিরে
গ্রাবাণো দ্রবভাবসম্বলনতঃ সাক্ষাদমী মার্দ্দবম্।
স্থৈর্য্যং বেপথুনা জহুর্মুহুরগাজাড্যাদ্‌গতিং জঙ্গমাঃ
বংশীং চুম্বতি হন্ত গোকুলপতৌ সঙ্গীতরঙ্গে হরৌ॥৮॥

শ্রীকৃষ্ণ বলেন প্রিয়ে কর সমাধান। যাহার যে গতি তাহা করহ প্রদান॥
তবে মৃদু হাসি রাই পাবিকাতে গায়। রাগিণী সহিত রাগ সুধা আলাপয়॥
শ্রুতি তান মান পাবিকার স্বরে ধরি। প্রেমের বাদর আনে সবার উপরি॥
যার যেই গতি পাই হইয়ে সুস্থির। পাবিকার ধ্বনি সবায় করয়ে মধুর॥
পাবিকার গীতময় সর্ব্বলোক হয়। তবে সবে পাবিকারে দেন জয় জয়॥

Scanned by TapScanner

তবে রাধাকৃষ্ণ দুই বীণা দুইজন। সখীসহ বীণাযন্ত্রে করেন গায়ন॥
শ্রীমুখেতে যত শ্রীবীণাতে তত গাই। বীণাগানামৃতে সব আনন্দ করই॥
শ্রীকৃষ্ণ বলেন প্রিয়ে বলহ বচন। ইহা পর কিবা হয় সুখের কারণ॥
শ্রীরাধা বলেন নাথ গোপ্য যাহা হয়। এসভাতে গান যুক্ত হয় অতিশয়॥
তবে কৃষ্ণ যেই হয় কারণ কারণ। যাহা হইতে সুখ দিতে নাহি অন্য জন॥
তবে শ্রীগোবিন্দ নিজ কান্তাগণ লয়ে। কামস্বর শ্রীমুখেতে গান আলাপিয়ে॥
শ্রীমহা মদনমোহে কামবীজ গায়। লোক বেদাতীত সেই মহামোহময়॥
যাতে স্বয়ং কৃষ্ণ আর ব্রজদেবীগণ। হ্লাদরতি রসানন্দে হইল মগন॥
শ্রীমুখেতে গাই পরে বংশীতে গায়েন। কামময় সর্ব্ব চিত্ত গানেতে করেন॥

তথাহি শ্রীমদ্ভাগবতে—

জগৌ কলং বামদৃশাং মনোহরং
নিশম্য গীতং তদনঙ্গবর্দ্ধনমিত্যাদি॥৯॥

গান শুনি ছয় রাগ হইয়ে বিস্ময়। খেদ করি ধিক্ মানি ব্রহ্মা পাশে যায়॥
ব্রহ্মা পাশে যাই তবে বলেন বচন। বড় অসম্ভব আজ করিনু শ্রবণ॥
যত্ন করি আসনেতে ব্রহ্মা বসালেন। বলে বল কি দেখিলে অঘট কারণ॥
তারা বলে দেবে মর্ত্ত্যে যত গীত হয়। মোদের অঙ্গেতে তাহা সমাবশে রয়॥
দেবে মার্গ মর্ত্তালোকে স্বর হয় দেশী। কোথা হইতে এই স্বর মোরা দেখি বেশি॥
মোদের লঙ্ঘিয়ে স্বর করয়ে গমন। বেদে লোকে নাহি পাই করি অন্বেষণ॥
শাম বেদগান করে যবে শ্রুতিগণ। তাহাও অঙ্গেতে মোরা করি যে ধারণ॥
মার্গ হয়ে মার্গ নহে দেশী হয়ে দেশী। কোথা হইতে মর্ত্ত্যলোকে প্রবেশিল আসি॥
ব্রহ্মা বলে ব্যাকুলের পারা কেনে হও। কোথা কি শুনিলে তাহা বিবরিয়া কও॥
তারা বলে ব্রজে কৃষ্ণ রমণী সহিত। গান করে মোদের যে করিয়ে লঙ্ঘিত॥
শুনি চারি মুখে মৃদু হাসি ব্রহ্মা কয়। সত্য সত্য বিস্ময় কারণ বড় হয়॥
কিন্তু গূঢ় তত্ত্ব আমি বিশেষ না জানি। পিতার নিকটে যাও জ্ঞাত হও শুনি॥
তাঁহার নিকটে আমি গীত অধ্যয়ন। করিয়াছি গীত গুরু মোর পঞ্চানন॥
মোর স্থানে নারদ রম্ভা তুম্বুরু যে হুহু। ভরতাদি করি শিখিয়াছে কেহ কেহ॥
শিব পঞ্চমুখে পঞ্চ দুর্গাতে একের। ছয় ভাই জন্ম হইলেক তোমাদের॥
পরম বৈষ্ণব তব পিতা পঞ্চানন। বিষ্ণু তত্ত্ব তিনি ভাল রূপেতে জানেন॥
নিজ পিতা স্থানে যাই করহ শ্রবণ। মনের সন্দেহ সব হইবে মোচন॥

Scanned by TapScanner

তবে কৈলাশেতে যাই পিতা প্রণমিল। আশীর্ব্বাদ করি শিব বসিতে বলিল॥
শিব বলে কৈছে বাছা দেখি খেদ মন। আমূল বৃত্তান্ত তারা করান শ্রবণ॥
ব্রজাঙ্গনাসহ কৃষ্ণ করেন গায়ন। দেব শুনি আনন্দেতে করেন নর্ত্তন॥
কি সম্বাদ এল বলি দেবী ভগবতী। বাহির হইয়ে দেখে আপন সন্ততি॥
নৃত্য শান্ত হই শিব বসেন আসনে। বলে পুত্র শুন মোর পিতা নারায়ণে॥
তাঁহার ললাট হইতে মোর জন্মোদয়। তাহার পরম অংশী শ্রীগোবিন্দ হয়॥
ঈশ্বর পরম কৃষ্ণ কারণ কারণ। তাহা হইতে সর্ব্ববিদ্যা হয় প্রকটন॥
শ্রীগোলোক নিজ ধাম হয় বৃন্দাবন। মায়াতীত যার তলে বৈকুন্ঠের গণ॥
তোমাদের অংশী ছয় রাগ তাতে রয়। তাঁহাদের গুণ সম আর কেহ নয়॥
সে ছয় রাগের পিতা কৃষ্ণ রাগময়। তার গানে বিস্ময় ইথে কি আর বিস্ময়॥

তথাহি শ্রীনারদসম্বাদে ১ম অধ্যায়ে—

সঙ্গীতমারভৎ কৃষ্ণো মুরলীনাদমোহিতঃ।
গোপীভির্গীতমারব্ধমেকৈকং কৃষ্ণসন্নিধৌ॥
তেন জাতানি রাগাণাং সহস্রাণি চ ষোড়শ॥১০॥

পিতা মুখে তত্ত্ব কথা করিয়ে শ্রবণ। ছয় রাগ হৃষ্ট চিত্তে করেন গমন॥
বংশী কাম গানে সব কামময় ভেল। ব্রহ্মাণ্ড ভেদিয়া বংশী ধ্বনি যে ব্যাপিল॥
কামময় বংশী রব সর্ব্বত্র বিজয়। মায়া শক্তি মোহ করি চিচ্ছক্তি মোহয়॥

তথাহি শ্রীবিদগ্ধমাধবে—

রুন্ধন্নম্বুভৃতশ্চমৎকৃতিপরং কুর্ব্বন্মুহুস্তুম্বুরুং
ধ্যানাদন্তরয়ন্ সনন্দনমুখান্ বিস্মাপয়ন্ বেধসং।
উদঘূর্ণন্ বলিভির্ব্বলিং চটুলিভি র্ভোগীন্দ্রমাঘূর্ণয়ন্
ভিন্দন্নণ্ডকটাহভিত্তমভিতো বভ্রাম বংশীধ্বনিঃ॥১১॥

তবে কামগীত সবে করিয়ে গায়ন। সর্ব্ববাদ্য এক সঙ্গে করেন বাদন॥
নৃত্য ছন্দে সেই বাদ্য বাজয়ে সঘন। মণ্ডলী সহিত কৃষ্ণ নাচেন তখন॥
রাধাকৃষ্ণময় সব গোপীর মণ্ডলী। কত ভঙ্গি করি নাচে অতি কুতুহলী॥
আর তাহে কেহ কেহ নানা যন্ত্র বায়। নৃত্য গীত বাদ্য সুমুতুল ধ্বনি হয়॥
* কত ভঙ্গি পদ চালি, নিজ প্রিয়াগণ মেলি, নাচে শ্যাম মদনমোহন।
ধনী-শিরোমণি রাই, ভঙ্গিতে পদ চালাই, শ্যাম মোহে করিয়ে নর্ত্তন॥
হস্তের ধুনন্ করি, সুমধুর গীত ধরি, ব্রজাঙ্গনা নাচি চলি যায়।

Scanned by TapScanner

ক্ষীণ কটি নিতম্ব দোলে, কত শোভে হেলে দোলে, গণ্ডযুগে কুণ্ডল দোলয়॥
কাঞ্চী কঙ্কণ চুড়ি, মধুর শিঞ্জিত করি, বাজে বাদ্য যন্ত্রেতে মিশাল।
পদের নূপুর মণি, রুণু ঝুণু করে ধ্বনি, করতালি পরম রসাল॥
নবঘন সৌদামিনী, জিনি রূপ সুলাবণি, চঞ্চল গতিতে চলি যায়।
থেইতা থেয়া থেয়া করি, বোল শ্রীমুখেতে ধরি, হস্তে কত করি অভিনয়॥
শ্যাম সঙ্গে নাচি যায়, শ্যাম মহা আনন্দ পায়, অঙ্গে অঙ্গ ধরিয়ে সুঠনে।
চুম্বি মুখ শ্যামরায়, চর্ব্বিত তাম্বুল দেয়, গণ্ডে গণ্ডে করিয়ে ধারণ॥
হল্লীসক নৃত্য করি, কত প্রবন্ধতা ধরি, নাচে সব গোপীর মণ্ডলী।
কঙ্কণ কিঙ্কিনী ধ্বনি, কন কন কিনি কিনি, পদে তাল করে করতালি॥
ঝম্প ত্রিপুট যতি, নর্ত্তনেতে তাল কতি, প্রক্বাণ রবেতে বীণা বায়।
তাত্তা দ্রিমি দ্রিমি করি, শ্রীমুখেতে শব্দ ধরি, বিশাখাদি মৃদঙ্গ বাজায়॥
শ্যামল ধবল গৌরী, বিবিধ বসন পরি, যেন কাদম্বিনী সৌদামিনী।
নূপুর ঘুঙ্গুর বোল, সুনিনদ করে রোল, সুঝঙ্কৃত অঙ্গের চালনি॥
দেখি শ্যাম মহাসুখে, ভালি ভালি বলি মুখে, মণ্ডলী মধ্যেতে চলি যায়।
চুম্ব দেই প্রিয়ামুখে, বিলসই মহাসুখে, মহারাসে যৈছে বিলসয়॥
এই রূপে গোপীজন, নানা নৃত্য সুবাদন, সুসঙ্গীতে করেন বিহার।
শ্যামসঙ্গে কত রঙ্গে, আনন্দের সুতরঙ্গে, সে সুখের নাহি পারাবার॥*

তথাহি শ্রীগোবিন্দলীলামৃতে—

কৃষ্ণঃ শ্রীমান্ মুহুরিহ সমাগত্য তাসাং স মধ্যাৎ
নানাতালক্রমবশতয়া চালয়ন্ শ্রীপদাব্জে।
ধুন্বন্ পাণী নটতি নিগদন্ নিখমানন্দয়ংস্তা—
স্তত্তা তথে দৃগিতি দৃগিথৈ দৃক্ তথৈ দৃক্ তথৈ থা॥১২॥

ঝং ঝং কুর্ব্বৎ কনকবলয়ে ধুন্বতী পাণিপদ্মৌ
তাসাং মধ্যাৎ সপদি ললিতাপ্যাগতা কৃষ্ণকান্ত্যা।
শ্যামে রঙ্গে তড়িদিব ঘনে নৃত্যতীখং বদন্তী
থৈ থৈ থো থো তিগড় তিগড় থো তথৈ থো তথৈতা॥১৩॥

দৃমি দৃমি দৃমি ধো ধো ধো মৃদঙ্গাদিনাদৈঃ
কন কন কন বীণা শব্দ মিশ্রৈর্বিশাখা।
নটতি ঝণণ ঝং ঝং কার্য্যলঙ্কারজাগা
দৃগিতি দৃগিতি দৃক্‌থৈ থো তাথা থো ব্রুবাণা॥১৪॥

Scanned by TapScanner

পঞ্চৎ পুটং চাচপুটং রূপকং সিংহনন্দনং
গজলীলামেকতালং নিঃড়ারী মাদি-তালকং।
রতিলীলং ত্রিভঙ্গীঞ্চ চচ্চরৎ বারবিক্রমং
ইত্যাদীন্নর্ত্তনে তালান্ দধুঃ কৃষ্ণোহস্যাচ প্রিয়াঃ॥১৫॥

নৃত্য করি স্থির হয়ে বসেন আসনে। তাম্বুল যোগায় দাসী করেন চর্ব্বণে॥
মণ্ডলী ভূষণ করি কত শোভা পায়। ব্রহ্মা আদি দেবসভা ন্যক্কার করয়॥
কত নর্ম্ম নৃত্যগীতাদিকে প্রশংসন। নিকটেতে বসি বটু করেন শ্রবণ॥
বটু বলে হাঁ চারিবেদের মধ্যেতে। শামবেদে সুখদায়ী নৃত্য গীতাদিতে॥
অগ্রে মুই সে সব করেছি আলোচন। সখা সঙ্গ পেয়ে আর না করি এখন॥
তাহা শুনি সকলের আনন্দ অপার। সবে বলে সখে নাচ দেখি একবার॥
সবার পরমাগ্রহ বটুর নাচেতে। না নাচিয়ে বটু আর না পারে থাকিতে॥
সুবলের সহ কৃষ্ণ বলেন বচন। মোরা আছি নাচ শঙ্কা কর কি কারণ॥
যৈছে পার তৈছে সখে করহ নর্ত্তন। সহযোগ দিয়া মোরা করিব পূরণ॥
রাধাকৃষ্ণ সুখে সুখী শ্রীমধুমঙ্গল। অতি শ্বেতমূর্ত্তি যেন নবনীপুত্তল॥॥
বিম্বাধর হস্তপদতল লাল হয়। শ্বেতকান্তি ছটা অঙ্গে তরঙ্গ খেলয়॥
নীলবস্ত্র নীলমণি নীল অলঙ্কার। বক্ষোপরি শোভে দিব্য নীলমণি হার॥
নীল নূপুর পদে আর নাসাতে মুকুতা। শিরে দিব্য চূড়া মণি মুক্তাতে খচিতা॥
শুক্লকান্তি মধ্যে যে ভূষণকান্তি খেলে। কে আছয়ে বটু রূপ দেখি নাহি ভূলে॥
তবে গোপী সভা মধ্যে শ্রীমধুমঙ্গল। কৃষ্ণ অগ্রে করি বটু মধ্যে দাঁড়াইল॥
বটু বলে সখে গোচারণ পথ মাঝে। নাচি যে রূপেতে তাহা করিব যে নাচে॥
কৃষ্ণ বলে যৈছে হয় করহ নর্ত্তন। আমি আছি লজ্জা নাহি কর কদাচন॥
শ্রীমধুমঙ্গল তবে করেন নর্ত্তন। বিদুষক হাস্যকারি অদ্‌ভুত ঘটন॥
প্রথমে তাণ্ডব নৃত্য করে বটুরায়। যে শোভা দর্শনে সবে হাসি সুখ পায়॥
শ্রীগোবিন্দ সখা বটু বিদূষক হয়। হাস্য কলহেতে যার সদা চিত্ত রয়॥
যদ্যপিহ সর্ব্বশক্তি ধরে বটুরায়। হাস্য করাইতে অগ্রে তাণ্ডব নাচয়॥
* বটু দ্রুত চলি যায়, আসিয়া শীঘ্র দাঁড়ায়, দক্ষে বামে হেলে লম্ফ দেয়।
বামে হেলে এক লম্ফ, কভু জোড়ে জোড়ে লম্ফ, দক্ষে হেলে তদ্রুপ করয়॥
কভু উর্দ্ধহাতে করি, লম্ফ দেয় ঘুড়ি ঘুড়ি, কভু বক্র হয়ে নাচি যায়।
চিবুকে অঙ্গুলি ধরি, নাচে কভু গুড়ি গুড়ি, দেখি গোপী হাসিয়ে পড়য়॥

Scanned by TapScanner

কপালে দক্ষিণ হাত, কটিতে যে বাম হাত, থুমুকথুমুক বটু নাচে।
কভু নাচে এক পদে, অভিনয় করি হাতে, দ্রুত গতি কভু যায় পিছে॥
কত অভিনয় করি, দীর্ঘ হ্রস্ব হাত ধরি, পদক্ষেপি করয়ে নর্ত্তন।
কভু অঙ্গ নাহি কম্প, কেবল দেয়েন ঝম্প, কভু বসি লম্ফেতে গমন॥
শ্যাম সহ গোপী হাসি, সবে হয় মহাখুসি, বটুর তাণ্ডব নৃত্য দেখি।
বটু নৃত্য যে সুন্দর, সুন্দরে কিং অসুন্দর, দেখি সবে হন মহা সুখী॥
শ্রীরাধা সহিত সব সখীগণ বলে। তাণ্ডব নৃত্যেতে সখে বড় সুখ দিলে॥
বটু বলে লাস্য নৃত্যের বাজনা বাজাও। যৈছে করাও তৈছে কিছু করিয়ে দেখাও॥
এত বলি পদ চালি করেন নর্ত্তন। সে পদ চালনি দেখি দ্রবে সব মন॥
জানু উরু কটি কত ভঙ্গে নাচাইয়ে। ভ্রূধনু নর্ত্তন কত সুনয় করিয়ে॥
হস্ত অভিনয় কত অঙ্গের সহিত। নাচিয়ে গোপীর সভা করেন মোহিত॥
কৃষ্ণসখা কৃষ্ণবৎ করিয়ে নর্ত্তন। শ্রীরাধার ভাবে পদ করেন চালন॥
তাহা দেখি কৃষ্ণ আর রহিতে না পারি। উঠিয়া বটুকে ধরেন আলিঙ্গন করি॥
জয় জয় শব্দ সবে করেন সঘন। দেবগণ করে সবে পুষ্প বরিষণ॥
অনিমিখে বটু নৃত্য করে দরশন। রাধাভাবে নাচি বটু ভুবন মোহেন॥
রাধা ভঙ্গি ভাব ধরি বটু নৃত্য করে। নৃত্যেতে বিভোর বটু আপনা পাসরে॥
নৃত্যেতে সবার সুখ করি সম্পাদন। আসনে বসেন বটু ভাবযুত মন॥
শ্রীরাধা বলেন সখে নাথ-সখা হও। কে জানে তোমার গুণ যদি না জানাও॥
ভাল ভাল সখে আজ বড় সুখ দিলে। নাথ-সঙ্গে সুখে তুমি থাক চিরকালে॥
পৌর্ণমাসী শুনিলেন বটুর নর্ত্তন। স্নেহে নিজস্থানে তিনি করেন আহ্বান॥
সুবল সহিত বটু পিতামহী স্থানে। আহ্বান পাইয়ে সুখে করেন গমনে॥
এদিকেতে বাদ্য যন্ত্র ধরি যথাস্থানে। কান্তাগণ সহ কৃষ্ণ করে মধুপানে॥
সুসজ্জিত কুঞ্জে কৃষ্ণ করিয়ে বিহার। জলক্রীড়া করি বেশ করি যে যাহার॥
দক্ষে বটু মধ্যে কৃষ্ণ বামেতে সুবল। বসাইয়ে যূথেশ্বরী তৃপ্তিতে ভুঞ্জাল॥
পরে রাধা চন্দ্রাবলী আদি যত জনে। যূথেশ্বরী মহানন্দে করান ভোজনে॥
সবে লয়ে যূথেশ্বরী করিয়ে ভোজন। তাম্বুলাদি দিয়ে পরিতোষে সর্ব্বজন॥
পৌর্ণমাসী বন কুঞ্জে শ্রীকৃষ্ণ শয়ন। কান্তাগণ সহ করি শুন জাগরণ॥
ব্রহ্ম রাত্র উপাবৃত্তে ব্রজদেবীগণ। নিজ নিজ গৃহে সুখে করেন গমন॥

Scanned by TapScanner

তথাহি শ্রীমদ্ভাগবতে রাসান্তে—

ব্রহ্মরাত্র উপাবৃত্তে বাসুদেবানুমোদিতাঃ।
অনিচ্ছন্ত্যো যযুর্গোপ্যঃ স্বগৃহান্ ভগবৎপ্রিয়াঃ॥১৭॥

ইহা পরে যে লীলা কৃষ্ণ করে প্রকটন। তাহা হইতে সর্ব্বরস হয়েন পূরণ॥
রসের নির্যাস কৃষ্ণ করিতে স্বাদন। যোগমায়াশ্রয় করি হন প্রকটন॥
চারি পক্ষ হয়ে রাধা আপন বিস্তারে। ব্রজে কৃষ্ণ নিজনাথ সহ ক্রীড়া করে॥
নানা লীলা করি নানা রস উদ্ভাবন। নাথে পান করাইয়া স্বয়ং সুখী হন॥
মাদনের বৃত্তিভেদ দিব্যোন্মাদ হয়। উদ্‌ঘূর্ণা জল্পাদি দশ তাহাতে বসয়॥
ব্রজ নৈকট্যেতে তাহা রাধার না হয়। রসিকশেখর কৃষ্ণ মনে বিচারয়॥
এ সকল লীলা রস বক্রি যে রহিল। পূর্ণ আস্বাদন বিনা সাধ না পুরিল॥
রসের শেখর আর রসের শেখরী। সর্ব্বলোকে কি করিয়া গাবে কিবা করি॥
আমার প্রতিজ্ঞা রস পূর্ণ আস্বাদন। তার লাগি নিজ প্রিয়া করি বিড়ম্বন॥
যোগমায়া করি প্রিয়া অন্য হস্তে দেই। পূর্ণ আস্বাদন বিনা কি করিয়া রই॥
এত ভাবি পূর্ণ পূর্ণতর প্রকাশন। শ্রীরাধা বিচ্ছেদ করি পুরীতে গমন॥
পূর্ণতম ব্রজে কৃষ্ণ শ্রীনন্দনন্দন। একপদ স্থানান্তরে না করে গমন॥
যে রসে রসিক যেই তার সেই স্থান। স্থানান্তরে সুখ নহে বেদনা যে পান॥
একারণে পূর্ণতম শ্রীবংশী বদন। রাধানাথ ব্রজ হইতে না করে গমন॥
পূর্ণতম ব্রজে সাক্ষাৎ বিরহ না হয়। রাধার বিরহ বিনা রস পূর্ণ নয়॥
একারণে ব্রজে কৃষ্ণ অন্তর্দ্ধান করি। বাসুদেব বিরহ করি যান মধুপুরী॥

তথাহি বৃহদ্বিষ্ণুপুরাণে—

নন্দপত্ন্যাং যশোদায়াং মিথুনং সমজায়ত।
লীনশ্চতুর্ভুজো দেবো ঘনে সৌদামিনী যথা॥১৮॥

কৃষ্ণোঽন্যো যদুসম্ভূতো যস্তু গোপেন্দ্রনন্দনঃ।
বৃন্দাবনং পরিত্যজ্য পাদমেকং ন গচ্ছতি॥১৯॥

মথুরাতে কৃষ্ণ যান বিরহ রাধার। মাদনাদি দশ দশার ছয় যে বিকার॥
তাতে কত ভাব দশা জল্প শ্রীরাধার। রস পরাক্রান্তা সেই পরম মধুর॥
নিকটে গোপনে রাই শ্রীমধুসূদন। নির্যাস আস্বাদি পূর্ণ করিলেন মন॥
ভ্রমর গীতেতে রাধার যেই জল্প হয়। চিত্রজল্প দশ দশা মহাসুখময়॥
প্রিয়া যদি মান করি করয়ে ভৎর্সন। বেদস্তুতি হইতে কৃষ্ণে তাহে হরে মন॥

Scanned by TapScanner

এই দশ দশা রস অবধি যে হয়। শেখরিক রস এই পূর্ণতম কয়॥

তথাহি–

চিত্রজল্পো দশাঙ্গোঽয়ং প্রজল্পঃ পরিজল্পিতং।
আজল্পো জল্পসংজল্পা অবজল্পাভিজল্পিতং॥
বিজল্পঃ প্রতিজল্পশ্চ সুজল্পশ্চেতি কীর্ত্তিতঃ।
এষ ভ্রমরগীতায়াং দশমে প্রকটীকৃতঃ।
মধুপ কিতববন্ধো পদ্যাদিভির্মনোজ্ঞৈঃ॥২০॥

বাসুদেব কৃষ্ণ পূর্ণতর কুব্জানাথ। পূর্ণতর রস করেন কুব্জার সহিত॥
পূর্ণরূপে দ্বারকাতে স্বীকয়া লীলা করি। ব্রজ স্থানে আইলেন দন্তবক্র মারি॥
পূর্ণতমে মিলি সব পূর্ণতা হইল। প্রকট লীলা অবশেষ ভাব যে ধরিল॥

তথাহি পাদ্মে–

শ্রীকৃষ্ণো মথুরাং গত্বা দন্তবক্রং নিহত্য চ।
যমুনা স্থান মুত্তীর্য্য পুনশ্চ গোকুলং গতঃ॥

এই এক লীলা কৃষ্ণের অপ্রকট স্থিতি। দ্বিতীয় রূপেতে লীলা তাহাতে সঙ্গতি॥
হস্তাক্ষর প্রাচীন উজ্জ্বলে গ্রন্থে যাহা। দেখিয়াছি যেরূপ এবেতে লিখি তাহা॥
শেষ লীলাতে প্রভুর বিরহ উন্মাদ। অন্তর দশাতে শ্যাম হয়েন সাক্ষাৎ॥
শ্যাম সঙ্গে রস ভাব রস কথা হয়। রসালাপ শুনি স্বরূপ হয়েন বিস্ময়॥
শ্রীরাধার শ্যাম সঙ্গে সম্ভোগ মাদন। অন্তর দশাতে প্রভু তাহা আস্বাদন॥
দিব্য বৃন্দাবন মধ্যে দিব্য সরোবর। দিব্য স্বচ্ছ জল তাহে করে ঝলমল॥
সুবর্ণ পদ্মিনী দিব্য সে জলে শোভিত। দিব্য কুমুদিনী শোভে তার চারি ভিত॥
পদ্মিনী মধ্যেতে দুই পদ্মিনী শ্রেষ্ঠতম। তার মধ্যে এক হয় সর্ব্ববৃহত্তম॥
গন্ধে আমোদিত দিক্ মকরন্দ ঝরে। জল স্থল আদি সব সুবাসিত করে॥
গন্ধেতে আকৃষ্ট হয়ে শ্যাম ভৃঙ্গবর। আসিয়া মিলল শব্দ করিয়া ঝঙ্কার॥
গুণ গুণ শব্দে শীর করিয়ে কম্পন। পরম পদ্মিনী মুখ করয়ে চুম্বন॥
মধু কেয়ে মত্ত ভৃঙ্গ ভ্রমে চারি পাশে। যাইয়া বসিল অন্য পদ্মিনীর পাশে॥
তার পীত রেনু ভৃঙ্গ পীত কলেবর। আসিয়া মিলল মান পদ্মিনী রাধার॥
মানে অধোমুখী রাধা পৃথ্বী আলো করি। বসিলেন শ্যাম দিকে নাহি চান ফিরি॥
রাধে চন্দ্রমুখি তোল শ্রীচন্দ্রবদন। ভুখিল চকোর মরে চরণ সদন॥
তোমার কারণে আমি ফিরি বনে বনে। তোমার কারণে আমি করি গোচারণে॥

Scanned by TapScanner

তুঁহু যদি মোর প্রতি না হও সদয়। বিফল জীবন মোর কি কাজ রাখায়॥
চাটু কাকু সাম বাক্য হাত জোর করি। করিলেন তভু নাহি ফিরি চান প্যারী॥
শ্রীরাধার মানে কৃষ্ণ দুঃখিত অন্তরে। যাইয়া বসিল দিব্য ছায়া তরুমুলে॥
শ্যামের কায়িক বাক্য মানসিক গুণ। রসিকতা স্মরি রাধার বিদলিত মন॥
কলহান্তরিতাবস্থা জানি সখীজন। শ্রীকৃষ্ণ নিকট যাই করে আবেদন॥
কুঞ্জশয্যা করি শ্যাম দূতী পাঠাইল। সাধিয়া আনিতে রাধায় কুঞ্জের ভিতর॥
দূতী দেখি ঈর্ষা অমর্ষা শ্রীরাধার ভেল। নিজে না আইল শ্যাম দূতী পাঠাইল॥
খেদ করি দূতী প্রতি বলেন বচন। শাস্ত্রে কহে যাহাকে বিলাস বিবর্ত্তন॥
বিশেষেণ আদ্যন্তেন যেই বর্ত্তমান। বিলাসবিবর্ত্ত সেহ হয় সংস্থান॥
রজ্জুতে সর্পের যেরূপ কলেবর। সকল উদয় হয়ে বিবর্ত্ত প্রকার॥
শ্রীবিশাখা সখী হয় রামানন্দ রায়। আদ্যোপান্ত সর্ব্ব রস সেহ সে জানয়॥
তৎকৃত বিলাস বিবর্ত্ত যেই পদ। দূতী প্রতি বলেন রাধা করিয়া বেকত॥
শুন দূতী পিরিতের পরম নিদান। পশ্চাতে বলিব তোমায় পদার্থ ব্যাখ্যান॥
এক দিন বৃন্দাদূতী আসি মোর পাশে। মোর রূপ দেখি বৃন্দা অশ্রুজলে ভাসে॥
এরূপ গ্রহণে যোগ্য শ্রীনন্দনন্দন। অতি সুচীকন রূপ ভুবন মোহন॥
বন্দি ভাট মাগধিক্ গুণীজন গানে। দিব্য শ্যাম রূপ গাথা করিনু শ্রবণে॥
বিশাখার চিত্রপটে কালীয়দমনে। শুন দূতী শ্যাম রূপ করিনু দর্শনে॥
শ্যাম মোর রূপ দেখি ভাব ক্ষুব্ধ মন। নেত্র ভঙ্গি করি শ্যাম আমা পানে চান॥
রূপ মাধুর্য্যেতে দোহার রাগ প্রথমেতে। নেত্র ভঙ্গি পরস্পর ভাবের বেগেতে॥
শুন দূতী পহিলহি রূপ রঞ্জনতা। নয়নে নয়নে তাহা গ্রহণে ইচ্ছিতা॥
অনুদিন শ্যাম বন্ধুর সহ রসিকতা। খেলিলাম শুন দূতী নাহি তার পাতা॥
ভ্রুনর্ত্তন রসে রসে রসিক চাহনি। হস্ত গ্রীবা কটি পদ বিন্যাস চালনি॥
এই হাব হেলা আর কত অলঙ্কার। পিরিতির ভাবে কত করিনু উগার॥
পরম আগ্রহে প্রেম দুর্ঘট ঘটন। পরকিয়া ভাবেতে করিনু উপার্জ্জন॥
সুরাজকুমারী আমি ধর্ম্মেতে রক্ষিতা। শ্যাম সঙ্গে নাহি হয় রমণ ক্রীড়তা॥
এই হেতু নহে দোঁহে রমণ রমণী। কিন্তু দোহার মনোবৃত্তি অত্যনুরাগিণী॥
লালসা উদ্বেগ দশা অতি প্রবলিত। দোহ সেবাসুখে কামদেব সদা রত॥
সম্ভোগ সুখের স্পৃহা জানি মনোভব। মিলায়েন দোহজন করি অনুভব॥
পরস্পর দোঁহ মন পেষণ করিয়ে। একীভূত করিলেন রাগে মিলাইয়ে॥

Scanned by TapScanner

সঙ্ক্ষিপ্ত সম্ভোগ এহ পূর্ব্বরাগ পর। শুন দূতি দোঁহ যত্ন মাত্রই প্রবল॥
বহু যত্নে যেই ধন করে উপার্জ্জন। বল দূতি তাহে অবহেলে কোন জন॥
অরসজ্ঞ অকৃতজ্ঞ ধৃষ্ট শঠ জন। অবহেলে নহে সুরসিক আচরণ॥
হে সখি সো সব প্রেম বৃত্তান্ত। কাণুঠামে কহবি হইবে একান্ত॥
অসাধ্য সাধন যোহি প্রেম রতন। অব বিসরণ কাহে সেই রতন॥
তুহুঁ রসিক রসরাজ শিরোমণি। রসই জীবন তোঁহ ফণিক মণি॥
অযতনে খোয়বি যদি সোই মণি। কৈছে জীয়বি তুহ মণি খোয়ে ফণী॥
একে সুকুল তাহে গুরু দুরু ভয়। তাহে কছু না খোজল দূতীক সহায়॥
সখা সখীর সহায় কিছু না খোজল দোঁহে। প্রেম পিয়াসে দোঁহার পরম আগ্রহে॥
পিয়াসী চাতক যৈছে বাত বেগ কষ্ট। না গনিয়া মেঘ জলে পাতি ধরে ওষ্ঠ॥
দোঁহ মনোভব আর নয়নের ভঙ্গী। প্রেম বিলাস রসে করাইল সঙ্গী॥
সো রসরাজ এই প্রেম রস কাজে। নিজে না আইল তাঁর নাহি পায় লাজে॥
জানিলাম অনুরাগ হীনের কারণ। বহু পদ্মিনী তাঁর কুমুদিনী জন॥
তাহে তুহু দূতি ভেলি আমারে সাধিতে। সুরসিক চলে কভু অরসিক রীতে॥
কহবি ভৃঙ্গরাজে কথা দুটি চারি। নলিনী উপরে ডোল মাথা ঘুরি ফিরি॥
এস এস বলি তোমায় সৎকার করিবে। সরলে সরল তুমি সরল মিলিবে॥
সরলা পিরিতি রহে মলিনের প্রায়। বাম্য মান ভাবে প্রীতি নাহিক মার্জ্জয়॥
রসিক নাগর তুমি না পাইবা সুখ। সুরসিকা পদ্মিনীকে নাহি দেহ দুঃখ॥
দূতী যাই রাধা ভাব কৃষ্ণে শুনাইল। রসিক মোহন শ্যাম অমনি আইল॥
দিব্য কুঞ্জশয্যা বৃন্দা করিয়াছে ধরি। বসিলেন দিব্য শয্যায় বামে লয়ে প্যারী॥
সঙ্কীর্ণ সম্ভোগ এই মানের অন্তেতে। পরে শ্রীগোবিন্দ যান গোধন চরাতে॥
শ্রীরাধিকা সখী সঙ্গে শ্রীকুণ্ডে গমন। মিলিলেন দোঁহ জন আনন্দিত মন॥
নিকট প্রবাস পর শ্রীকুণ্ড মিলন। সম্পন্ন সম্ভোগ এহ শাস্ত্রেতে লিখন॥
নিজের ইচ্ছায় কিম্বা পরাধীন হয়ে। সুদুর প্রবাসে প্রিয় যায়েন চলিয়ে॥
চির অদর্শনে প্রিয়ার বড় দুঃখ হয়। কাতর হয়ে কাকু বাক্য সখীরে কহয়॥
বড় দুঃখে বড় সুখ প্রিয় আসি মিলে। সমৃদ্ধাখ্য সম্ভোগ এহ রস শাস্ত্রে বলে॥
প্রিয় প্রিয়ার বিয়োগ যদি নহে কদাচন। সদা সমৃদ্ধাখ্য সুখ রহে সর্ব্বক্ষণ॥
প্রকাশ ভেদেতে এহ নব বৃন্দাবনে। সদা সুপ্রকাশ অপ্রকট বৃন্দাবনে॥
পূর্ণ রস আস্বাদিতে পূর্ণ অবতার। নিত্য প্রিয়া লয়ে কৃষ্ণের ব্রজেতে বিহার॥

Scanned by TapScanner

এই মুখ্য হেতু গৌণ হেতু বহু হয়। জনক নন্দিনী রাম বিবাহ করয়॥
হরিল রাবণ সীতা মরিল রাবণ। আনিলেন সীতা রাম পুনঃ দেন বন॥
ব্রহ্মেন্দ্রাগ্নি কামদেবের মনে অভিমান। কান্তা লয়ে সুখে করি কাল যে যাপন॥
বিষ্ণু হয়ে কান্তা সুখ কিছু না হইল। অন্তর্য্যামী রামচন্দ্র মনেতে জানিল॥
সাধারণী সমঞ্জসা সমর্থা রতিতে। প্রকটিব নিজ কান্তা ত্রিবিধ ধামেতে॥
লীলা দ্বারে ব্রহ্মাদিকে মোহিত করিব। অভিমান দূর করি হিত আচরিব॥
চিৎসুখ পরমানন্দ এহ আদি রস। উপাসনা জীবে দিয়ে করিব সরস॥
স্বয়ং রূপ ব্রজভূমে হব প্রকটন। আনুসঙ্গে এই কথা করি সমাপন॥
বিপ্রলম্ভ সম্ভোগ মিলি আদি রস হয়। ক্রমে বৃদ্ধি অধিরূঢ় পর্য্যন্ত বাঢ়য়॥
অধিরূঢ় মহাভাব হয় দ্বিধাকার। মোদন মাদন এই দুইত প্রকার॥
অধিরূঢ় মহাভাবময়ী শ্রীরাধিকা। ক্ষণকাল কল্প প্রায় বিরহে অধিকা॥
কিঞ্চিৎ দুরেতে যদি যান শ্যাম রায়। মাদন ভাবেতে রাধা ব্যাকুলিতা হয়॥
সুদুর প্রবাসে কৃষ্ণ যান মথুরায়। মাদন মোহন হরে বৈচিত্ত্য করয়॥
কি বলিতে কি বলেন রাই কি করিতে কি। প্রিয় আসার আশে প্রাণমাত্র থাকে বাকি॥
সেহ আশা যদি হয় নৈরাশার প্রায়। দিব্যোন্মাদ হয় মোহন জল্পাদি ধরয়॥
উদ্ধব আইল কোই শ্যাম না আইল। নৈরাশে উন্মাদিনী রাই জল্পেতে বলিল॥
চিত্র জল্প দশ হয় বিপ্রলম্ভ শেষ। মদ ধাতুর দুঃখার্থ গত যে নিঃশেষ॥
সম্ভোগ সুখার্থে মদ করয়ে গমন। মোদনে মিলিত হয়ে বিচিত্র মাদন॥
মুদধাতু হর্ষে মদ হর্ষ গ্লপনে। গ্লপন শব্দে দুঃখ হয় যে কথনে॥
হর্ষার্থেতে মদ নিলে সম্ভোগেতে যায়। ধাত্বর্থের ভেদে ভেদ মহাজন গায়॥
সম্ভোগ সুখেতে মুদ থাকে নিরন্তর। মদ দুঃখে বিপ্রলম্ভে সম্ভোগ সুখে পর॥
মহা বিরহেতে রাই উন্মাদিনী হয়ে। কত যে জল্পাদি করেন উদ্ধবে দেখিয়ে॥
শ্যাম রূপ ভৃঙ্গ দেখি শ্যাম দূত জ্ঞানে। সোলুন্ঠন বাক্যে রাই করেন ভৎর্সনে॥
অন্তর্ধানে থাকি শ্যাম করেন শ্রবণ। সর্ব্ব রসে পূর্ণ করেন আপনার মন॥
শ্রীরাধিকা পূর্ণ রসে হইয়ে পুরণ। সর্ব্ব প্রীতিময়ী হয়ে লীলা সংহরণ॥
দ্বারকার চতুর্ব্যূহ বাসুদেব যিনি। মৌষলাদি লীলাকার্য্যে থাকিলেন তিনি॥
দ্বারকার অধীশ্বর বাসুদেব যিনি। দন্তবক্র মারি ব্রজ ভূমে এলেন তিনি॥
ব্রজের বিরহ ভাব দুরিত হইল। পূর্ণতমে মিলি পূর্ণ রসতা ধরিল॥
শ্যাম বধুঁ পেয়ে রাধা আনন্দিত মন। সমৃদ্ধাখ্য মহা সুখে হন নিমগন॥

Scanned by TapScanner

অক্ষয় আনন্দসিন্ধু রস সরোবর। বিপ্রলম্ভ সম্ভোগ হয় তার দুই ধার॥
বিপ্রলম্ভ বিরহ ধারা তাপ দিয়া চলে। সম্ভোগ সুখের ধারার পুষ্টতা যে করে॥
রবি তাপ বিনা যৈছে কিছু পুষ্ট নয়। চন্দ্র সুধা কিরণে কিছু করিতে নারয়॥
বিপ্রলম্ভে পূর্ব্বরাগ প্রবাস আর মান। প্রেম বৈচিত্ত্য চারে বত্রিশ প্রমাণ॥
সম্ভোগে সংক্ষিপ্ত আর সঙ্কীর্ণ সম্পন্ন। সমৃদ্ধাখ্য চারে হয় বত্রিশ নিষ্পন্ন॥
দুই মেলি চৌষষ্টি রস ধরে যে শৃঙ্গারে। অবান্তর ভেদ অনন্ত কে বর্ণিতে পারে॥
নির্ব্বিকার নিরঞ্জন ভাগবত রস। ভাগবত হংস যাহে সদা করে বাস॥
রস বৈ স রস আত্মা পূর্ণানন্দ ময়। আত্মশক্তি চিদানন্দা সহিত ক্রীড়য়॥
প্রীতি তরঙ্গ খেলে রস রূপ কত। সর্ব্ব প্রীতিময় সদা রহেন বেকত॥
সর্ব্ব রসে সর্ব্ব প্রীতে হইয়ে পূরণ। তবে কৃষ্ণ ব্রজসহ অপ্রকট হন॥
ব্রজে কৃষ্ণ পূর্ণ প্রীতে প্রবেশ করিল। আনন্দ মন্দিরে সবে যাইয়ে বসিল॥
রাধা দাসী হই ভাবে কৃষ্ণ সেবা করে। সিদ্ধ হয়ে কৃষ্ণ পায় আনন্দ মন্দিরে॥
পূর্ণ প্রীতি পূর্ণরস করে আস্বাদন। আত্যন্তিক সুখ প্রাপ্তি পুরুষার্থ সীম॥
কৃষ্ণ লীলা হয় যেন চন্দ্রের অমৃত। মুই কীট মর্ত্ত্য ভূমে পঙ্কেতে জড়িত॥
তার আস্বাদ যত সব অসম্ভব। সৎসঙ্গ প্রবল তাহে দৃঢ় অনুভব॥
কৃষ্ণভক্ত দৈবলোক বৈসে মর্ত্ত্য লোকে। কীচে পড়ি দুঃখ পাই দেখিলেন মোকে॥

তথাহি শ্রীগীতোপনিষদি—

দ্বৌ ভূতস্বর্গৌ লোকেঽস্মিন্ দৈব আসুর এবচ।
বিষ্ণুভক্তঃ স্মৃতো দৈব আসুরস্তদ্বিপর্য্যয়ঃ॥২২॥

পদেতে তুলিয়া দেখেন অর্দ্ধ মরা প্রায়। অমৃত ভোজন হাত উপরে ধরয়॥
নাসা রন্ধ্রে গন্ধ যাই হৃদে প্রবেশিল। কৃপাময় কৃপা করি চেতন করিল॥
সেই গন্ধাভাস মোর সর্ব্বস্ব হইল। তেঞি লীলা কাণাভাস ভাষাতে লিখিল॥
তাঁদের সকল দেখ মোর কিছু নয়। আপন জানিয়ে ইথে অধিকার হয়॥
বৈষ্ণব চরণে মোর সতত প্রার্থনা। স্বরূপ তত্ত্ব জান ইহা না করিহ ঘৃণা॥
কীট গন্ধে কিছু যদি দুর্ব্বাসিত হয়। সুবাস করিয়া লয় আপন কৃপায়॥
যোগমায়া ভগবতী পৌর্ণমাসী বনে। শ্রীগোবিন্দ নৃত্য গীত কান্তাগণ সনে॥
ভক্তি করি শুদ্ধ ভাবে যে করে পঠন। তার প্রতি সুপ্রসন্না যোগমায়া হন॥
রাধাকৃষ্ণ লীলা অধিষ্ঠাত্রী ভগবতী। তাঁর কৃপা পেলে পায় রাধাকৃষ্ণ প্রীতি॥
পঞ্চম পুরুষার্থ এই পরানন্দময়। অত্যন্ত দুঃখের নাশ অত্যন্ত সুখোদয়॥

Scanned by TapScanner

গোবৰ্দ্ধন তট রম্য শ্রীগোবিন্দ কুণ্ড। তাহার দক্ষিণ তটে বট যে প্রচণ্ড॥
তাঁর মূল পদতলে এ কীট বসিয়া। লিখিত সমাপ্ত ভেল শ্রীগুরু স্মরিয়া॥
শ্রীচৈতন্য নিত্যানন্দ অদ্বৈত চরণে। বিলুঠিত মনোভৃঙ্গ রহু অনুক্ষণে॥
সর্ব্ব শ্রীবৈষ্ণব পদে করি নমস্কার। বৈদগ্ধ বিলাস কহে দাস মনোহর॥

ইতি সর্ব্ব প্রীতি নৃত্য সঙ্গীত বৈদগ্ধবিলাস নাম দ্বাদশ প্রকাশঃ সম্পূর্ণশ্চায়ং গ্রন্থঃ।

॥ ওঁ তৎ সৎ ॥

সম্বদুনবিংশে পূর্ণো গোবিন্দকুণ্ডতীরগে।
গোবৰ্দ্ধনতটে ষষ্টিকাব্দকে কার্ত্তিকে মাসে॥